সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

৪৯ বর্ষ ... সংখ্যা

শনিবার, ১৬ মাঘ, ১৩৭৭ (১০ মাঘ, ১৮৯২ শক) Saturday, January 30, 1971.

মূল্য—২০ পয়সা (20 Paise)

139

বার্ষিক যোজনায় পশ্চিমবঙ্গের দাবি ছাঁটাই

৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা কম মিলবে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭১-৭২ সনের বার্ষিক যোজনায় রাজ্য সরকার চেয়েছিলেন ৬৫·১৩ কোটি টাকা। রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান আজ নিজে যোজনা কমিশন সমীপে ওই দাবির সপক্ষে জোর সওয়াল করেন কিন্তু কমিশন ওই যোজনার আকার নির্দিষ্ট করে দেন ৫৯·৪১ কোটি টাকা। অর্থাৎ স্পষ্টতই পশ্চিমবঙ্গের দাবি থেকে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা সরাসরি ছাঁটাই হয়েছে। এই বার্ষিক যোজনায় কেন্দ্রীয় সহায়তার পরিমাণ হবে ৪৪·২ কোটি টাকা।

শ্রী ধাওয়ান যোজনা কমিশনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি 'তুলনাহীন'। রাজ্য সরকার রাজ্যের ভিতর থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা সংগ্রহ করে যোজনায় লাগাবেন বলে কথা দিয়েছেন—এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের দাবি পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া উচিত।

যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি আর গ্যাডগিল রাজ্যপালের বক্তব্য শোনেন। বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অসুবিধার কথা তাঁরা অনুধাবন করছেন, তথাপি পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক যোজনায় কেন্দ্রীয় সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধির কোন অবকাশ বর্তমানে নেই।

তবে তিনি নাকি আশ্বাস দেন যে, পরে এবিষয়ে কিছু বিবেচনা করা হতে পারে।

প্রসংগত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ যোজনার মোট ৩২২·৫০ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার কথা। প্রথম বর্ষে ব্যয় হয়েছিল ৪৬ কোটি টাকা। চলতি (১৯৭০-৭১) বছরে ব্যয় হওয়ার কথা ৫১·৩৬ কোটি টাকা।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

আজ ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব দিবস। সমগ্র জাতির সংগে আমরাও তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানাই।

বিশেষ রচনা অষ্টম পৃষ্ঠায়

আজ বাদ কাল সরস্বতী পুজো! শুক্রবার থেকেই প্রতিমা কেনার ভিড়। —নিজস্ব চিত্র

নির্বাচনী কর্মীদের জন্য ঝুঁকিবীমা চালু হতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

নির্বাচনের কাজে যেসব কর্মী নিয়োগ করা হবে তাঁদের ক্ষেত্রে অন্তত দিন সাতেকের জন্য ঝুঁকি বীমার মত কোন ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে রাজ্য সরকার ভেবে দেখছেন।

শুক্রবার রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, পুলিশের ক্ষেত্রে ত এরকম বীমার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হয়েছে। অন্যান্য যেসব কর্মী নির্বাচন পরিচালনা করবেন তাঁদের ক্ষেত্রেও নির্বাচনের সময় কয়েকদিনের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে, অর্থের প্রশ্ন ত আছেই।

ইতিমধ্যে রাজ্যের নির্বাচনী দফতর ভোট গ্রহণের ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের পূর্ণ সহযোগিতা সম্পর্কে অনেকটা আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। প্রধান নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা "আয়ত্তের মধ্যে এসেছে।" নির্বাচন নিয়ে তিনি কোনও হাঙ্গামার আশঙ্কা করছেন না।

পশ্চিমবঙ্গে আগামী ১০ মারচ সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে বলে এদিন এক সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে আবার জানানো হয়েছে যে, মনোনয়ন পেশের শেষ তারিখ ১০ ফেবরুয়ারি; মনোনয়ন পরীক্ষার দিন ১১ ফেবরুয়ারি; মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৩ ফেবরুয়ারি।

'উপযুক্ত নিরাপত্তা'র দাবি

এদিন রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের কয়েকজন প্রতিনিধি মুখ্য নির্বাচন অফিসারের সংগে দেখা করে তাঁকে জানান যে, সরকার 'উপযুক্ত নিরাপত্তা'র ব্যবস্থা করলে কর্মচারীরা ইলেকশন ডিউটি দিতে মোটেই কুণ্ঠা বোধ করবেন না। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কো-অরডিনেশন কমিটিও ইতিপূর্বে নির্বাচনের কাজে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এই সব প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস নির্বাচন দফতরকে আশান্বিত করে তুলেছে।

কিন্তু উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবি সব মহল থেকেই আসছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরকে সারকুলার দেওয়া ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণা দফতরকেও নির্বাচন পরিচালনার জন্য কর্মচারী পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তার জবাবে কোন কোন মন্ত্রণালয় লিখেছেন—কেন্দ্রীয় কর্মচারী তাঁরা দিতে পারেন; কিন্তু তাঁদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

নতুন পদ্ধতিই বহাল

শ্রীরাঘবন আরও বলেন, একসংগে সব 'বুথ'-এর ভোটপত্র মিশিয়ে নিয়ে ভোটগণনার নতুন পদ্ধতি নিয়ে কোন কোন মহল থেকে আপত্তি ওঠায় তিনি এই আপত্তির কথা নির্বাচন কমিশনকে এদিন টেলিফোনে জানান। কিন্তু ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার শ্রীজ্যাকব এর উত্তরে জানিয়েছেন নতুন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রয়োজন হলে তিনি কলকাতায় এসে এই পদ্ধতিতে ভোটগণনার 'মহড়া'র ব্যবস্থা করবেন।

এদিনই নির্বাচন কমিশন দিল্লি থেকে আরও জানিয়েছেন যে, ভোট-

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

২২ পয়সা

মুদ্রণের কাগজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর দর এত বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কাগজ কিনে এবং সেই কাগজে সংবাদপত্র ছেপে আমাদের ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তা ছাড়া ইংরেজি সংবাদপত্রের তুলনায় ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের পরিমাণও কম। এই অবস্থায় সংবাদপত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে কাগজের দাম বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। তাই আগামী পয়লা ফেবরুয়ারি (১৯৭১) থেকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতি কপি বিক্রয়মূল্য ২০ পয়সার স্থলে ২২ পয়সা ধার্য করা হয়েছে।

এই সংগে দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার প্রতি কপির বিক্রয়মূল্য হবে যথাক্রমে ২০ পয়সা ও ৬০ পয়সা। সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে এই ব্যাপারে আমাদের সংগে সহযোগিতা করেন।

—সারকুলেশন ম্যানেজার

উত্তর প্রদেশ

এস ভি ডি দলের বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি

লখনউ, ২৯ জানুয়ারি—উত্তর প্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতারা আজ রাত্রে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং-এর পদত্যাগ ও নতুন নেতা মনোনয়নের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে

—নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—নির্বাচন কমিশন আজ আবারও ভোটদাতাদের এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে, ভোটদান সম্পর্কে সব রকম গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন জানিয়েছেন, ভোটদাতাকে দেয় ভোটপত্রের ক্রমিক সংখ্যা একমাত্র পোলিং অফিসার ছাড়া আর কাউকে অর্থাৎ প্রার্থী বা প্রার্থীর অনুমোদিত এজেনটকে জানতে দেওয়া হবে না। এ ছাড়া এক একবারে ৫০টি করে ভোটপত্র নিয়ে সেগুলি উলটে পালটে নেওয়া

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কে কোথায় দাঁড়াচ্ছেন

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—আজ এখানে নব কংগ্রেস প্রার্থীদের যে প্রথম তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ৫৪ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মধ্যে ৩৮ জনের নাম স্থান পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং শ্রীজগজীবন রাম উভয়েই তাঁদের পুরান নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ১১ জন মন্ত্রী রাজ্যসভার সদস্য। শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন।

শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভক্ত দর্শন উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল থেকে পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী না হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আর একজন মন্ত্রী শ্রী এস সি জামির নাগাভূমির জাতীয়তাবাদী সংস্থার প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বিভিন্ন রাজ্যের যেসব কেন্দ্র থেকে মন্ত্রীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাদের নাম দেওয়া হল—

অন্ধ্র প্রদেশ—শ্রী বি এস মূর্তি (অমলাপুরম তফসীলী), ডঃ কে এল রাও (বিজয়ওয়াড়া), শ্রী কে রঘুরামাইয়া (গুনটুর), শ্রী পি পার্থসারথি (রাজাসপেট), শ্রী এস আর কৃষ্ণ (পেড্ডাপল্লী তফসিলী)।

আসাম—শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ (বরপেটা)।

বিহার—শ্রীভগবত ঝা আজাদ (ভাগলপুর), শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ (নালন্দা), শ্রীবলিরাম ভগত (সাহাবাদ), শ্রীজগজীবন রাম (সাসারাম তফসীলী)।

পশ্চিম বাংলা—শ্রীপরিমল ঘোষ (ঘাটাল), শ্রীঅমিয়কুমার কিসকু (ঝাড়গ্রাম তফসীলী)।

উত্তর প্রদেশ—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (রায়বেরিলি), শ্রী কে সি পন্থ

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

ভোটার তালিকায় শ্রীকামাথের নাম নেই

নাগপুর, ২৯ জানুয়ারি—পি এস পি নেতা শ্রী এইচ ভি কামাথের নাম ভোটদাতার নামের তালিকায় না থাকায় তিনি আসন্ন নির্বাচনে ভোটদানে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন না।

শ্রীকামাথ শুক্রবার নাগপুরে সাংবাদিকদের কাছে বলেন: পাঁচিশ বছর ধরে তিনি ভোট দিয়ে আসছেন এবং এর মধ্যে তিনি কয়েকটি নির্বাচনেও দাঁড়িয়েছেন। এখন তিনি দেখছেন তিনি আর ভোটদাতা নন।

নাম রেজিস্ট্রি করার সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় রেজিসট্রেশন অফিসার তাঁকে জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে আর কোন প্রতিকার নেই। —ইউ এন আই

মহীশূরের পরিবহণ মন্ত্রীর পদত্যাগ

বাঙ্গালোর, ২৯ জানুয়ারি—মহীশূরের পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী মহম্মদ আলি আজ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনজন এম এল এ এবং একজন এম এল সিও দল থেকে পদত্যাগ করেছেন।

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

মুজিবর-ভুট্টো বৈঠকে অচল অবস্থা

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—ঢাকায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং পিপলস পারটির নেতা জেড এ ভুট্টোর মধ্যে তিনদিনব্যাপী আলোচনা শেষে আজ অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্নে এবং এমনকি পাক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শীঘ্র আহ্বানের ব্যাপারেও তাঁদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে।

আজকের আলোচনার পরে শ্রী রহমান আবার দৃঢ়তার সংগে জানান—তাঁর দলের ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নতুন সংবিধান রচনা করতে হবে। ঐ কর্মসূচী অনুযায়ী প্রদেশগুলির জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রের হাতে শুধুমাত্র অর্থ, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়ের ভার থাকবে।

শ্রী রহমানের বিবৃতি থেকে জানা যায়—শ্রী ভুট্টো ঐ বিষয়ে পিপলস পারটির নেতাদের সাথে আলোচনা করতে চান। মুজিবর জানান যে, তিনিও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানের নেতাদের সাথে কথা বলতে চান।

শ্রী ভুট্টোর পিপলস পারটি পশ্চিম পাকিস্তানে একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঐ দুটি প্রদেশে এই দলের প্রভাব সামান্য। ঐ অঞ্চলে আঞ্চলিকতা মনোভাব খুবই প্রবল।

—ইউ এন আই

পূর্ব পাকিস্তানের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী মনসুর আলি?

স্টাফ রিপোরটার

পূর্ব পাকিস্তানের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী পদে শ্রীমনসুর আলি নাকি শেখ মুজিবর রহমানের মনোনীত ব্যক্তি। কলকাতায় ঢাকা থেকে ওই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। শ্রীআলি শেখ মুজিবরের আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি। তিনি এক সময় শ্রীআতাউর রহমানের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসাবে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ছিলেন।

টালিগঞ্জের ৫০টি কলোনীতে ১২ বছরের পৌরকর মকুব

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার কলকাতা পৌরসভা টালিগঞ্জের পঞ্চাশটি কলোনীর বাসিন্দাদের দেয় বার বছরের পৌর কর মকুব করে দেন। এই মকুবকরা করের পরিমাণ প্রায় বিয়াল্লিশ লাখ টাকা।

ওই জমির মালিকের পক্ষে দেয় পৌর করও মকুব করার জন্য অধিবেশন থেকে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। পৌরসভার বক্তব্য, সরকারি গাফিলতিতে জমির মালিকানা বাসিন্দারা এখনও পাননি বলে ওই বাবদে তাঁদের কাছ থেকে কর আদায় করা যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারই যেন টাকাটা পৌর সংস্থাকে দিয়ে দেন।

ভোটে এই সিদ্ধান্ত হয়। কংগ্রেস পক্ষ এতে বাধা দিয়েছিলেন। একটি বিশেষ এলাকার উদ্বাস্তুদের জন্য এই সুবিধা দানের ব্যাপারটি বেআইনী বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের মন্তব্য, নির্বাচনী কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই মেয়র এটা করছেন। এ নিয়ে দু তরফে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়। পরে মেয়র প্রস্তাবটি ভোটে দিলে বিপুল ভোটে তা গৃহীত হয়।

অন্ধকার শহর

এদিন বিভিন্ন বক্তা শহরের আলোর সমস্যা নিয়ে মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সন্ধ্যা থেকেই পাড়াগুলি অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। নিশ্চিন্তে ছুরি, বোমা, বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে সমাজবিরোধীরা। মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূরও অবস্থাটা স্বীকার করেন এবং বলেন, ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন ও পৌর আলো বিভাগের লোকদের নিয়ে তিনি শীঘ্রই এ ব্যাপারে বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন।

ছুরিকাঘাত, ডাকঘরে আগুন, দোকানে হামলা

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার অপেক্ষাকৃত ছোটখাট হাঙ্গামা, গণ্ডগোলের সংবাদ আসে। তার মধ্যে রয়েছে ছুরিকাঘাতের ঘটনা, ডাকঘরে আগুন লাগানো, মদের দোকানে হামলা প্রভৃতি। এদিন হুগলির চণ্ডীতলায় বন্ধ পালিত হয়। হাবড়ায় হরতাল।

দুর্গাপুরে ও রাণাঘাটে দুটি সাবপোসট অফিসে আগুন লাগানো হয়। বর্ধমানের জামালপুরে একজন নব কংগ্রেস কর্মী ছুরিকাহত হন।

মদের দোকানে হামলা

এদিন বেলা প্রায় আড়াইটার সময় কড়েয়া থানা এলাকায় গুরুসদয় দত্ত রোডে ৩ জন যুবক একটি মদের দোকানে হামলা করে। পরে ওই ঘটনা সম্পর্কে যাদবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র বলে অভিহিত একজন যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত যুবকের কাছ থেকে একটি ছোরা, একটি তাজা বোমা ও কয়েকটি অ্যাসিড বালব উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়, ওই তিনজন যুবক মদের দোকানে ঢুকে টেলিফোন করতে চায়। টেলিফোন করতে দিতে অস্বীকার করলে একজন যুবক হঠাৎ একটি ছোরা বের করে। আর একজন যুবক ২—৩টি মদের বোতল ভেঙে চুরমার করে। দোকান থেকে যাওয়ার সময় তারা চত্বরের ওপর কয়েকটি পটকা ফাটিয়ে চলে যায়।

ওই ঘটনার পর স্থানীয় জনসাধারণ এবং পুলিশ যুবকদের পিছনে তাড়া করেন। তাড়া খেয়ে একজন যুবক একটি জায়গায় ঢুকে পড়ে। তাকে সেখানে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে বলা হয়, ধৃত যুবকের নাম শ্রীঅশোক ঘোষাল (২২) যাদবপুর ইনজিনিয়ারিং কালেজের ছাত্র। তার হাতের একটি থলের ভিতরে ওই সব জিনিস পাওয়া যায়।

পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

আট পার্টি জোটের নতুন নাম সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রনট

প্রথম দফায় প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ

স্টাফ রিপোরটার

আট পারটি জোটের নাম পরিবর্তন করে সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রনট (ইউ এল ডি এফ) রাখা হয়েছে। শুক্রবার ওই জোটের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা ঘোষণা করে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে ফ্রনটের প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। লোকসভার চল্লিশটির মধ্যে বাইশ এবং বিধানসভার দু'শ' আশির মধ্যে একশ' ছাপান্নটি কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম জানানো হয়। লোকসভার বাকি আঠারোটি এবং বিধানসভার বাকি একশ' চব্বিশটি আসনে প্রার্থীদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে ফ্রনটের শরিক দলগুলির সমবেত নেতারা জানান।

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ডঃ মহতাবের বিরুদ্ধে ওড়িশার তরুণ তুর্কীদের বিদ্রোহ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কটক, ২৯ জানুয়ারি—ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব এবং আরও কয়েকজনের নব কংগ্রেসে যোগদানের সমস্যা উপলক্ষ করে ওড়িশায় নব কংগ্রেস দল একটি বড় রকমের ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়েছে।

শ্রীশ্যামসুন্দর মহাপাত্র, শ্রী পি কে বল ও শ্রী শ্রীবল্লভ পাণিগ্রাহী প্রমুখ যে সব তরুণ নেতা বিজু পট্টনায়ককে দল থেকে বহিষ্কৃত করার অভিযানে অগ্রণী হয়েছিলেন এবার সেই তরুণ তুর্কীরাই ডঃ মহতাবের নব কংগ্রেস দলে যোগদানের বিরোধিতা করছেন এবং দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা তুলেছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রগতিশীল নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত শত ছাত্র সম্প্রতি নব কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন। এ'রাই এখন ডঃ মহতাবের নব কংগ্রেসে যোগ দানের তীব্র বিরোধিতা করছেন।

নব কংগ্রেস দলের তরুণ সদস্য দলের একজন মুখপাত্র বলেন যে, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা যদি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন এবং অপমানের প্রতীকার না করেন তা হলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

মুখপাত্রটি বলেন যে, এই সম্পর্কে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীজগজীবন রামের কাছে তারবার্তা প্রেরণ করা হয়েছে।

মারকিন প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ছে

ওয়াশিংটন, ২৯ জানুয়ারি—প্রেসিডেনট নিকসন আজ মারকিন কংগ্রেসে তাঁর প্রথম বর্ধিত প্রতিরক্ষা বাজেট পেশ করেন। প্রতিরক্ষার জন্য ১৯৭২ সালে তিনি ৭,৫০০ কোটি ডলার চেয়েছেন। গত এক দশকের মধ্যে এইবারই মারকিন সশস্ত্র বাহিনীতে সব চেয়ে কম লোক থাকবে। লোক কম অথচ ব্যয় বেশি—কারণ, বেতন বৃদ্ধি ও সমরাস্ত্রের জন্য চড়া ব্যয়। গত বছরের তুলনায় এবার ১৬০ কোটি ডলার ব্যয় বেশি ধরা হয়েছে।

প্রেসিডেনট নিকসন সামগ্রিক বাজেটের জন্য ২২,৯২০ কোটি ডলার চেয়েছেন। বাজেট হিসেবে এ হল রেকরড অঙ্ক। —এ পি

ভারত কাশ্মীর নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে আলোচনায় নারাজ

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি—জম্মু ও কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অথবা এ সম্পর্কে ভারত সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাবলী নিয়ে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে কিম্বা অন্য কোন দেশের সংগে কোনরকম আলোচনা করবে না। ভারতের পক্ষ থেকে আজ পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে লেখা এক চিঠিতে ভারত এই কথা জানিয়েছে। —পি টি আই

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের

হিন্দী শিক্ষা সংক্রান্ত আদেশ অবৈধ

মাদরাজ, ২৯ জানুয়ারি—মাদরাজ হাইকোরট-এর প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি শ্রী পি আর গোকুলকৃষ্ণান কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের হিন্দি শিক্ষাদান সম্পর্কে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসের রাষ্ট্রপতির আদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সারকুলার ও স্মারক নির্দেশ অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতির ঐ আদেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ডি এম কে এম পি শ্রীনারায়ন যে মামলা দায়ের করেন বিচারপতি শ্রীআলাগিরিস্বামী তা খারিজ করে দেন। এর বিরুদ্ধে আপীল করলে প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি শ্রীগোকুলকৃষ্ণান এই রায় দেন। ডাক বিভাগের জনৈক কর্মচারীও এ সম্পর্কে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন।

বিচারপতিগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ১৯৬৮ সালে সংশোধিত ১৯৬৩ সালের সরকারী ভাষা আইন-এর ৩ ধারার বিধানের সংগে এর কোন সামঞ্জস্য নেই। রাষ্ট্রপতির আদেশে ও বিভাগীয় নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের হিন্দি শিক্ষা আবশ্যিক করা হয় এবং শিক্ষাকালে ক্লাসে যোগদান না করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়।

—পি টি আই

চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাচাই করা

স্ট্রেপসিলস্

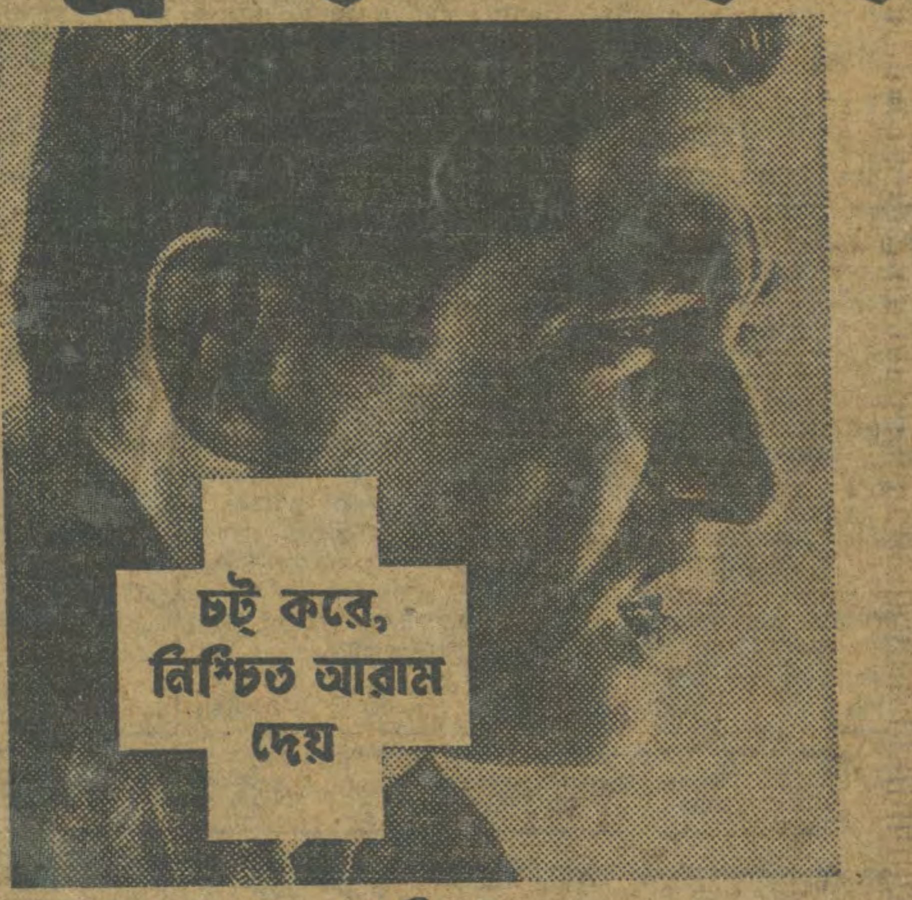

গলাব্যথায় আর কাশিতে

স্ট্রেপসিলস্-এর বিশেষ দুটি অ্যান্টিসেপটিক উপাদান, গলাব্যথা আর কাশির জীবাণু চট করে মেরে ফেলতে পারে—এ একেবারে প্রমাণিত।

আজই রাখুন—স্ট্রেপসিলস্ আপনাকে গলাব্যথায় আরাম দেবে—সবচেয়ে তাড়াতাড়ি!

স্ট্রেপসিলস্-এর আরাম—আনে চট করে নিশ্চিত আরাম।

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল ; অতিরিক্ত
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৮ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি . . ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2538 G.P.O.

এজেণ্ট-ক্যানভাসার্স

৩০০টি নূতন ডিজাইনসহ ১৩৭৮ সালের বাংলা ক্যালেণ্ডার অ্যালবাম ৩১ জানুয়ারী প্রকাশিত হচ্ছে। প্লেন ছবি, ডেট-প্যাড অথবা সম্পূর্ণ ক্যালেণ্ডারের জন্য অনুগ্রহপূর্বক অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। সর্বোচ্চ এজেন্সী কমিশন। অসওয়াল অফসেট প্রেস, ৯৫/১, কাশীপুর রোড, কলিকাতা-২। আসাম ও ত্রিপুরার এজেণ্টরা নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন : আসাম বেঙ্গল ক্যালেণ্ডার কোং, বি-১৩, বাবুবাজার বিল্ডিং, গৌহাটি-২। (সি ৬৯৮০)

পেয়িং গেস্ট

পেয়িং গেস্ট চাই। উত্তম পরিবেশ সুন্দর বাড়ী। কম খরচ। ৭৬৭/এ ব্লক-পি, নিউ আলিপুর, কলি-৫৩। মিঃ দত্ত। (সি ৭৩৯৭)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

বেলঘরিয়া রানী পার্কে আকর্ষণীয় কর্নার প্লটে ১৪ কাঠা জমি, সুলভে ...

ঔষধ ও চিকিৎসক

যৌন ব্যাধি কি ?

কেন ? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায় ইণ্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৪-৩৯৪০। (৩২৬২ এ)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বায়োকেমিক গৃহ চিকিৎসা

ডাঃ চ্যাপম্যান বায়োকেমিস্ট্রি বাংলা সংস্করণ, দাম ছয় টাকা। প্রকাশক—হরেন অ্যাণ্ড ব্রাদার, ৩৪নং স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। (৩২৬৮ এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা শিক্ষা মন্দির

(বি টি কলেজ)

গ্রাম ও পোঃ আনুড়, জেলা হুগলী

জুলাই ১৯৭১ হইতে বি টি ক্লাসে (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তির জন্য স্নাতক শিক্ষকদের এবং ফ্রেসারদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। পাঁচ টাকা মূল্যের ক্রসড পোস্টাল অর্ডার এবং নিজের নাম ঠিকানা সহ যথোপযুক্ত ডাকটিকিটযুক্ত ৯"×৪" খাম সহ অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট ১৯৭১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দরখাস্ত করিলে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র এবং প্রসপেক্টাস পাঠান হইবে।

অধ্যক্ষ
(৭৬৯৯)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

...

বাদ্যযন্ত্র

সুলভে উচ্চমানের পোর্টেবল স্কেল-চেঞ্জিং হারমোনিয়াম বিক্রয়। স্বপনবাবু, ৩২এ বাক্তিয়ার শা রোড, টালিগঞ্জ। ৪৬-৪৩১২। (সি ৭৬১৪)

টাইপরাইটার

কমার্শিয়াল কলেজ উপযোগী টাইপরাইটার মেসিন বিক্রয় ও মেরামত হয়। জয়ন্ত মার্ট। ৪৫ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ৭২৩২)

রেজিস্টার্ড অফিস :
১২, মিশন রো,
কলিকাতা-১

শেয়ারহোল্ডার ও প্রতিনিধিগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কোম্পানির স্থগিত অতিরিক্ত সাধারণ সভা ১২, মিশন রো, কলিকাতা-১ স্থিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, শুক্রবার, বেলা ১০টায় অনুষ্ঠিত হইবে।
২৯ জানুয়ারি, ১৯৭১। (৭৬৭৬এ)

... সেসের সমগ্র।

বিবরণাদি নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে অথবা বাদী পক্ষের অ্যাটর্নি মিঃ এস এন ঘোষের ১০নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানাস্থ অফিসে যে কোনদিন অফিস চলাকালে দেখা যাইবে ও বিক্রয়ের সময় উপস্থাপিত করা হইবে।

স্বাঃ পি সি চ্যাটার্জি
বাঁটোয়ারা কমিশনার
৭-১-৭১
(সি ৬৭৫০)

... অফেরতযোগ্য ১০০ টাকা (একশত টাকা) আদায় দিলে এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হাল সময়ের সার্টিফিকেট দেখাইলে শনিবার বাদে যে-কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন অনুরোধক্রমে এই অফিসে পাওয়া যাইবে।

আর এন মিত্র
সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার,
(এস অ্যাণ্ড পি)
(৭৪৭৩ এ)

টেণ্ডার

ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড

(রিফাইনারিজ ডিভিসন)
হলদিয়া রিফাইনারি প্রজেক্ট
পুরাতন অকেজো চটের থলি বিক্রয়

ছেঁড়া ও অব্যবহার্য অবস্থায় রিফাইনারি সাইটে পড়িয়া থাকা আনুমানিক ২০০ টন পুরাতন অকেজো চটের থলি "যেখানে যেমন আছে" অবস্থায় বিক্রয়ের জন্য জেনারেল ম্যানেজার, ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড, হলদিয়া রিফাইনারি প্রজেক্ট-এর পক্ষে সীল করা দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের পূর্বে যে কোনো কাজের দিন মালগুলি দেখা যাইবে। বায়না বাবদ ২৫ টাকা (পঁচিশ টাকা মাত্র) জমা সহ ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে বেলা ৪টা পর্যন্ত টন ভিত্তিতে দরপত্র গৃহীত হইবে। সফলকাম ডাকদাতাকে যথাসময়ে জানান হইবে এবং বিজ্ঞপ্তির পর এক পক্ষকালের মধ্যে প্রাপ্য টাকা এই অফিসে নগদে চুকাইয়া দিয়া তাঁহাকে মাল অপসারণ করিতে হইবে।

(৭২৪৯)

১৯৭১-৭২ সালে ইনস্টিটিউটের হোস্টেল মেসে খাদ্য পরিবেশন করার জন্য শীল মোহরাঙ্কিত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার দাখিল করার শেষ তারিখ ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১। ডিরেক্টার, অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ, ১১০ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২ অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। (৭৬২৯)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

মোগলসরাইতে লক্ষ্ণৌ ডাইভার্সন লাইনের জন্য ৫৭০০ এম-৩ ৪০ মিঃ মিঃ হইতে ৫০ মিঃ মিঃ আই এস সিভ (সি) ভাল কোয়ালিটির স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডার (১৯৭১ সালের ২নং) আহ্বান করা যাইতেছে। বায়নার পরিমাণ ৩,০০০ টাকা। টেণ্ডার ২০-২-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত এবং বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। টেণ্ডার খোলার তারিখের পূর্বে শেষ কাজের দিন পর্যন্ত টেণ্ডার ফরম বিক্রয় করা হইবে। কলিকাতায় এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট অথবা দানাপুরস্থ ডিভিশনাল ক্যাশিয়ারের নিকট প্রত্যেকটি বাবদ ১০ টাকা (অফেরতযোগ্য) (ডাকে পাঠাইতে হইলে ৩ টাকা অতিরিক্ত) জমা দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইলে টেণ্ডার খোলার তারিখের একপক্ষকাল পূর্বে কলিকাতার ১৪, স্ট্র্যাণ্ড রোডে (৫ম তল) নিম্নবর্ণিতের নিকট অথবা দানাপুরে ডি ই এন (কন)-এর নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

চীফ ইঞ্জিনীয়ার (কন)
জি ১০/৯এ/পিআরও/কন্স—৫৯
(৭৬৮৫)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

দৈনিক ১২০০ ঘনফুট আবর্জনা পরিবহণ ও অপসারণে সক্ষম একটি লরি সরবরাহের জন্য টেণ্ডারে যে শ্রমিক সরবরাহ করিতে হইবে তাহার সংখ্যা '৮'-এর পরিবর্তে '৬' পড়িতে হইবে।

চীফ মেডিক্যাল অফিসার
জি-১০/৯/পিআরও/মিসে—৪১
(৭৬৮৪)

টেণ্ডার

১ এপ্রিল, ১৯৭১ হইতে ৩১ মার্চ ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত হাওড়া মেডিক্যাল ডিভিসনের নিম্নোক্ত স্টেশনসমূহে কনজারভেন্সি কাজের জন্য স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ মহিষ, বলদ ও গাড়োয়ান সরবরাহের জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ...

মেদিনীপুরে নব কংগ্রেস থেকে আদি কংগ্রেসে

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস (আদি) কমিটির সভানেত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট নব কংগ্রেসকর্মীর আদি কংগ্রেসে ফিরে আসার সংবাদ দিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি ওইরূপ কর্মীদের নাম দিয়েছেন। তাঁরা হলেন জেলা নব কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি শ্রীসত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন এম এল এ শ্রীইন্দ্রজিৎ রায়, শ্রীরামগতি হাজরা, শ্রীভূতনাথ প্রামাণিক, শ্রীফণিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীশম্ভুনাথ হাউস, শ্রীভোলানাথ বাগ, শ্রীবিদ্যুৎ ঘোষ, শ্রীঅশান্ত চক্রবর্তী, শ্রীবৈদ্যনাথ ওঝা প্রমুখ।

ভারতের প্রথম জাম্বো জেট বিমান

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—প্রথম যে জাম্বো জেট বিমান এ দেশে চালান হবে তা ভারতের নিজস্ব।

এয়ার ইনডিয়া সম্রাট অশোক নামে এই বিমানখানি (বোয়িং ৭৪৭) এপ্রিল মাসে পাবে এবং মে মাসের মাঝামাঝি এই বিমানখানি চালান হবে। দ্বিতীয় জাম্বো সম্রাট সাজাহানও ঐ রকম সময়ে পাওয়া যাবে।

এই বিমান ভারত-বৃটেন-মারকিন যুক্তরাষ্ট্র পথে চলাচল করবে। দেশে বোম্বাই ও দিল্লির বিমান ঘাটিতে শুধু অবতরণ করবে।

আগামী বছরে আরও দুইটি জাম্বো জেট বিমান এয়ার ইনডিয়ার দখলে আসবে বলে আশা করা যায়।

—ইউ এন আই

আইন-আদালত

ধাপার জমি নিয়ে মামলায় আপিল

ধাপার জমির দখল সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন ও আরও কয়েকজনের অনুকূলে কলকাতা হাইকোরট যে রুল জারি করেন বিচারপতি শ্রীব্যানারজি তা পাকা-পাকিভাবে বহাল করেন। এ সম্পর্কে বিচারপতি শ্রীব্যানারজির রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা করপোরেশনের তরফ থেকে হাইকোরটে আপিল করা হয়েছে।

ধাপা মৌজার যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে কমিশনারকে তার দখল নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ১৯৭০ সালে ৩ জানুয়ারি গৃহীত প্রস্তাব বিচারপতি খারিজ করে দেন। তবে ১৯৭১ সালের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁর এই আদেশ প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয়।

এদিকে বিচারপতি শ্রী বি সি মিত্র এবং বিচারপতি এস কে মুখারজি করপোরেশনের আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওই আদেশ প্রয়োগ আবার স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

বালিকা বিদ্যালয়ে নতুন প্রশাসক নিয়োগের আদেশ

রাশিদ্রোণীর বিনয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না রক্ষিতের আবেদনক্রমে কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রীঅনিলকুমার সেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে ওই বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসকের বদলে যথাসম্ভব শীঘ্র একজন নতুন প্রশাসক নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিচারপতি শ্রীসেন এই মর্মে আরও আদেশ দিয়েছেন যে, নতুন প্রশাসক নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রধান শিক্ষিকা টাকা-পয়সা আদায় করে জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে জমা দিতে পারবেন।

হত্যাকাণ্ডের মামলায় হেড কনসটেবল দায়রা সোপর্দ

আলিপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসট্রেট শ্রী ডি পি ব্যানারজি আমিরুদ্দীন ওরফে জলির হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত অভিযোগে বিচারের জন্য কলকাতা পুলিশের হেডকনসটেবল মহম্মদ ইয়াসিনকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছেন।

অনন্ত সিংহ ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে মামলা

কয়েকটি সশস্ত্র ডাকাতি সংক্রান্ত অভিযোগে অনন্ত সিংহ এবং আরও ২০ জনের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে আলিপুরে চতুর্থ ট্রাইব্যুনালে জজ শ্রী এম এন দাসের আদালতে আবার তার শুনানী উঠেছিল। এইদিন সরকার তরফে আরও ১৫ দিন সময় চাওয়া হয়

১২ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত শুনানী মুলতুবি আছে।

জেলা স্কুল পরিদর্শকের বিরুদ্ধে সমন জারি

বিচার বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রীহরিসাধন বাগচি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা স্কুল পরিদর্শক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ধরের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন।

প্রকাশ, মুচিপাড়া থানা এলাকার বউবাজার জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবেচু সিংহকে অপমান করা এবং শান্তিভঙ্গের অভিযোগে এই সমন জারি করা হয়েছে। ম্যাজিসট্রেট আসামীকে ৫ মারচ আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

শেয়ার বাজারে দর পড়তির দিকে

২৯ জানুয়ারি—আজ কলকাতা শেয়ার বাজারে প্রায় সব বিভাগেই দর প্রায় পড়তির দিকে যায়। লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল :—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

বিড়লা জুট ২১।৮০ ২৭।৭০; বরাকর কোল ১১।৩৭ ১১।১২; ডানলপ ইনডিয়া ৩৮।৪০ ৩৮।৪৫; গেস্টকিন উইলিয়ম ৩১।৫০ ৩১।৯০; হাওড়া জুট ৬।৩৭ ৬।৪৪; ইনডিয়ান কপার ৪।২০ ৪।১৯; হিন্দ মোটর ১৫।৬৫ ১৫।৪৫; ইনড অ্যালু: ৩৪।৭৫ ৩৫।৬০; ইনড কেবল ১৬।৫০ ১৬।৩০; জয়শ্রী টি ইনড ১৪।১২ ১৪.; ওরিয়েনট পেপার ৩৯।৫০ ৩৯।৬০; ওড়িশা সিমেনট ১৪. ১৪।৭০; রোটাস ইনড ৬।৫০ ৬।৪০; টেকস: মেশিন ১০।৬০।

সোনা-রূপার দর

২৯ জানুয়ারি—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল :—

খাঁটি সোনা (স্টান, ১০ গ্রাম)	১৯০।৫০
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ, ১০ গ্রাম)	১৮৩.
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৬৮।৫০
ঐ—খুচরা (")	৫৭০.

চট ও থলের বাজার মন্দা

২৯ জানুয়ারি—আজ কলকাতার চট ও থলের বাজার মন্দা ও নিষ্ক্রিয় ছিল। উল্লেখযোগ্য কোন লেনদেন হয়নি।

নিচে দর দেওয়া গেল :—

	জানুঃ	জাঃ-মাঃ	এঃ-জুঃ
৪০-৭২	৬৬।৭৫	৬৭.	৬৬।৭৫
৪০-১০	৮৬।৫০	৮৭.	৮৭.
বি-টুইল	২৪১.	২৪১.	২৭৪.

ইউনিটের দর

বোমবাই, ২৯ জানুয়ারি— আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫০ পয়সা বহাল থাকবে।

—পি টি আই

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

আট জোটের নতুন নাম, প্রার্থী-তালিকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিধানসভার আসনে ফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে এখনও পর্যন্ত দু'শ' তিরিশটি আসন ভাগাভাগি হয়েছে। বাকি পঞ্চাশটি আসন কোন্ কোন্ দল ভাগ করে নেবে, তা স্থির হয়নি। অর্থাৎ ফাঁকা রাখা হয়েছে। আর দু'শ' তিরিশটির মধ্যে সি পি আই বিরানব্বুই, ফরওয়ারড ব্লক বাষট্টি, এস ইউ সি পঁচিশ, এস এস পি ছাব্বিশ, বলশেভিক পারটি (মুকুটমণি গোষ্ঠী) দুই, পি এস পি (বিদ্রোহী) ষোল, আর সি পি আই (দাশপন্থী) তিন এবং গোরখা লীগকে চারটি আসন দেওয়া হয়েছে। এদিন প্রার্থীদের যে তালিকা সাংবাদিকদের হাতে দেওয়া হয়, তাতে সি পি আই একাত্তর, ফরওয়ারড ব্লক পঁয়তাল্লিশ, এস ইউ সি তেইশ, এস এস পি বারো, বলশেভিক দুই, পি এস পি (বিদ্রোহী) এক এবং আর সি পি আই-এর দুইজন প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়। গোরখা লীগের একজন প্রার্থীরও নাম জানানো হয়নি। ফ্রন্টের এক মুখপাত্র প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গোরখা লীগ নেতারা তাঁদের দলের প্রার্থীদের নাম এদিন পর্যন্ত পাঠাতে পারেননি। ট্রাঙ্ক টেলিফোনে তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে। গোরখা লীগ ইউ এল ডি এফ-এ থাকছে।

লোকসভার চল্লিশটির মধ্যে এখনও পর্যন্ত ছয়টি আসন ফাঁকা রাখা হয়েছে। বাকি চৌত্রিশটির মধ্যে সি পি আই চোদ্দ, ফরওয়ারড ব্লক বারো, এস ইউ সি তিন, এস এস পি চার এবং পি এস পিকে (বিদ্রোহী) একটি আসন দেওয়া হয়েছে। তবে এদিন সি পি আই এগারো, ফরওয়ারড ব্লক ছয়, এস ইউ সি তিন এবং এস এস পির দুজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়।

নীতিজ্ঞাপক বিবৃতি

ইউ এল ডি এফ-এর নীতি সংক্রান্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্থায়ী ও প্রগতিশীল সরকার গড়তে চান। কংগ্রেস ভাগাভাগির পরও নব কংগ্রেসে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আসেনি। বৈপ্লবিক ঘোষণা সত্ত্বেও নব কংগ্রেস জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কোচন ও নির্মমভাবে গণ-আন্দোলন দমন করে চলেছে। অন্যদিকে আদি কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী শক্তি কায়েম করতে চাইছে। সি পি আই (এম) বিভেদমূলক বিরাট শক্তি হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন ব্যবস্থা ও পুলিশের একাংশ এবং কায়েমী স্বার্থের সহযোগিতায় এই দল জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বিঘ্নিত করছে। এই অবস্থায় আট পারটির জোট (ইউ এল ডি এফ) আসন্ন নির্বাচনে নব কংগ্রেস, আদি কংগ্রেস, সি পি আই (এম) এবং জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিপন্থী অন্যান্য দলকে আসন্ন নির্বাচনে পরাজিত করে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী ও প্রগতিশীল সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

এস এস পি (সরকারি) সম্বন্ধে

এস এস পি (সরকারি) সম্বন্ধে ওই বিবৃতিতে বলা হয়, এই দল বরাবর আট পারটিতে আছে। আট পারটি ইউ এল ডি এফ-এ রূপান্তরিত হওয়ায় এস এস পির পক্ষে শরিক হিসাবে এতে থাকা সম্ভব নয়। কেন না, কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত হল এস এস পি কোন ফ্রন্টের শরিক হতে পারবে না। তবে এই দল ইউ এল ডি এফ-এর মৌল নীতি ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি সমর্থন করে আসন ভাগাভাগির ভিত্তিতে ফ্রন্টে থেকে নির্বাচনে লড়াই করবে। এই সঙ্গে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হচ্ছে, ইউ এল ডি এফ-এর বাইরে কোনভাবে বা কোন পর্যায়ে এস এস পি অন্য কোন দলের সঙ্গে আঁতাত বা আসন নিয়ে সমঝোতা করবে না এবং নির্বাচনের পর স্বীকৃত কর্মসূচীর ভিত্তিতে এই ফ্রন্ট সরকার গড়তে পারলে তাতে যোগ দেবে।

এছাড়া ইউ এল ডি এফ-এর কোন শরিক দল অন্য কোন দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন পর্যায়েই আসন নিয়ে সমঝোতা বা আঁতাত করবে না। বিবৃতিতে সর্বশ্রী রণেন সেন (সি পি আই), অশোক ঘোষ (ফ-ব), বিমান মিত্র (এস এস পি), নীহার মুখার্জি (এস ইউ সি), স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য (পি এস পি বিদ্রোহী), দেওপ্রকাশ রাই (জি এল), অনাদি দাশ (আর সি পি) এবং সিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য (বি পি) স্বাক্ষর করেছেন বলে জানানো হয়।

এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা বাংলা কংগ্রেস এবং নব কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই ও ফরয়ারড ব্লকের প্রতিনিধিদের মধ্যে কথাবার্তার যে খবর শোনা গিয়েছে, তার উল্লেখ করেন। এর উত্তরে এস ইউ সি নেতা শ্রীসুবোধ ব্যানারজি বলেন, আট পারটি হিসাবে বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেসের সঙ্গে কারও কথা হয়নি। তাঁদের জোটের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনরকম কথাবার্তার প্রশ্ন ওঠে না। আট পারটির কোন শরিক দল কারও সঙ্গে কথা বলেছে কিনা, তা তাঁরা জানেন না। সি পি আই ও ফরওয়ারড ব্লকের সঙ্গে জেলা পর্যায়ে আসন নিয়ে রফা সম্পর্কে নব কংগ্রেসের ঘোষণার উল্লেখ করা হলে সি পি আই নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বলেন, বিজয়বাবুদের (নব কং) জিজ্ঞাসা করুন।

ইনডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাব সম্পর্কে ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষ বলেন, লীগ নেতারা কলকাতায় নেই। তাঁরা ফিরে এলে কথাবার্তা বলে সমঝোতার চেষ্টা করবেন।

লোক-সভা

লোকসভার চল্লিশটির মধ্যে আঠারোটি আসনে প্রার্থীদের নাম এদিন ঘোষণা করা হয়নি। সেই আসনগুলি হল,—দারজিলিং, মালদা, মুরশিদাবাদ, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ (তফ), ডায়মনডহারবার, কলকাতা উত্তর-পশ্চিম, উলুবেড়িয়া, আরামবাগ, তমলুক, কাঁথি, বিষ্ণুপুর (তফ), আউসগ্রাম (তফ), কাটোয়া, বর্ধমান, বীরভূম (তফ) এবং ঝাড়গ্রাম (তফ উপ)। এই আঠারোটির মধ্যে ছয়টি আসন কোন্ কোন্ দলকে দেওয়া হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। বাকি বারটি আসনের মধ্যে ফরওয়ারড ব্লক ছয়, সি পি আই তিন, এস এস পি দুই এবং পি এস পি-কে একটি আসন দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

যে বাইশটি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে সি পি আই এগারো, ফরওয়ারড ব্লক ছয়, এস ইউ সি তিন এবং এস এস পি দুইটি আসন পেয়েছে। অর্থাৎ সব মিলে চৌত্রিশটি আসনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সি পি আই চোদ্দ, ফরওয়ারড ব্লক বার, এস ইউ সি তিন, পি এস পি এক এবং এস এস পি-কে চারটি আসন দেওয়া হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত ঘোষিত প্রার্থী তালিকা দেওয়া হল : কোচবিহার (তফ)—অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান (ফ ব)। জলপাইগুড়ি (তপ উপ)—গঙ্গারাম ভগৎ (এস এস পি)। বালুরঘাট—জীবন বিশ্বাস (সি পি আই)। রায়গঞ্জ—নির্মল বসু (ফ ব)। জঙ্গীপুর—সুবমল দাসগুপ্ত (এস ইউ সি)। বারাসত—রণেন সেন (সি পি আই)। বারাকপুর—রেণু চক্রবর্তী (সি পি আই)। বসিরহাট—মহম্মদ ইলিয়াস (সি পি আই)। জয়নগর (তফ)—চিত্ত রায় (এস ইউ সি)। মথুরাপুর (তফ)—কংসারি হালদার (সি পি আই)। আলিপুর—ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (সি পি আই)। কলকাতা দক্ষিণ—আর্শতোষ ব্যানারজি (এস ইউ সি)। হাওড়া—শ্যামসুন্দর গুপ্ত (ফ ব)। শ্রীরামপুর—যদুগোপাল সেন (সি পি আই)। হুগলি—চিত্ত বসু (ফ ব)। মেদিনীপুর—নারায়ণ চৌবে (সি পি আই)। ঘাটাল—প্রভাত কর (সি পি আই)। বাঁকুড়া—জে এম বিশ্বাস (সি পি আই)। পুরুলিয়া—সুরেশ্বর সাহু (ফ-ব)। আসানসোল—দেবেন সেন (এস এস পি)। বোলপুর—ওসমান গণি (ফ ব)।

বিধান-সভা

কোচবিহার জেলা—মেকলিগঞ্জ (তফ)—মিহির রায় (ফ ব)। মাথাভাঙা (তফ)—মুকুন্দ বর্মণ (ফ ব)। কোচবিহার পশ্চিম (তফ)—ধনঞ্জয় বর্মণ (ফ ব)। সিতাই—হিতেন নাথ (ফ ব)। দীনহাটা—কমল গুহ (ফ ব)। কোচবিহার উত্তর—মোহিত চক্রবর্তী (ফ ব)। কোচবিহার দক্ষিণ—বিমল বসু (ফ ব)। তুফানগঞ্জ (তফ)—দোলমোহন পাখাদারা (ফ ব)। জলপাইগুড়ি — কুমারগ্রাম — ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (ফ ব)। ফলাকাটা (তফ)—নৃপেন রায় (এস এস পি)। ধূপগুড়ি—অনিল গুহ নিয়োগী (এস এস পি)। মাল (তফ উপ)—অর্জুন ওরাং (সি পি আই)। জলপাইগুড়ি—রাণু চক্রবর্তী (সি পি আই)। রাজগনজ (তফ)—ভবেন রায় (এস এস পি)। দারজিলিং—ফাঁসিদেওয়া (তফ উপ)—গোপাল হাঁসদা (ফ ব)। পশ্চিম দিনাজপুর — চোপরা — প্রেমহরি ঠাকুর (ফ ব)। করণদীঘি—সুরেশ সিংহ (ফ ব)। কুমারগঞ্জ (তফ)—ভূপাল সরকার (সি পি আই)। গঙ্গারামপুর—ভূপেশ চৌধুরী (সি পি আই)। কুমারগনজ—রহিমুদ্দিন সরকার (সি পি আই)। তপন (তফ উপ)—রবীন মুর্মু (সি পি আই)। মালদহ—ইংলিশবাজার—বিমল দাস (সি পি আই)। মাণিকচক—দুর্গা সেন (পি সি আই)। মুরশিদাবাদ—সূতী—হবিবুর রহমান (এস ইউ সি)। জঙ্গীপুর—অচিন্ত্য সিংহ (এস ইউ সি)। ভগবানগোলা—রাজসিং দুগার (এস এস পি)। নবগ্রাম—শৈলেন অধিকারী (এস এস পি)। মুরশিদাবাদ—নবাবজানি মীর্জা (এস এস পি)। ডোমকল—আসরাফ আলি (এস ইউ সি)। বহরমপুর—সনৎ রাহা (সি পি আই)। খরগ্রাম—সমর চৌধুরী (সি পি আই)। নদীয়া—তেহট্ট—রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (ফ ব)। নাকাশিপাড়া (তফ)—গুণেশ্বর মৈত্র (সি পি আই)। কৃষ্ণনগর পশ্চিম—রেবেশ সিংহ (সি পি আই)। হাঁসখালি (তফ)—রমেন দাস (বলশেভিক)। রানাঘাট পূর্ব (তফ)—নিতাই সরকার (সি পি আই)। চাকদহ—বরদা মুকুটমণি (বলশেভিক)। হরিণঘাটা—মিনতি ঠাকুর (ফ ব)। ২৪ পরগণা—বাগদা (তফ)—অপূর্ব মজুমদার (ফ ব)। বনগাঁ—অজিত গাঙ্গুলি (সি পি আই)। অশোকনগর—সাধন সেন (সি পি আই)। বারাসত—সরল দেব (ফ ব)। স্বরূপনগর—যামিনীরঞ্জন সেন (সি পি আই)। বসিরহাট—অরুণ বসু (সি পি আই)। হাসনাবাদ—আবদুর রেজ্জাক খান (সি পি আই)। হিঙ্গলগনজ—বিনোদ গাইন (সি পি আই)। গোসাবা (তফ)—রমানাথ পাত্র (এস ইউ সি)। বাসন্তী—অজিত নস্কর (এস ইউ সি)। কুলতলি (তফ)—প্রবোধ পুরকাইত (এস ইউ সি)। জয়নগর—সুবোধ ব্যানারজি (এস ইউ সি)। বারুইপুর (তফ)—কুমুদরঞ্জন মণ্ডল (এস এস পি)। সোনারপুর (তফ)—অমর নস্কর (সি পি আই)। যাদবপুর—শান্তি রায় (সি পি আই)। গারডেন রিচ—অরুণ সেন (সি পি আই)। বজবজ—শাদ ইমানি বেগ (সি পি আই)। মগরাহাট পূর্ব (তফ)—অনুকূল বর (এস ইউ সি)। মগরাহাট পশ্চিম—গোলাম রসুল মল্লিক (এস ইউ সি)। কুলপি (তফ)—শশাঙ্কশেখর নেইয়া (এস ইউ সি)। মথুরাপুর (তফ)—রেণুপদ হালদার (এস ইউ সি)। পাথরপ্রতিমা—রবীন মণ্ডল (এস ইউ সি)। কাকদ্বীপ—যতীন মাইতি (সি পি আই)। ভাটপাড়া—কেদার সিং (ফ ব)। নোয়াপাড়া—নীহার বসু (ফ ব)। খড়দহ—গোপাল ব্যানারজি (সি পি আই)। পানিহাটি—নন্দ শ্রীমানী (সি পি আই)। কামারহাটি—সুনীল মুখারজি (সি পি আই)। বরানগর—শিবপদ ভট্টাচার্য (সি পি আই)। দমদম—বিদ্যুৎকুমার বসু (পি এস পি বিদ্রোহী)। কলকাতা—শ্যামপুকুর—হেমন্ত বসু (ফ ব)। বহুবাজার—অমর চক্রবর্তী (ফ ব)। কবিতীর্থ—কলিমুদ্দিন সামস (ফ ব)। আলিপুর—মণি সান্যাল (সি পি আই)। ঢাকুরিয়া—সোমনাথ লাহিড়ি (সি পি আই)। বালীগনজ—মেনকা বসুরায় (এস ইউ সি)। ইনটালি—এ এম ও গণি (সি পি আই)। শিয়ালদহ—নন্দগোপাল ভট্টাচার্য (সি পি আই)। বিদ্যাসাগর—চণ্ডী মুখারজি (সি পি আই)। বেলেঘাটা উত্তর—সুবোধ দে (ফ ব)। মাণিকতলা—ইলা মিত্র (সি পি আই)। হাওড়া—হাওড়া, মধ্য—অনাদি দাস (আর এস পি আই)। হাওড়া দক্ষিণ—সুপ্রভাত মুখারজি (সি পি আই)। শিবপুর—কানাই ভট্টাচার্য (ফ ব)। ডোমজুড়—নির্মল সরদার (আর সি পি আই)। পাঁচলা—বিভূতি (নাদু) ঘোষ (ফ ব)। সাঁকরাইল (তফ)—দুলাল মণ্ডল (সি পি আই)। উলুবেড়িয়া উত্তর তফ—কালীপদ মণ্ডল (ফ ব)। উলুবেড়িয়া দক্ষিণ—বিশ্বনাথ দাস ঘোষ (ফ ব)। শ্যামপুর—শশাবিন্দু বেরা (ফ ব)। কল্যাণপুর—শান্তি মণ্ডল (ফ ব)। হুগলি—শ্রীরামপুর—পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি (সি পি আই)। চাঁপদানি—গিরিজা মুখারজি (সি পি আই)। চন্দননগর—দীনেশরঞ্জন মুখারজি (ফ ব)। সিঙ্গুর—অজিত বসু (সি পি আই)। হরিপাল—অমলেশ মজুমদার (এস এস পি)। চুঁচুড়া—শম্ভু ঘোষ (ফ ব)। পোলবা—শুভেন্দু সিংহ রায় (ফ ব)। ধনিয়াখালি (তফ)—কৃপাসিন্ধু সাহা (ফ ব)। পুরশুড়া—গৌর গাঙ্গুলী (সি পি আই)। গোঘাট—অজিত বিশ্বাস (ফ ব)। আরামবাগ—রবি রায় (ফ ব)।

মেদিনীপুর—চন্দ্রকোণা—সত্য ঘোষাল (সি পি আই)। পাঁশকুড়া পশ্চিম—ওমর আলি (সি পি আই)। পাঁশকুড়া পূর্ব—গীতা মুখারজি (সি পি আই)। ময়না—কানাই ভৌমিক (সি পি আই)। মহিষাদল—জগদীশ মাইতি (সি পি আই)। সুতাহাটা (তফ)—রবীন করণ (সি পি আই)। নন্দীগ্রাম—ভূপাল পাণ্ডা (সি পি আই)। কেশপুর (তফ)—শংকর দলুই (সি পি আই)। গড়বেতা পূর্ব (তফ)—কৃষ্ণ দুলে (সি পি আই)। গড়বেতা পশ্চিম—সরোজ রায় (সি পি আই)। শালবনী—ঠাকুরদাস মাহাতো (সি পি আই)। মেদিনীপুর—বিশ্বনাথ মুখারজি (সি পি আই)। খড়গপুর—করুণাময় ভট্টাচার্য (সি পি আই)। খড়গপুর লোকাল—দেবেন দাস (সি পি আই)। নারায়ণগড়—বিভূতি মাইতি (সি পি আই)। কেশিয়ারি—সুরেন সিং (সি পি আই)। বীনপুর (তফ উপ)—জয়রাম সোরেন (সি পি আই)।

পুরুলিয়া—বান্দুয়ান (তফ উপ)—মতিলাল মুণ্ডা (সি পি আই)। মানবাজার—অনিরুদ্ধ মাহাতো (এস ইউ সি)। আরশা—দমন কইরি (ফ ব)। ঝালদা—চিত্তরঞ্জন মাহাতো (ফ ব)। পুরুলিয়া—প্রবীর মল্লিক (সি পি আই)। পারা (তফ) শৈলেন বাউরি (এস ইউ সি)। রঘুনাথপুর তফ—হরিপদ বাউরি (এস ইউ সি)। কাশীপুর প্রমথ মণ্ডল (সি পি আই)। হুরা—সাধু ব্যানারজি (এস ইউ সি)।

বাঁকুড়া — তালডাংরা — ভবানী সিংহ বাবু (সি পি আই)। রায়পুর (তফ উপ)—মানিক বিসরা (সি পি আই)। বড়জোড়া—শক্তি শ্যাম (এস ইউ সি) বাঁকুড়া—দেবব্রত মুখারজি (সি পি আই)। ওন্দা—অনিল মুখারজি (ফ ব)। কোতলপুর—চণ্ডী মুখারজি (সি পি আই) ইন্দাস (তফ)—বিশ্বনাথ মাঝি (সি পি আই)। সোনামুখী (তফ)—কীর্তি বাগদী (সি পি আই)।

বর্ধমান—কুলটি—তারকনাথ চক্রবর্তী (এস এস পি)। রানীগঞ্জ—সুনীল সেন (সি পি আই)। জামুরিয়া—তিনকড়ি মণ্ডল (এস এস পি)। ভাতার—অশ্বিনী রায় (সি পি আই)। বর্ধমান উত্তর—ইন্দ্রেশ মণ্ডল (ফ ব)। খণ্ডঘোষ—গোবর্ধন পাকড়ে (এস এস পি)। মন্তেশ্বর—মানব ব্রহ্মচারী (ফ ব)। কেতুগ্রাম—বিমল সরকার (সি পি আই)।

বীরভূম—নানুর—শক্তিপদ বাগদি (সি পি আই)। বোলপুর—চিত্ত রায় (সি পি আই)। লাভপুর—শ্রীমতী অনিতা মুখারজি (এস ইউ সি)। দুবরাজপুর—ভক্তিভূষণ মণ্ডল (ফ ব)। রাজনগর—গোপাল বাউড়ি (ফ ব)। সিউড়ি—প্রতিভা মুখারজি (এস ইউ সি)। মহম্মদ বাজার—কুদ্দুস আলি মণ্ডল (এস ইউ সি)। ময়ূরেশ্বর—লালচাঁদ ফুলমালি (সি পি আই)। রামপুরহাট—শশাঙ্কশেখর মণ্ডল (ফ ব)। হাঁসান—মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল (ফ ব)। নলহাটি—জিয়াদ আলি বক্সি (এস ইউ সি)। মুরারই—বজলে আহমেদ (এস ইউ সি)।

ভারতে ফিজির প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—ফিজির প্রধানমন্ত্রী রাটু স্যার কামিসেস মারাকে আজ এখানে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করা হয়েছে। তিনি নয়দিন সরকারী সফরে ভারতে এসেছেন।

তাঁর স্ত্রী লেডী লয়লা মারাও তাঁর সঙ্গে এসেছেন। —পি টি আই

মাথা ভরা কালো চুল যদি চান

'বলডেক্স' ব্যবহার করুন

অভিজ্ঞ রসায়নবিদদের দীর্ঘ গবেষণা-প্রসূত 'বলডেক্স' চুলের সমস্যা সমাধানের এক অদ্বিতীয় আবিষ্কার। দেশে ও বিদেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী ব্যবহার করেছেন 'বলডেক্স' আর চমৎকৃত হয়েছেন এর গুণাবলী দেখে। 'বলডেক্স'কে আরও বেশী কার্যকরী করার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন আরও গবেষণা চলেছে। বর্তমানের 'বলডেক্স' আরও সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে সক্ষম। উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত বর্তমানের 'বলডেক্স' চোদ্দটি দেশী ও বিদেশী ভেষজ উপাদানের মৌলিক গুণসমন্বিত। ইহা প্রত্যক্ষভাবে চুলের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য জোগায় এবং চুলের পরিপুষ্টির সহায়ক গ্রন্থি (Gland) গুলিকে প্রভাবান্বিত এবং সক্রিয় ক'রে তোলে। ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে চুলের গোড়ায় প্রবেশ ক'রে সংশ্লিষ্ট কোষগুলির লুপ্ত ক্ষমতা ফিরিয়ে এনে নিশ্চিতভাবে চুলপড়া বন্ধ করে এবং নূতন ঘন কালো কেশোদ্গমে সাহায্য করে।

মরামাস, খুস্কি ও বিক্ষিপ্ত টাকের হাত থেকে রক্ষা করতে 'বলডেক্স'-এর জুড়ি নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

হোম (সি অ্যাণ্ড ই) ডিপার্টমেণ্ট

নির্বাচন সম্পর্কে ঘোষণা

নূতন লোকসভা গঠনের উদ্দেশ্যে সদস্য নির্বাচনের নিমিত্ত সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রকে আহ্বান জানাইয়া রাষ্ট্রপতির ঘোষণা এবং পশ্চিমবঙ্গে একটি নূতন বিধানসভা গঠনের উদ্দেশ্যে সদস্য নির্বাচনের জন্য রাজ্যের সকল বিধানসভা কেন্দ্রকে আহ্বান জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের ঘোষণা ১৯৭১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী ইস্যু করা হইবে। লোকসভা এবং রাজ্যবিধানসভার নির্বাচন একযোগে অনুষ্ঠিত হইবে।

এই রাজ্যের সাধারণ নির্বাচনের জন্যে নির্বাচন কমিশন নিম্নোক্ত কার্যসূচী নির্ধারণ করিয়াছেন:

মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হিসাবে ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১;

মনোনয়নপত্র পরীক্ষার তারিখ হিসাবে ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১;

প্রার্থীর নাম প্রত্যাহারের শেষ তারিখ হিসাবে ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১;

ভোট গ্রহণ করার (আবশ্যক হইলে) তারিখ হিসাবে ১০ মার্চ, ১৯৭১;

এবং

যে তারিখের পূর্বে নির্বাচন শেষ হইবে, সেই তারিখ হিসা[illegible] ১৯৭১।

ভোট গ্র[illegible]য় সকাল ৭-৩০টা হইতে বিকাল ৪-৩০টা পর্যন্ত।

ডব্লিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) ৪১৯(১১)/৭১

পৌরপিতারা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, কোরাম ছাড়াই বাজেট বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের হাওয়া সুরেন ব্যানারজি রোডের লাল বাড়িতেও লেগেছে। ফলে কোরাম ছাড়াই প্রতিদিন বাজেট বৈঠক হচ্ছে। পৌরপিতারা বাজেট ফেলে নির্বাচনে ব্যস্ত।

স্বয়ং মেয়র এবার প্রার্থী। প্রার্থী ডেপুটি মেয়রও। সাকুল্যে এক-চতুর্থাংশ সদস্যই কোন না কোন জোট দল বা নির্দল হয়ে আসরে অবতীর্ণ। পাঁয়তাড়া কষছেন নামার জন্য আরও কয়েকজন। কয়েকটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুখোমুখি পৌর পিতাদের মধ্যেই।

যেমন আলিপুর কেন্দ্রে শ্রীমণি সান্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীকানাই সরকার, কবিতীর্থে কলিমুদ্দীন সামশের বিরুদ্ধে শ্রীরামপিয়ারি রাম, শিয়ালদহে শ্রীবিনয় ব্যানারজি লড়বেন শ্রীবরেন দাঁর সঙ্গে।

আর যাঁরা এই নির্বাচনে ইতিমধ্যেই প্রার্থী টিকিট পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বালিগঞ্জ কেন্দ্রে সর্বশ্রী ডেপুটি মেয়র শ্রীনীলরতন সিংহ। পার্বতীপ্রসন্ন বসু চৌরঙ্গী), লক্ষ্মী দে (বটতলা), অনন্ত ভারতী (মানিকতলা), সুবোধ দে (উত্তর বেলেঘাটা), শিবকুমার খান্না (জোড়াসাঁকো)। সর্বশ্রী হরপ্রসাদ চাটারজি, (জোড়াবাগান), গোলকপতি রায় (শ্যামপুকুর), রউফ আনসারি (তালতলা), হাওড়ায় শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত এবং মঃ নিজামুদ্দিন।

এছাড়াও বটতলায় কাউনসিলার শ্রীলক্ষ্মী দের বিরুদ্ধে শ্রীপান্নালাল দাস, ঢাকুরিয়ায় শ্রীনৃপেন ব্যানারজি এবং স্পিকার শ্রীবিজয় ব্যানারজির কেন্দ্রে পৌর অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীশচীন সেনও দাঁড়াতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। সুতরাং সারা পৌর বাড়িতে নির্বাচনী হিড়িক। বাজেট নিয়ে মাথা ঘামায় কে?

পৌর আইন অনুযায়ী ১৫ ফেবরুয়ারির মধ্যে বাজেট বৈঠক শেষ করতে হবে। অর্থ কমিটির ১২ জন সদস্য। কিন্তু গত কদিন ধরে দুজনের বেশি হাজির হচ্ছেন না। তিনজনে কোরাম। ফলে কোরাম ছাড়াই চলছে বাজেট বৈঠক।

যন্ত্রচালিত তাঁত বণ্টনে নির্বাচনী কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গে যন্ত্রচালিত তাঁত বণ্টনের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঁচজনের এক কমিটি গঠন করেছেন। দু মাসের মধ্যে কমিটিকে তাঁদের সুপারিশ পেশ করতে হবে।

কল্যাণী স্পিনিং মিল-এর ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রী জে কে রায় কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন।

জাহাজে আরোহণের বিজ্ঞপ্তি

এম ভি "আন্দামানস" বৃহস্পতিবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ তারিখে ২২নং খিদিরপুর ডক হইতে পোর্ট ব্লেয়ার অভিমুখে রওনা হইবার কথা। ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থার জন্য শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইবে।

আন্দামানস কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী ২-২-৭১ তারিখের সকাল ১১টা পর্যন্ত পোর্ট ব্লেয়ারের জন্য টিকিট ইসু করা হইবে। এর পরে রিজার্ভেশনগুলি বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

দি শিপিং করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

১১, আর এন মুখার্জী রোড

কলিকাতা-১

সরকারের এজেণ্ট হিসাবে কর্মরত।

৭ লক্ষ টাকার বেআইনী গাঁজা হস্তগত

মতিহারি, ২৯ জানুয়ারি—শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষ গতকাল মতিহারি রেলওয়ে স্টেশনে সাত লক্ষ টাকা দামের বেআইনী গাঁজা হস্তগত করেছেন।

৩৬ কে জি ৪০০ গ্রাম পরিমাণ এই বেআইনী গাঁজা নিনটার কাল নামে পশ্চিম জারমানির একজন দুইটি স্টীলের ট্রাঙ্কে করে নিয়ে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে ছিল নেপালের রামসাহী ও বিহারের হোমগার্ড দ্বারকা প্রসাদ।

জুনিয়ার কমারসিয়াল ট্যাকস অফিসারদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোরটার

পে-কমিশনের রিপোরট-এর ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শুক্রবার জুনিয়ার কমারশিয়াল ট্যাকস অফিসারগণ তাঁদের বেলেঘাটা অফিসে কমিশনারের সামনে বিক্ষোভ দেখান। এদিন ওয়েসট বেংগল জুনিয়র কমারশিয়াল ট্যাকস সারভিস অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক শ্রীসিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে ওই কথা জানান।

বিবৃতিতে 'গ্রেড প্রথা' বিলোপের দাবি করা হয়।

যাঁরা ভোট দিতে যাবেন এবং যাঁরা যাবেন না, তাঁদের সকলের জন্য

লোকসভা ও বিধানসভা

নির্বাচন

সাংবাদিক নিশীথ দে রচিত

গত সবকটি নির্বাচনে প্রার্থী, নির্বাচিত প্রতিনিধি, দলবদল, রাষ্ট্রপতির শাসন—সব রকম তথ্য

একসঙ্গে একটি বইয়ে এই প্রথম প্রকাশিত হল । চার টাকা

ভিউজ অ্যাণ্ড রিভিউজ

১৫ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট । কলকাতা ১৩

(সি ৭৬২৬)

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

২৯-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০ টাকা টিকিট নং A—184622

প্রত্যেকটি ৫০ টাকার কুড়িটি দ্বিতীয় পুরস্কার

1. F-436266	2. E-167824	3. E-461603	4. B-393124
5. F-060544	6. B-459135	7. F-332787	8. F-342393
9. D-389702	10. A-064328	11. C-118885	12. D-443251
13. C-335474	14. E-362993	15. B-021719	16. E-153521
17. E-148413	18. C-051296	19. A-423809	20. D-498752

আজই আপনার টিকিট কিনুন। প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক খেলার ১১ লক্ষ টাকার ১ম পুরস্কার এবং হাজার হাজার অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কার। এক একটি দিন চলিয়া যাওয়ার অর্থ এক একটি সুযোগ হারানো।

দ্রষ্টব্য : নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর অব পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No. 5

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1.1.1971 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable up to 45 years for certain categories of displaced persons from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon, and for persons who migrated from East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania. Upper age limit relaxable by five years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Request for forms must specify name of post, advertisement number and item number and should be accompanied by self addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 x 10 cms indicating thereon name of post for which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and bonafide displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1st January, 1964, and to repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available and deposit fee with local Indian Embassy. If required candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed Indian Postal Order for Rs. 8 (Rs. 2 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) 1st March, 1971 (15th March, 1971 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Treasury receipts not acceptable.

One post at S. No. 25 permanent. Posts at S. Nos. 4, 5 and 24 permanent but appointment on temporary basis. Posts at S. Nos. 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21 and 22 temporary but likely to be made permanent. Posts at S. No. 1 temporary but some of them are likely to be made permanent. One post at S. No. 25 and posts at S. Nos. 2, 3, 11, 13, 14, 16 and 26 temporary but likely to continue indefinitely. Posts at S. Nos. 6 and 23 temporary but likely to continue on long term basis. Posts at S. Nos. 12, 15, 17 and 18 temporary.

Fifteen posts at S. No. 1 and five posts at S. No. 23 reserved for Scheduled Castes candidates. Six posts at S. No. 1 and one post at S. No. 23 reserved for Scheduled Tribes candidates. Twenty-one posts at S. No. 1 reserved for Doctors who were commissioned in the Armed Forces on a temporary basis during the Emergency and are later released. Post at S. No. 26 reserved for Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, and are released/invalided owing to disability attributable to military service/due to be released. Posts at S. Nos. 4 and 6 reserved for Scheduled Castes candidates failing which for Scheduled Tribes candidates. If suitable candidates from these categories are not available all the above posts are to be treated as unreserved.

Post at S. No. 5 reserved for Scheduled Castes candidates failing which for Scheduled Tribes candidates. Post at S. No. 13 reserved for Scheduled Tribes candidates failing which for Scheduled Castes candidates. One post at S. No. 21 and one post at S. No. 25 reserved for Scheduled Castes candidates.

Posts at S. Nos. 14 and 24 reserved for Scheduled Castes candidates and posts at S. Nos. 19 and 20 reserved for Scheduled Tribes candidates. Candidates belonging to these communities need only apply for these posts.

1. Forty-two Assistant Medical Officers (Thirty-one Against General Duty Posts and Eleven Against Specialists Posts), Medical Department of Indian Railways (Railway Board). Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 plus non-practising allowance @ 33⅓% of pay subject to a minimum of Rs. 150 p.m. (Those with post-graduate diploma qualifications may be given two advance increments and those with post-graduate [illegible]

[illegible] Legal Practitioner. (iii) Familiarity with principles and practice of valuation of property.

7. One Industrial Engineer, Bureau of Industrial Costs & Prices, Ministry of Industrial Development & Internal Trade. Pay Rs. 1800—100—2000. Age 50 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Mechanical/Electrical Engineering of a recognised university or equivalent. (ii) About twelve years' practical experience in Mechanical/Electrical Engi-[illegible]

[illegible] Government department, public body or a commercial concern of repute. Or About ten years' experience in a supervisory capacity in indenting, purchase and maintenance of technical stores and keeping of stores accounts in a Government department or a public body or a commercial concern of repute.

14. One Assistant Administrative Officer, Directorate General of Inspection, Ministry of Defence. Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. Age [illegible]

[illegible] below. Qualifications essential: First class Master's degree of a recognised university or equivalent in Bengali. Or Second class Master's degree of a recognised university or equivalent with Honours in Bengali. Or Second class Master's degree with Doctorate degree of a recognised university in Bengali. Or Second class Master's degree of a recognised university in Bengali with three years' experience of teaching Honours classes/five years' experience of teaching degree classes.

[illegible]

CORRIGENDUM

[illegible]

বন্দে মাতরম
আনন্দবাজার পত্রিকা
শনিবার, ১৬ মাঘ, ১৩৭৭

দিনের বাণী

আমি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করি। আমি মহাসাগরের উপমা দিয়া তোমাদিগকে বুঝাইতে চাই। জলবিন্দুসমূহের সমষ্টিই মহাসাগর। প্রত্যেক বিন্দুই পৃথক সত্তাবিশিষ্ট তথাপি তাহারা সমগ্রের অংশ—'এক অথচ বহু। জীবনের এই মহাসমুদ্রে আমরা ক্ষুদ্র বারিবিন্দু।'

—মহাত্মা গান্ধী

ভাবের ঘরে চুরি

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরীক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য অধ্যাপকমণ্ডলীর কাছে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি যে আবেদন জানাইয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে সময়োচিত। এককালে পরীক্ষার নামে ছাত্রছাত্রীদের জ্বর আসিত, এখন আসে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের, পরীক্ষাকেন্দ্রের গার্ডদের, হয়তো-বা পরীক্ষকদের। ছাত্রছাত্রীরা এ যুগে বেপরোয়া। তাহাদের চক্ষুলজ্জা ক্রমশই কাটিয়া যাইতেছে, সৌজন্য-শালীনতার বালাইও ঘুচিতেছে। মনের মতো প্রশ্নপত্র হাতে পাইলে তাহারা অম্লানবদনে টোকাটুকি করিতেছে, না পাইলে খাতাপত্র ছিঁড়িয়া, টেবিল-চেয়ার ভাঙিয়া তচনচ করিয়া ছাড়িতেছে। কেহ বাধা দিতে আসিলে তাহার চরম লাঞ্ছনা ঘটাও বিচিত্র নয়। এ অবস্থায় পরীক্ষাটা একটা প্রহসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে প্রহসনের উপরও বুঝি যবনিকাপাত ঘটে। টেস্টের কড়াকড়ি কিংবা নিয়মিত বার্ষিক পরীক্ষার ঝামেলা কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও ছিল না, ছিল স্কুলে। সেখান হইতেও ও পাট উঠিয়া যাইবার জো হইয়াছে। অনেক স্কুলেই এ বৎসর বার্ষিক কিংবা টেস্ট পরীক্ষা হয় নাই। অতঃপর মাধ্যমিক বোর্ডের তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা বাতিল করার দাবি যদি ওঠে তাহাতে অবাক হইবার কিছু থাকিবে না।

অধ্যাপকদের কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা-পরিচালনার সংকল্প অতি উত্তম। কিন্তু তাহার সিদ্ধির উপায় কী? তাঁহারা বলিতেছে এ ব্যাপারের ফয়সালা করিবার জন্য ছাত্র-অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মীদের একটা বৈঠক দরকার। মনে হইতেছে তাঁহাদের ধারণা শিক্ষাজগতের সঙ্গে যাঁহারা যুক্ত তাঁহাদের সমবেত প্রয়াস ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হইবে না। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের কথা এ প্রসঙ্গে কিন্তু তোলা হয় নাই। অথচ নির্বিঘ্নে পরীক্ষার পালা সাঙ্গ করিতে তাঁহারা যত আগ্রহী তত আর-কেহ নয়। অবশ্য 'শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়া পালটানোর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাঁহারা লইতে পারেন না—সে দায়িত্ব সেখানকার শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মচারিবৃন্দের, ছাত্রছাত্রীদের তো বটেই। কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকদের সঙ্গে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের নিয়মিত যোগাযোগ যদি থাকে তাহা হইলে সেগুলিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা অনেকটা সহজ হইয়া উঠিবে এবং তখন পরীক্ষাগ্রহণপর্বও শান্তিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে। অভিভাবক-অভিভাবিকারা যদি সচেতন হন তাহা হইলে অনেক হাঙ্গামাই এড়ানো যায়, পরীক্ষাকেন্দ্রে অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা তো বটেই।

পরীক্ষা-সঙ্কট কিন্তু একটা আলাদা ব্যাপার নয়। যে সঙ্কট আজ দেখা দিয়াছে সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা লইয়া ঝামেলা তাহারই একটা অংশ মাত্র। শিক্ষায়তনগুলিতে আজ পবিত্রতা ও শান্তি কোথায়? হাঙ্গামা সেখানে একটা-না-একটা প্রত্যহই লাগিয়া আছে। অশান্তি সেখানে আর নৈমিত্তিক নয়—নিত্যকার ব্যাপার। বৎসরের দশ-এগারো মাস যাহারা উচ্ছৃঙ্খল আচরণে অভ্যস্ত তাহারা হঠাৎ শেষ মাসে সুশীল ও সুবোধ বালক হইয়া নিশ্চিন্ত মনে পরীক্ষা দিবে এমন আশা অবাস্তব। পরীক্ষা ধীরে-সুস্থে শান্ত পরিবেশে লওয়া এবং দেওয়া তখনই সম্ভব হইবে যখন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আবহাওয়া সুস্থ ও স্নিগ্ধ হইবে। সেগুলির অধিকাংশের পরিবেশ আজ যে শিক্ষা-শিক্ষণের উপযোগী নয়, এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না। পরীক্ষায় দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাহারই বিষময় পরিণাম। অধ্যাপককুল যদি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া শান্তিময় ও সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন, শৃঙ্খলাবোধ ও শালীনতা বিপথগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে যদি তাঁহারা সমর্থ হন, তবেই পরীক্ষা-কেন্দ্র হইতে দুর্নীতির উৎসাদন ও শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।

আমাদের শিক্ষার রাহু রাজনীতি। সে রাহুই আমাদের শিক্ষাজগতের নীতি ও শান্তি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাজনীতিচর্চা শিক্ষায়তনগুলিতে করিতেছে না কে? শিক্ষকেরাও রাজনীতিতে মত্ত, কর্মীরাও। তাঁহাদের নিকট অনুপ্রেরণা পাইয়া ছাত্রছাত্রীরাও। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শুচিতা ও শৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছে দলীয় রাজনীতি। সরস্বতীর কমল বন হইতে সে মত্ত হস্তীকে বিদায় যদি না দেওয়া যায় তাহা হইলে শিক্ষার আদর্শ বলিতে কিছু আর থাকিবে না। লেখাপড়ার চর্চা আর রাজনীতির চর্চা একযোগে চলা সম্ভব কি না, সে কথাটা অধ্যাপকমণ্ডলীই ভাবিয়া দেখুন না কেন! রাজনীতির পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া তাঁহারা যদি ভাবেন, শিক্ষার উন্নতি ঘটাইবেন, ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করিবেন, শান্ত পরিবেশে পরীক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিমাপ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভাবের ঘরে চুরি করিতেছেন। রাজনীতির আবিল আবর্তে শিক্ষা-শিক্ষণ-শিক্ষক যতদিন ঘুরপাক খাইবে ততদিন স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যালয়গুলিতে ফিরিয়া আসিবে না, সেগুলি স্কুলই হউক, কলেজই হউক আর বিশ্ববিদ্যালয়ই হউক।

পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য

গত বুধবার কলিকাতা পৌরসভার স্বাস্থ্য-কমিটীর বৈঠকে দূষিত জল ব্যবহারকারী হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকান ও সিনেমা হলের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূজার আগে স্বাস্থ্য-বিভাগের অফিসারেরা পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারেন যে, মহানগরীতে বিভিন্ন হোটেল-রেস্টুরেন্টে পরিবেষিত জল মানুষের পানের উপযুক্ত নয়। কলিকাতার বিভিন্ন খাবারের দোকানে, হোটেলে, অফিসে যে অত্যন্ত নোংরা ও দূষিত জল সরবরাহ করা হয়, নাগরিকদের তাহা ভাল করিয়াই জানা আছে। ওই সব হোটেল-রেস্টুরেন্ট কী করিয়া বৎসর বৎসর লাইসেন্স রাখিতে পারিতেছে, তাহাই নাগরিকদের বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। দূষিত ও নোংরা জল পানের ফলে কলেরা, টাইফয়েড, উদরাময়, আমাশয় ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি এই মহানগরীতে স্থায়ী হইয়া বাসা বাঁধিয়াছে। মহামারী দেখা দিলে পৌরসভা ব্যাপকভাবে বসন্তের টিকা ও কলেরার ইঞ্জেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ঠিকই, কিন্তু জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা চালু হয় না। স্বভাবতই পূজার আগে হোটেল-রেস্টুরেন্ট ও খাবারের দোকান হইতে নাগরিকদের জীবনে রোগের জীবাণু সংক্রামিত হইতেছে জানিয়াও পৌরসভা কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

স্বাস্থ্য-কমিটীর সভায় পৌরপতিরা মামলা দায়ের করার জন্য হৈ-চৈ করিয়াছেন। যাহারা পানীয় জলের নাম করিয়া নাগরিকদের বিষপান করিতে বাধ্য করিতেছে, তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা অবশ্যই করা দরকার। কিন্তু বর্তমান পৌর-আইনে মামলা দায়ের করিয়াও কী দূষিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা বন্ধ করা যায়? পৌর আইনে শাস্তি হইলে আদালতে আপীল করিবে এবং সেই মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগের মতোই ব্যবসা চালাইয়া যাইবে। এই-জাতীয় আইনের সুযোগ লইয়া অনেক ব্যবসায়ী লাইসেন্স রিনিউ না করিয়াও বৎসরের পর বৎসর ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে। কোন প্রতিষ্ঠান নোংরা ও দূষিত জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করিলে সঙ্গে-সঙ্গেই ওই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা বা বড় রকমের জরিমানার ব্যবস্থা থাকা দরকার। একমাত্র এই ব্যবস্থাতেই হোটেল-রেস্টুরেন্ট ও খাবারের দোকানগুলি পানীয় জল রাখার ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত করিতে বাধ্য হইবে। এই-জাতীয় আইন পাস করিতে পৌরপিতারা আগ্রহী হন নাই। এ ব্যাপারে তাঁহারা কেন্দ্রীয় চক্রান্তের কথা বলিয়া নিজেদের অপদার্থতা ঢাকিতে পারিবেন না।

নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য কলিকাতাকে মশকমুক্ত রাখা ছাড়া মহানগরী হইতে আবর্জনা অপসারণেরও ব্যবস্থা রাখা দরকার। কলিকাতায় মশার বংশবিস্তারের ফলে ফাইলেরিয়া রোগ ব্যাপক আকারে দেখা দিতেছে। দূষিত পানীয় জলের মারফত সংক্রামিত রোগের মতো ফাইলেরিয়া রোগেও এই শহরের গরিব ও নিম্নবিত্তেরা বেশী আক্রান্ত হয়। এইসব দুরারোগ্য রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থাও এই মহানগরীতে সন্তোষজনক নয়। কলিকাতার একটি মাত্র হাসপাতালে সপ্তাহে একদিন ফাইলেরিয়া রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া আছে শহরের রাজপথে স্তূপীকৃত আবর্জনা। এই শহরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোন রাজপথের অস্তিত্বের কথা নাগরিকেরা চিন্তা করিতেও পারেন না। কলিকাতায় ভাড়া-করা লরিতে আবর্জনা অপসারণের ব্যাপারে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। কিন্তু দিল্লি পৌরসভা কেবল ভাড়া-করা লরির সাহায্যেই ওই মহানগরীকে আবর্জনামুক্ত রাখিয়াছে। শহরের অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলির উন্নতির ব্যাপারেও দিল্লি পৌরসভা গত কয়েক বৎসর উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে। কলিকাতা পৌরসভা যদি অপর এক বিরোধী দল কর্তৃক পরিচালিত দিল্লি পৌরসভার কাজকর্ম দেখিয়াও শিখিতেন, তাহা হইলেও কলিকাতা পৌরসভার কিছুটা উন্নতি হইত।

কলিকাতা পৌরসভা সর্বদা অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া থাকেন। অর্থাভাব আছে ঠিকই, কিন্তু পৌরসভার ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ওই অর্থাভাবকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। সম্প্রতি পৌরসভা দক্ষিণ-কলিকাতার একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের বারো বৎসরের বকেয়া পৌর-কর মকুব করিয়াছেন। ওই ২৫ লক্ষ টাকা মকুব না করিলে ওই টাকায় পৌরসভার অনেক কাজ হইত। কলিকাতা পৌর-এলাকায় গৃহ নির্মাণ করিয়া শহরের মধ্যে বাস করার ও বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সব সুবিধা ভোগ করিয়াও কিছু করদাতাকে একেবারেই কোন কর দিতে হইল না। আবার ওই এলাকার যে-সব অধিবাসী কর দিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেওয়া কর ফেরত দেওয়া হইতেছে। এই-জাতীয় ব্যবস্থায় করদাতাদের কর বাকী ফেলিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। গত সপ্তাহে পৌরসভার নূতন লরি ক্রয়ের অনুমোদনের ব্যাপারেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে। সম্প্রতি পৌরসভা দুই এজেন্টের নিকট হইতে একই কোম্পানির লরি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু একটি কোম্পানিকে প্রতিটি লরির জন্য অপর কোম্পানি অপেক্ষা প্রায় ১৫ হাজার টাকা বেশী দাম দিতে হইতেছে। সময়মতো জিনিস না কিনিয়া শেষ মুহূর্তে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া কোন কোম্পানির নিকট হইতে অনেক বেশী দামে জিনিস কেনার ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি থাকা বিচিত্র নয়। দুঃখের বিষয়, পৌরসভাকে দুর্নীতিমুক্ত করার বদলে পৌরসভায় নূতন করিয়া দুর্নীতি বাসা বাঁধিতেছে এবং মহানগরীর নাগরিকদেরই তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে।

হে আকাশ

হে আকাশ খোল খোল স্তব্ধ তব নীল যবনিকা; কবির বাণীতে মানবচিত্তের একটি ব্যাকুল জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হইয়াছে। নীল যবনিকার অন্তরালে কী রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে ওই আকাশ? ইহা বোধ হয় মানবীয় প্রাণের প্রথম মহাবিস্ময়েরও জিজ্ঞাসা। পৃথিবীর দেহ যে বৈচিত্র্য-বহুল শোভা ধারণ ও বহন করিতেছে, নদী গিরি বন এবং মরু ও কান্তার, তাহাদের রূপ মানুষকে বিস্মিত করিয়াছে বটে, কিন্তু আকাশ যেমন বিস্মিত করিয়াছে তেমনটি আর-কেহ করিতে পারে নাই। ভূধরশোভা দেখিবার বিস্ময়টিকে মানুষ যেন তাহার অনুভবে ধরিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু আকাশের রূপ দেখিবার বিস্ময়ে অনুভব যেন নিজেই বিহ্বল হইয়া ভাসিয়া যায়। কারণ বোধ হয় এই যে, ভূধরশোভাকে তেমন কোন গূঢ় রহস্য বলিয়া মনে হয় না। আকাশের রূপ অতি গূঢ় এক রহস্যেরই রূপ। তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। সূর্য-তারা দলে দলে আলোকধেনুর মতো মহাগগনতলে বিচরণ করিতেছে। তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, রহস্যময় কে তুমি এই আলোকধেনু চরাইতেছ? 'কোথায় বসে বাজাও বেণু?'

মহাসমুদ্রের রূপ দেখিয়া মানুষের অনুভব তত বিস্মিত হয় নাই, আকাশ দেখিয়া যত বিস্মিত হইয়াছে। মনে হইয়াছে, আকাশের ওই নীল যবনিকা যেন এক বিরাট ইচ্ছার বহিরাবরণ। মানুষের কল্পনা তাই স্বর্গকে আকাশ-লোকে স্থাপিত করিয়াছে। দেবতারা আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করেন। দেবতাদের রথ আকাশপথে যাওয়া-আসা করে। ঋষিরা তাঁহাদের পুণ্য-বলে আকাশেরই কোন নক্ষত্রে ঠাঁই পাইয়া থাকেন। দ্যৌঃ এবং অন্তরীক্ষ, দুই স্তরের দুই আকাশই দেবতাদের আশ্রয়। আকাশের পূষন পর্জন্য বায়ু ও উষা করুণা করিয়া পৃথিবীকে আলোছায়া শীতাতপ এবং বারি দান করিতেছেন।

এই সব দেবতা-কল্পনার বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে একটি সহজ-সরল অর্থ আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। সবই বস্তুত আকাশের প্রতি মানুষের মনের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। ওই আকাশের ইচ্ছাতেই পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ পরিচালিত হইতেছে। তাত্ত্বিকের কিংবা কাল্পনিকের চোখ লইয়া নহে, সাধারণ মানুষ তাহার সাদা চোখেই দেখিতে পাইয়াছে যে, ওই আকাশই যেন ছয় ঋতুকে হাত ধরিয়া লইয়া আসে। পৃথিবীর মাটির প্রাণ যখন শুষ্ক ও তৃষার্ত, তখন আকাশেরই পথে আসিয়া বর্ষা দেখা দেয়। আবার পৃথিবীর বক্ষে যখন শীতঋতুর হিমাক্ত স্পর্শ দুঃসহ হইয়া উঠিতে থাকে, তখন বসন্তের মন্দানিল বহিতে শুরু করে। আকাশই যেন পৃথিবীর প্রাকৃতিক জীবনের সংবিধান রচনা করিয়াছে এবং তাহার পরিচালনাও করিতেছে।

কিন্তু যাহা আবহাওয়া-অফিসের প্রচারিত পূর্বাভাষ, তাহা যেন আকাশের ইচ্ছা ও রীতি-নীতিকে ধরিবার বুঝিবার ও জানিয়া ফেলিবার একটি বিজ্ঞানসিদ্ধ কৃতিত্বের ঘোষণা। কিন্তু লোকে অভিযোগ করে এবং ঠাট্টাও করে: আবহাওয়া-অফিসের প্রচারিত পূর্বাভাষ যেন স্থবিরলগুড়-ন্যায়। আন্দাজে লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া বৃদ্ধ যদি পথের পাথরটিকে ঠেলিয়া দিতে পারিল তো ভাল। তাহা একটা কৃতিত্ব। বহু আন্দাজ মিথ্যা ও ব্যর্থ হইবার পর একটি আন্দাজের হঠাৎ-সফলতা। সরকারী পূর্বাভাষ প্রায়ই এই ধরনের কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। পূর্বাভাষে যেদিনের আকাশ খুবই উজ্জ্বল, সেদিনে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যায়। আবার পূর্বাভাষে কথিত মেঘাচ্ছন্ন দিনটি শুষ্ক ও উজ্জ্বল থাকে। তবু বলিতে হয়, পূর্বাভাষের দোষ ধরিয়া লাভ নাই। আকাশ তাহার সব রহস্য অপাবৃত করে নাই, কোনদিনও করিবে কি না সন্দেহ। আকাশের ওই নীল যবনিকা যদি ছিন্ন করা সম্ভবও হয়, তবে দেখা যাইবে যে, আর-একটি গাঢ়তর নীল যবনিকা আছে। কবির প্রশ্ন ঃ আকাশ কহে কার বারতা? উত্তর এই যে, আকাশের ইচ্ছা 'যে-পথে যাওয়া-আসা করিতেছে, 'সে-পথের সেই গোপন কথা কেউ তো জানে না।'

ঘৎকিঞ্চিৎ

কলিকাতা আর যাহা লইয়াই গরম প্রকাশ করুক না কেন, শহরের পথ-ঘাট লইয়া বড়াই করিবার জো নাই। শ্রীহীন, সৌষ্ঠবহীন রাস্তা এই মুমূর্ষু শহরকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। নূতন রাস্তা সামান্যই তৈয়ারি হইতেছে, পুরানোগুলি দেখিবার মতো তো নহেই, বোধহয় চলিবার মতোও নহে। আশা করা গিয়াছিল নবনির্মিত কলিকাতা-বজবজ হাইওয়ে, যাহার আর-এক নাম ভি-আই-পি রোড, সেটিতে অন্তত চলাচলের সময় পথিক চলার সঙ্গে দর্শন-সুখও ভোগ করিতে পারিবেন। কিন্তু সে আশাও আজ কার্যত দুরাশা। রাস্তার দুই ধারে বস্তি গড়িয়া উঠিতেছে, আলোর তেজ কমিতেছে এবং স্বাস্থ্যহীনতার অন্যান্য লক্ষণও ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। জনৈক পত্রলেখক জানাইতেছেন—ভি-আই-পি রোডের অঙ্গহানির চেষ্টা সেখানেই থামিয়া নাই, সেটিকে কুরূপা করিয়া তুলিবার জন্য অন্য উদ্যোগও শুরু হইয়া গিয়াছে—কৃষ্ণপুর খালের সংস্কার উপলক্ষে খালের মাটির নীচে ভি-আই-পি রোডের গাছগুলি চাপা পড়িতেছে।

অরণ্যে রোদন?

রাস্তার দুই ধারে এবং মাঝখানে এই সব গাছ লাগাইবার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করা হইয়াছে। সেগুলি লালনপালনের জন্যও নিশ্চয় যথেষ্ট খরচ হয়। কিন্তু রক্ষার ব্যাপারে দেখা যাইতেছে চরম ঔদাসীন্য। কলিকাতায় গাছের অনেক শত্রু। গরু-ছাগল, ঝড়-বাদল এবং উদাসীন নাগরিক—সকলেই গাছের ক্ষতি করে। কিন্তু পৌরসভা বা এ-জাতীয় কোনও সংস্থা—নগরের স্বাস্থ্য এবং শোভা-বৃদ্ধি যাঁহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত, তাঁহাদেরই কোদাল যত্নসহকারে রোপিত গাছকে মাটি চাপা দিতেছে এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য বোধ হয় কলিকাতা শহরেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। উন্নয়নের প্রয়োজনে যখন গাছ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা তখন বিশ্বের অনেক শহরেই সেগুলিকে স্থানান্তরিত করা হয়। কৃষ্ণপুর খাল সংস্কার উপলক্ষে সে-ধরনের কোনও সমস্যা দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কিঞ্চিৎ দায়িত্ববোধ আর মমতা অল্পায়াসেই গাছও রক্ষা করিতে পারে, খালও কাটিতে পারে। আমরা দেখিতে চাই, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সেটা আছে।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রজাতন্ত্রী ভারতে এই প্রথম প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিয়েছেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য থেকে বঞ্চিত ছিল, —এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতির কি উচিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশে লোকসভা ভেঙে দেওয়া? এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, প্রধানমন্ত্রীর দল পার্লামেন্টের আস্থাভাজন ছিল, সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ অনুযায়ী লোকসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের অমর্যাদা করেননি। একথা স্বীকার করতেই হবে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না। একদিকে বামপন্থী দলগুলির সমর্থন অপরদিকে ডি এম কে দলের সমর্থন,—তার উপর নির্ভর করে সরকার চালানোর চেয়ে নতুন করে নির্বাচকমণ্ডলীর রায় নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, এখনই নির্বাচন না হলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কি সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা অসম্ভব ছিল? ব্যাংক জাতীয়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় শ্রীমতী গান্ধী বাধা পেয়েছেন স্বতন্ত্র দল, জনসংঘ এবং ভারতীয় ক্রান্তি দলের কাছ থেকে। রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ করার জন্য শাসনতন্ত্রের সংশোধনী বিলটি মাত্র এক ভোটে রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয় এবং এই বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হলে শ্রীমতী গান্ধী বাধা পান স্বতন্ত্র দল, দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস, ভারতীয় ক্রান্তি দল এবং কয়েকজন নির্দল সদস্যের কাছ থেকে। এখানে উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হবার আগেই নীতিগতভাবে রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ করার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়; পূর্বতন অখণ্ড কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতির অনুসরণ মাত্র। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস এই বিল সমর্থন করেননি এবং ঐ দলের সদস্যরা যুক্তি দেখিয়েছেন,—শাসনতন্ত্রের সংশোধনী বিলে রাজন্যবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা বিলটির বিরোধিতা করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, ক্ষতিপূরণের কথা যথাসময়ে বিবেচিত হবে এবং প্রয়োজন হলে এজন্য পার্লামেন্টে একটি আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। কিন্তু তবুও বিলটি দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রীমতী গান্ধী তাড়াহুড়া করে এবং জিনিসটিকে মর্যাদার লড়াই হিসাবে গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতির ডিক্রী জারি করে রাজন্যবর্গের সব সুযোগ-সুবিধা নাকচ করার ব্যবস্থা করলেন; কিন্তু ভারতের সুপ্রীম কোর্ট তার বৈধতা স্বীকার করলেন না। শ্রীমতী গান্ধীর সামনে দুইটি পথ খোলা ছিল,—একটি হচ্ছে পুনরায় পার্লামেন্টে শাসনতন্ত্র সংশোধনী বিল উত্থাপন করে রাজন্যবর্গের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বিলোপের ব্যবস্থা করা; অপরটি হচ্ছে লোকসভা ভেঙে দিয়ে পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন আদায় করা যাতে নতুন সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। লোকসভা ভেঙে দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় রাজনৈতিক হাওয়া শ্রীমতী গান্ধীর অনুকূলে সন্দেহ নেই। শ্রীমতী গান্ধীর মতে পূর্বতন লোকসভায় তাঁর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলি বাস্তবে রূপায়িত করায় অসুবিধা ছিল; প্রগতিশীল ব্যবস্থাগুলির বিরোধিতা করে দক্ষিণপন্থী দলগুলি তাঁর সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রতিবন্ধক হয়েছে। তাই তিনি চান তাঁর সমাজতান্ত্রিক নীতি ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি নির্বাচক-মণ্ডলীর সমর্থন আদায় করতে।

গত দুই বছরে শ্রীমতী গান্ধীর সরকার কয়েকটি ভাল কাজ যে করেননি তা নয়; যেমন, চৌদ্দটি ব্যাংকের জাতীয়করণ করে কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প ও রপ্তানিশিল্পে অর্থ সরবরাহের ব্যাপক ব্যবস্থা করা, নতুন শিল্প লাইসেন্স নীতি প্রবর্তন করা এবং সর্বোপরি, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী ব্যর্থ হয়েছেন বেকার সমস্যার মোকাবিলা করতে, জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বমুখী দাম প্রতিহত

সুব্রত গুপ্ত

করতে এবং পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ও শৃঙ্খলার যে অবনতি হয়েছে তার পিছনে পূর্বতন যুক্ত ফ্রন্ট সরকারেরও কিছু অবদান আছে এবং তার দোষ পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে চাপানো উচিত নয়। তবুও শ্রীমতী গান্ধী যখন স্বরাষ্ট্র দফতর হাতে নিয়েছেন, তখন গত সাত মাসে যে অবস্থার মোটেই উন্নতি হয়নি, তার দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না। এই সমস্যার সঙ্গে বেকার সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জিনিসপত্রের দামও ক্রমেই বাড়ছে। পূর্বতন পার্লামেন্টে শ্রীমতী গান্ধীর দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য না থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা কি অসম্ভব ছিল? শুধু নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠন করতে পারলেই যে শ্রীমতী গান্ধী সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করতে পারবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। শুধু রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ করে এবং ব্যাংক জাতীয়করণ করেই সমাজতন্ত্র আনা যাবে না। সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক শক্তির পুনর্বণ্টন না করতে পারলে সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। সাধারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না সুস্থ জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা পাবে,—কালো টাকায় স্ফীত মুনাফাখোরদের যতক্ষণ পর্যন্ত না কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে,—ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের শাসনতন্ত্রের একটি দুর্বলতা উল্লেখযোগ্য। ভারতের শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলিতে (Directive Principles of State Policy) সমাজতন্ত্রের আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এগুলি কার্যকর করতে সরকার বাধ্য নন। অর্থাৎ, এগুলি হল নৈতিক অনুশাসন, অবশ্যপালনীয় আইন নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়-বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বলে শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে বলা হয়েছে। কিন্তু, মৌলিক অধিকারের (Fundamental rights) তালিকায় কাজের অধিকার (Right to work) এবং অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার (Right to Economic Equality) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আবার মৌলিক অধিকারের সঙ্গে যদি নির্দেশাত্মক নীতির সংঘাত হয় অথবা যদি কেহ মনে করেন যে, কোন মৌলিক অধিকার উপযুক্ত পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক হয়নি এবং তার পরিবর্তন প্রয়োজন,—তবে সেই পরিবর্তন আনার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই। বেশ কিছুদিন আগে পূর্বতন লোকসভায় শ্রীনাথ পাই মৌলিক অধিকার সংশোধন সম্পর্কিত যে বিল এনেছিলেন, তা আইনে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ করার জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশনামা সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী বাতিল হয়ে যাবার পর রাজ্যসভায় শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, শাসনতন্ত্র কখনই স্থানু হতে পারে না,—সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতন্ত্রেরও পরিবর্তন হতে পারে; বহু দেশে তা হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে ভারতেও তা হবে। হয়তো প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন, এই নির্বাচনের পর নতুন লোকসভা শাসনতন্ত্রের কয়েকটি বিধান সংশোধনের কাজে হাত দেবেন। যদি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের শাসনতন্ত্রের কিছু পরিবর্তন করা হয়, তবে তার আরও কয়েকটি দুর্বলতার কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। রাজ্যপালের সঠিক ভূমিকা কী হওয়া উচিত, বিশেষ করে রাজ্যের মন্ত্রিসভার সঙ্গে রাজ্যপালের কী সম্পর্ক হওয়া উচিত তা আমাদের শাসনতন্ত্রের বিধানে সুস্পষ্ট নয়। ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই রাজ্যপালের ভূমিকা সম্পর্কে জটিলতা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এবং ১৯৭০ সালে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীগোপাল রেড্ডির ভূমিকা যদিও এক নয়—তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে, অবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই জটিল। রাজ্যের মন্ত্রিসভা যদি বিধানসভার আস্থাসূচক ভোট নিতে স্বীকৃত থাকেন এবং এজন্য যদি বিধানসভার অধিবেশনের তারিখও নির্দিষ্ট হয়, তবে কি রাজ্যপাল তার আগেই মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে পারেন? অথবা রাজ্যপাল কি তার আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিতে পারেন? যদি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের নির্দেশে পদত্যাগ না করেন তবে রাজ্যপাল কি রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করবেন? আমাদের শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী এ-সব ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা স্পষ্ট নয়। যদি শাসনতন্ত্রের কিছু পরিবর্তন করা হয়, তবে এই দিকটি উপেক্ষা করা উচিত হবে না।

ভারতের শাসনতন্ত্র অতিমাত্রায় কেন্দ্রপ্রবণ। প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নীতিগুলি বহুক্ষেত্রেই আমাদের দেশে পালিত হয়নি। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে রাজ্য সরকারগুলি যে স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন, আমাদের রাজ্য সরকারগুলি তা করতে পারেন না। জাতীয় সংহতির জন্য কেন্দ্রের হাতে কিছু বেশি ক্ষমতা থাকা অযৌক্তিক নয়; কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেদিন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল সেদিন সব প্রদেশে ও কেন্দ্রে একই রাজনৈতিক দলের শাসন বজায় থাকলেও আজ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সরকার গঠিত হচ্ছে। কেন্দ্রে যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করবে, কোন কোন রাজ্যে সেই দলের ক্ষমতা মোটেই না থাকতে পারে। এ-অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রিয়াকলাপ যদি রাজ্য সরকার সব মেনে নিতে না চান তবেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যের সমস্যা বিভিন্ন রূপ। পশ্চিমবঙ্গে বিগত দুইটি যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি—কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক বাটোয়ারা নিয়ে মন কষাকষি। সব রাজ্যেরই অর্থ-সম্পর্কিত ক্ষেত্রে আরও একটু স্বাধীনতা এবং সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত। রাজ্য সরকারগুলিকে যদি সর্বদাই অর্থের জন্য কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়,—রাজ্যের বিভিন্ন আয়ের উৎসগুলি যদি সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারের করায়ত্ত থাকে এবং প্রয়োজনের সময়ে যদি রাজ্য সরকারগুলি ন্যায্য আর্থিক বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হন তবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক মধুর থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য রাজ্য সরকারগুলি যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপাতে পারে, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারও রাজ্য সরকারগুলির উপর অবিচার করতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় বৈষম্যমূলক আচরণ আমরা দেশ-বিভাগের পর থেকেই দেখছি। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কলকাতা শহরের গুরুত্ব যে কত বেশি ভারত সরকার তা বুঝেও বুঝতে চান না। কলকাতার গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ রেলপথ ব্যবস্থা চালু করা, বস্তি দূরীকরণ ব্যবস্থা,—এগুলি এখন রূপকথার গল্পে পর্যবসিত হতে চলেছে। দেশ-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য অনেক কিছুই করা হয়নি। শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, সব রাজ্যেরই সমস্যা স্বতন্ত্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় এই স্বতন্ত্রতার গুরুত্ব উপেক্ষা করা উচিত নয়।

আগামী নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠিত হলে যদি শাসনতন্ত্রের কিছু পরিবর্তন করা হয়, তবে তার যে দুর্বলতাগুলি আমরা দেখছি সেগুলি দূর করার কথা ভাবা যেতে পারে। আরও একটি জিনিস মনে রাখা দরকার। আমাদের পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে নিন্দনীয় দিক হল নির্বাচিত সদস্যদের দলত্যাগের হিড়িক। দল রাখার জন্য অধিকাংশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সময় এবং শক্তির প্রভূত অপচয় হয়,—উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভার আয়তন এবং বিহার মন্ত্রিসভার ক্রিয়াকলাপ থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। পার্লামেন্টে দলত্যাগের প্রবণতা একটু কম,—কিন্তু পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার এক্ষেত্রে যে নজির রেখেছে,—ভারতে সুষ্ঠু পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার পক্ষে তা খুবই বিপজ্জনক। ভারতে যে নতুন সরকার মারচ মাসে ক্ষমতায় আসবেন—সেই সরকার যে একদলীয় সরকার হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং দলত্যাগের হিড়িক বন্ধ করার জন্য শাসনতন্ত্রে কোন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার।

রেশনে খারাপ চাল / কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিধিবদ্ধ রেশনিং অঞ্চলে রেশনের দোকানে যে চাল সরবরাহ করা হয় তা অনেকক্ষেত্রে নিম্নমানের এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খাওয়ার উপযোগীও নয়।

রাজ্য সরকার ক্রেতাদের কাছ থেকে ওই মর্মে অসংখ্য অভিযোগ পেয়ে তা কেন্দ্রীয় খাদ্য দফতর এবং ফুড করপোরেশন অফ ইনডিয়া কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাজ্য খাদ্য দফতরের একজন মুখপাত্র জানান, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের বাইরে থেকে চাল এই রাজ্যের জন্য সংগ্রহ করেন তার মান যাতে ঠিক থাকে সেজন্যও কেন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিন ওই মুখপাত্র আরও জানান, বর্তমানে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের দ্বারা বাংলাদেশের চালের মজুত ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। তবে এখনও পর্যন্ত সংগ্রহের পরিমাণ গত বছরের এই সময়কার সংগ্রহের পরিমাণের নিচেই রয়েছে। কিন্তু যেহেতু রাজ্যের সমগ্র সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার জন্য যা মোট প্রয়োজন তা কেবলমাত্র বাংলা দেশের চাল দিয়েই পূরণ করা যাবে না, সেই কারণে বাংলা দেশের বাইরের সিদ্ধ ও আতপ দু ধরনের চালই কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে বাধ্য হবেন।

ওই মুখপাত্র বলেন, সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে এপর্যন্ত ৭·৭ লক্ষ টন চাল বণ্টন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের মাধ্যমে তার মাত্র শতকরা ৫৬ ভাগ (৪·৩ লক্ষ টন) সংগৃহীত হয়েছে।

সুরেন কর মরণোত্তর দেশিকোত্তম পাবেন

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন, ২৮ জানুয়ারি—বিশ্বভারতীর আচার্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আগামী ২ ফেবরুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সভাপতিত্ব করবেন।

শ্রীমতী গান্ধী পানাগড় বিমান বন্দর থেকে হেলিকপটারযোগে এখানে আসবেন। আসার সময় বেলা ১০টা। বিশ্বভারতী সংসদের বার্ষিক সাধারণ সভাতেও তিনি সভাপতিত্ব করবেন।

মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে প্রধানমন্ত্রী বোলপুরে একটি জনসভায় ভাষণ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করবেন।

মরণোত্তর দেশিকোত্তম। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দিনের সঙ্গী পরলোকগত শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করকে আগামী ২ ফেবরুয়ারি সমাবর্তন উৎসবে মরণোত্তর 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে জোর প্রস্তুতি

বেইরুট, ২৯ জানুয়ারি—ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করার জন্য মিশর, জরডন, সিরিয়া ও ইরাকের সৈন্যবাহিনী জোর প্রস্তুতি চালিয়েছে। যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৫ ফেবরুয়ারি। আজ এখানে এ কথা জানান পশ্চিমী কূটনৈতিক মহল।

কূটনৈতিক মহল অবশ্য বলেছেন, এই প্রস্তুতির অর্থ অবশ্য এই নয় যে ওই চারটি দেশ রাজনৈতিক মীমাংসার আশা ছেড়ে দিয়েছে বা চুক্তি শেষ হয়ে গেলেই তারা যুদ্ধ শুরু করবে।

এদিকে এ এফ পি'র খবর, ইজরায়েল-লেবানিজ সীমান্ত বরাবর ইজরায়েলও সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে।

—ইউ পি আই

নির্বাচন ও কয়েকটি দাবি

গত ১৯৬৭ সালে আমরা বুদ্ধিমান বাঙালীরা বিশ বছরের শাসন ব্যবস্থাকে বদলে দিতে এক দারুণ পরীক্ষায় নেমেছিলাম। তার ফলে আমরা কি পেয়েছি? একসপেরিমেন্ট-এর ফলে আজ গোটা লেবরেটারিটাই উড়ে যাবার উপক্রম। আজ বাড়িতে অল্পবয়সী ছেলেদের কোন নিরাপত্তা নেই, যানবাহন চলার কোন স্থিরতা নেই, একটার পর একটা পৈশাচিক হত্যা অবলীলাক্রমে ঘটে যাচ্ছে। খাস কলকাতায় বেশীর ভাগ অঞ্চলে রাস্তাঘাট রাত ন-টার মধ্যেই প্রায় জনশূন্য। বহু অঞ্চলে রাস্তার আলোও জ্বলে না। আর আমরা করদাতা ও ভোটদাতা নাগরিকেরা সন্ধ্যার পর লেজগুটানো ভীরু কুকুরের মত ত্রস্তপায়ে কোন রকমে বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারলেই বাঁচি এবং দরজা জানলা বন্ধ করে এক বীভৎস নীরবতায় বসে বসে শুনি নারকীয় বিস্ফোরণের আওয়াজ। গোঁজামিল, ভণ্ডামি, আদর্শহীন ও চরিত্রহীন মতলববাজ পেশাদার রাজনীতিকদের ফাঁকা আওয়াজের অনুসরণ করে আজ আমরা এক অতল গহ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করছি আমাদের কত সম্মানীয় গুরুজন, কত আদরের ছেলেরা এবং কত বন্ধুরা সেই গহ্বরে একের পর এক অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা কি চুপ করে বসে থাকবো? কোন চেষ্টাই কি করবো না এই মূর্খদের অগ্রাহ্য করে ফেলে আসা পথে মুক্তির অন্য পথ খোঁজার?

সামনে আবার নির্বাচন আসছে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুখ চেয়ে দেশের প্রতিটি গণতন্ত্রী ও শান্তিকামী নাগরিকদের কাছে বিনীত আবেদন, তাঁরা প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থীর কাছ থেকে নিম্নলিখিত স্বীকৃতিগুলি আদায় করুন ঃ—

(১) "সংবিধান মানবোনা"—এই ভণ্ডামি কোন নির্বাচন প্রার্থী অতঃপর করতে পারবেন না। কারণ নির্বাচনে দাঁড়াবার যোগ্যতা, প্রতীক নেওয়া, টাকা জমা দেওয়া এবং নির্বাচিত হলে সভার সভ্য বা মন্ত্রী ইত্যাদি হওয়ার ব্যাপারে প্রতিটি পর্যায়ে যখন পদে পদে তিনি সংবিধানের বিধান অনুযায়ী কাজ করে যাবেন, তখন সাধারণ লোকের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের সংগ্রামী রূপ প্রতিষ্ঠা করার চাল হিসাবে বা নিজেদের অপদার্থতা চাপা দেবার জন্যে এই সস্তা বুলি কখনোই আওড়াবেন না। সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হলে রাজ্যের বা কেন্দ্রীয় সভার সদস্যদের মধ্যে আলোচনা ও প্রচার ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের প্রভাবিত করবেন, কিন্তু কখনোই সাধারণ লোককে এর মধ্যে টেনে আনবেন না। অথবা নির্বাচনী ইস্তাহারে তিনি পূর্বেই একথা জানাবেন।

(২) নির্বাচনে যখন অংশ গ্রহণ করছেন, তখন কখনোই হিংসা ও বল-প্রয়োগের পন্থা অনুসরণ করবেন না এবং উস্কানী দেবেন না। যদি কখনো কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ তিনি ঘটনাটিকে পাশ কাটাবার চেষ্টা না করে তীব্র ও স্বার্থহীনভাবে তার নিন্দা ও প্রতিকার করার চেষ্টা করবেন। এমনকি নিজের সমর্থকরাও যদি জড়িত থাকে, তিনি তার সমর্থন না করার মত নৈতিক সাহস দেখাবেন।

(৩) তিনি দ্রব্যমূল্য কমাবার ও অধিক কর্ম-সংস্থানের সাহস দেখাবেন।

(৪) ট্রামে, বাসে, রেলগাড়িতে অথবা দেওয়ালে রঙ বা কালি দিয়ে অথবা পোসটার মেরে নোংরা করার এবং অভব্য পোসটার ও বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হবেন। (সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপনের জন্য হোরডিং) বা কিয়সক (kiosk) অথবা খুঁটি পুঁতে বোরড বা দরমা টাঙ্গিয়ে তার ওপর প্রচারের কাগজপত্র লাগাবেন।

(৫) প্রতি অফিস, কলকারখানায় এই ভাব জাগাবার চেষ্টা করবেন, যেন কর্মীরা তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাসম্ভব পালন করার চেষ্টা করেন। বিশেষত যেখানে সাধারণ লোকের কাজ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যেমন সরকারী দফতর এবং জীবনবীমার দফতর-সমূহে।

(৬) তিনি তাঁর অনুগামীদের এবং সাধারণ লোকদের এই কথা বোঝাবেন যে, কোন কারণেই যেন বাস, ট্রাম, রেল-গাড়ি, দুধের গাড়ি বা ডিপো, বাস গুমটি, অ্যামবুলেনস, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি প্রভৃতি ধ্বংস করা কোন আন্দোলনেরই অঙ্গ না হয়।

(৭) দেশের প্রতিটি সম্পদকে কোন সরকার বিশেষের সম্পদ বলে মনে না করে জাতীয় সম্পদ হিসেবে মনে করার জন্য অনুগামী ও সাধারণ লোককে উৎসাহিত করবেন।

স্বাধীনতা পাবার পর দেশের গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগ নিয়ে বহু স্বার্থপর ও মতলববাজ ব্যক্তি দেশে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ও ক্ষতিকারক কাজ করে গেছেন। এমনকি "এ স্বাধীনতা মিথ্যা"—এমন কথা প্রচার করেও তখনকার তরুণ ও কিশোরদের নিষ্পাপ মন অপবিত্র করা হয়েছে। যারা দেশের ও সমাজের মেরুদণ্ড ও সম্পদ হতে পারতো, তাদের গঠনমূলক ও মঙ্গলকর কাজে উৎসাহিত করা তো হয়ইনি, বরং বিরুদ্ধই চালানো হয়েছে। যাই হোক, অতীতকে আর টেনে না এনে আমরা এখন থেকে যাতে মানুষের মৌলিক গুণগুলিকে এবং ভব্য জীবনযাত্রাকে মর্যাদা দিতে শিখি, এই শিক্ষা দিতে অতঃপর নেতারা নিশ্চয়ই আগ্রহী হবেন। কারণ, প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগালে অথবা আগুন লাগলে সে আগুন নেভাবার চেষ্টায় ব্রতী না হলে নিজের ঘর অবশ্যই পুড়বে। —কৃপাময় দাস, কলকাতা-১০।

বাস অচল

গত ১৯ জানুয়ারী যে স্টেট বাস ও ট্রাম ধর্মঘট হয়ে গেল তারজন্য সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। সত্যি, এমন আকস্মিকভাবে যার সূত্রপাত হয় আগের দিন বিকালের দিকে, তার তুলনা হয় না। যাদের পয়সায় ও'নাদের (পরিবহন কর্মচারী) মাহিনার টাকা আসে তারা ত রাস্তার লোক, শহর জুড়ে বিয়ের মরসুম চলছে সে সব জাহান্নামে গেল, রইল কি না একজন কর্মচারীর গ্রেপ্তার। আমি ধরে নিচ্ছি তিনি নির্দোষ। দেশজুড়ে যে হত্যালীলা চলছে তার জন্য কি করা হচ্ছে? গরম বক্তৃতা। আর গ্রেপ্তার-এর ঘটনা কি এতই বিরাট যে বক্তৃতায় সেরে ফেলা যায় না! যদি উপাচার্য গোপাল সেনের মৃত্যুতে শহর স্তব্ধ হয়ে যেত তবে বুঝতাম একটা প্রতিবাদ আর অনুশোচনা আজ ভাষা পেয়েছে। আর ইলেকশন স্ট্যাণ্ট দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। বাংলা দেশ পাঁচটা বড় ইলেকশন দেখেছে এবং জানে কি করে ব্যালট পেপার কাজে লাগাতে হয়। —শান্তিময় বোষ, কলকাতা-৫।

এ ছাড়া......

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানা-অঞ্চল ইতিহাসে উপেক্ষিত থাকলেও ঐতিহ্যপূর্ণ একটি প্রাচীন জনপদ। এখানে এমন উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে, যা আবিষ্কৃত হ'লে ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করবে। 'রামনগর-গ্রন্থাগারে'র পক্ষ থেকে এই দুরূহ কাজে আজ ২।৩ বৎসর হলো আত্মনিয়োগ করেছি, এই অঞ্চলের (পূর্ণাঙ্গ) ইতিহাস রচনায়, একে মাতৃঋণ মনে করে। দেশবাসীর কাছে বিনীত নিবেদন, যাঁর কাছে কিছু কিছু (পুরাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, লোক-সাংস্কৃতিক, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি) ঐতিহাসিক উপাদান আছে, তার সংবাদটুকু অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাবেন। —অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী (গ্রন্থাগারিক, রামনগর-গ্রন্থাগার) পোঃ ও গ্রাম—সাউথ রামনগর, জিলা—২৪ পরগণা (দক্ষিণ)।

*

কিছুদিন পরে পরে চৌরঙ্গী এলাকায় একটি রাজনৈতিক দল নিয়মিত চাঁদা আদায় করছেন। আগে আদায়ের ব্যবস্থা চৌরঙ্গী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃতি ঘটেছে। সন্দেহ হয়, মাননীয় পুলিশ কমিশনারের অনুমতি না-নিয়েই এইভাবে চাঁদা তোলা হচ্ছে।

ব্যাপারটিকে লঘুভাবে দেখা যেত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখছি দলের মেয়ে-কর্মীদের দিয়ে এই কাজ করানো হচ্ছে, এ'রা আমাদের ঘরের মেয়ে; জানেন না এ'দের সম্বন্ধে অসভ্য আলোচনা একশ্রেণীর লোকজন করে। আমি দলের নেতাদের কাছে অনুরোধ করব রাজনীতির মিনার ছেড়ে কঠোর বাস্তবে এসে বিষয়টি সম্বন্ধে সজাগ হতে। —নীতিন শিকদার, কলকাতা-৬।

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

*

যে সমস্ত ছাত্র কলকাতার বাইরে থেকে কলকাতায় কলেজ করতে আসে তাঁদের কাছে 'পার্সেন্টেজ'এর ব্যাপারটা বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে। আজকাল প্রায়ই ট্রেন অথবা ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়, এ ছাড়া গোলমাল ত লেগেই আছে—ফলে বাইরের ছাত্রদের নিয়মিত কলেজে উপস্থিতি সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। —পান্নালাল ঘোষ, ২৪ পরগণা।

*

অন্যায় ধরাবার জন্য ইনটেলিজেনস, এনটিকরাপসন ও আই বি ইত্যাদি বহু সরকারী বিভাগ রয়েছে, কিন্তু সৎকাজ খুঁজে বের করার জন্য কোন সরকারী বিভাগ নেই। অথচ এমনি কত শত সৎকাজ দৈনিক ঘটে।

গত ৫।১।৭১ তারিখে আমি কোন কাজে আসানসোল টেলিডাঙ্গা পোস্ট অফিসে গিয়ে আমার সমস্ত টাকা হারিয়ে ফেলি। দীর্ঘক্ষণ পরে আমি যখন বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতে খুঁজতে পোস্টঅফিসে যাই তখন আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করি, পোস্টমাস্টার মহাশয় তাঁর কর্মচারী সহ আমার টাকা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এবং আমি সেই টাকা ফিরে পাই, যা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। —কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য, আসানসোল।

নির্বাচনী ইস্তাহার

কর্মসংস্থান তহবিল গঠনের প্রস্তাব

আদি কংগ্রেসের নির্বাচনী ইসতাহার প্রকাশ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, সমস্ত পরিবারের জন্য গৃহসংস্থান এবং কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ন্যায্য দর—এই সব কর্মটিকেই দল অগ্রাধিকার দেবে। নির্বাচনী ইস্তাহারের এই প্রতিশ্রুতিগুলি আদি কংগ্রেসের।

প্রত্যেকটি নাগরিককে কাজ দেওয়ার উদ্দেশে অর্থ যোগানোর জন্য একটি বিধিবদ্ধ জাতীয় কর্মসংস্থান তহবিল গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এই তহবিল হবে এক হাজার কোটি টাকার (বছরে প্রায় ২০০ কোটি টাকা)। এই তহবিল তৈরি করতে হবে ভারতের সম্মিলিত তহবিল থেকে।

দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসাদিক আলি ও শ্রী এস ডি মিশ্র আজ এখানে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্তাহারটি প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে ইস্তাহারটিতে উৎপাদনের দিকেই বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

ইস্তাহারে দেশে 'রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট' সৃষ্টির জন্য নব কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে।

বলা হয়েছে যে, আদি কংগ্রেস অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ এবং লাইসেন্স দানের পদ্ধতি এবং কর কাঠামো সরলীকরণের পক্ষপাতী।

"আমরা সঙ্কট জয় করব"—এই নাম দিয়ে প্রকাশিত এই ইসতাহারে বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত করা হলে ধনসম্পদ ব্যাপকভাবে বণ্টিত হবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়াও নিবারিত হবে।

আদি কংগ্রেস দল মৌলিক অধিকারসমূহের—বিশেষ করে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার হরণের কিংবা এই অধিকারের কোনওরূপ সঙ্কোচ সাধনের বিরোধী।

ইসতাহারে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আদি কংগ্রেস দল এই সমস্ত অধিকার এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ।

সম্পদ সৃষ্টি এবং সম্পদ অর্জনের জন্য ভারতীয় নাগরিকগণ যথেচ্ছভাবে তাদের সহজাত বুদ্ধি এবং কর্মদক্ষতার সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

দারিদ্র্যের বিলোপ সাধন এবং অধিকতর ধনসম্পদ উৎপাদন ও ন্যায়সঙ্গত এবং সমভাবে এই ধনসম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। দারিদ্র্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়।

তাড়াহুড়া করে তৈরি করা একটি আইনকে বাতিল করে দেওয়ার, বিচার বিভাগকে ইচ্ছা করে হেয় করার জন্য যে চেষ্টা করা হয়েছে সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে এই ইসতাহারে বলা হয় যে, সংবিধান এবং জনসাধারণের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ একান্ত প্রয়োজনীয়।

ইসতাহারে আরও বলা হয়েছে যে, দেশে যে সমস্ত বিভেদপরায়ণ এবং বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি আছে সেগুলিকে সংযত করার জন্য কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে তোলা কর্তব্য।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ করে ইসতাহারে বলা হয়েছে যে, সীমান্ত বিরোধেও কেন্দ্রীয় সরকার ঠিকমত কাজ করছেন না।

সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য ইসতাহারে একটি নিরপেক্ষ উপায় উদ্ভাবন করতে বলা হয়েছে।

আকাশবাণী এবং টেলিভিসনের কার্য পরিচালনার জন্য ইসতাহারে এবং স্বয়ংশাসিত করপোরেশন গঠনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

বৈদেশিক নীতি

দেশের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে এই ইসতাহারে বলা হয়েছে যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল।

আদি কংগ্রেস দল ভারতের বৈদেশিক নীতিতে এই পরনির্ভরতার অবসান ঘটিয়ে পুনরায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে ভারতের বৈদেশিক নীতিকে গতিশীল করে তোলার পক্ষপাতী।

জামানত সম্পর্কে নির্বাচন প্রার্থী তপশিলীদের সুবিধা

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—আসন্ন নির্বাচনে তপশীলী সম্প্রদায় ও তপশীলী খণ্ডজাতি প্রার্থিগণ মনোনয়নপত্র দাখিল করার সঙ্গে জামানত জমা দেওয়ার ব্যাপারে ৫০ শতাংশ সুবিধা পাবেন। এইসব প্রার্থীদের এখন সংসদীয় কেন্দ্রের জন্য ৫০০ টাকার স্থলে ২৫০ টাকা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ২৫০ টাকার স্থলে ১২৫ টাকা জমা দিলেই চলবে। ইতিমধ্যেই যদি ভুলক্রমে সব টাকা জমা দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

কোন প্রার্থী যদি একাধিক কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহলে তাঁকে প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য পৃথক পৃথকভাবে জামানত জমা দিতে হবে।

সরকারী গেজেটে নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে জামানত ফেরত দেওয়া হবে। যদি কোন কারণে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি আগেই জামানত ফেরত পাবেন।

কোন প্রার্থী যদি তাঁর কেন্দ্রে প্রদত্ত বৈধ ভোটের এক-ষষ্ঠাংশের চেয়ে বেশী ভোট পান তাহলে তিনি জামানত ফেরত পাবেন। যদি তিনি ঠিক এক-ষষ্ঠাংশ বা তার চেয়ে কম পান তাহলেও জামানত জব্দ হয়ে যাবে।

যদি কোন প্রার্থী জয়লাভ করেন অথচ প্রদত্ত ভোটের এক ষষ্ঠাংশের চেয়ে তিনি বেশী ভোট পাননি সেক্ষেত্রে তাঁর জামানত ফেরত দেওয়া হবে।

যদি কোন প্রার্থী একই আইনসভার একাধিক কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহলে সে ক্ষেত্রে তিনি একাধিক জামানত ফেরত পাবেন না। তবে যদি কেউ একটি বিধানসভা কেন্দ্র এবং আর একটি সংসদীয় কেন্দ্রে নির্বাচনপ্রার্থী হন তাহলে তিনি উভয় জামানতই ফেরত পাবার অধিকারী হবেন। কেননা দুইটি নির্বাচন পৃথক বলে গণ্য করা হবে। —ইউ এন আই

রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীদের নাম ঘোষণা

নাগপুর, ২৯ জানুয়ারি—ভারতীয় রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট শ্রী বি ডি খোবড়াগাড়ে (খোবড়াগাড়ে দল) বিভিন্ন রাজ্যের সাতজন লোকসভা প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন।

হরিয়ানা : গুরগাঁও—শ্রী এস আর বোধ। কারনাল : শ্রীযোগী রাম। উত্তর প্রদেশ : বুলন্দ শহর : শ্রী এস পি গৌতম। হাথরাস (সংরক্ষিত)—শ্রীবটিলাল পিপিল। মহীশূর : কোলার (সংরক্ষিত)—শ্রী সি এম আরমুগম। মহারাষ্ট্র : চিমুর—শ্রীহংসরাজ গজ্জাবাই। অমরাবতী : শ্রীশুদেব টিড়কে। —পি টি আই

তির্যক

[illegible]

ইউ এল ডি এফ অজয়বাবুর বিরুদ্ধে প্রার্থী নাও দিতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির বিরুদ্ধে আট-পার্টি জোট (ইউ এল ডি এফ) কোন প্রার্থী দেবেন না বলে মোটামুটি স্থির হয়েছে। শুক্রবার নবগঠিত ফ্রন্টের যে প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ করা হয়, তাতে অজয়বাবুর নির্বাচনী কেন্দ্র তমলুকে কোন প্রার্থীর নাম উল্লেখ নেই।

তবে এই প্রার্থী না দেওয়ার বিষয়টি ফ্রন্টের নেতারা এখনই বিশেষ কারণে ঘোষণা করতে ইচ্ছুক নন। এ সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষ বলেন,—আপাতত দিচ্ছি না। পরে দেবেন কি না, জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,—ভেবে দেখা যাক।

কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ওই ফ্রন্টের শরিক এক দলের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের জানানো হয়,—আমরা বিধানসভার ২৭৯টি আসনে প্রার্থী দেব জেনে নিন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কে কোথায় দাঁড়াচ্ছেন

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

(নৈনিতাল), শ্রীদীনেশ সিং (প্রতাপগড়), শ্রীবিশ্বনাথ রায় (দেওরিয়া), চৌধুরী রাম সেবক (জালাউন তফসিলী), শ্রীমোহনলাল চতুর্বেদী (এটা), শ্রীসুরেন্দ্র পাল সিং (বুলন্দশহর)।

আন্দামান ও নিকোবর—শ্রী কে আর গণেশ।

হরিয়ানা—শ্রী জি এল নন্দ (কাইথাল), অধ্যাপক শের সিং (ঝাজ্জর)।

জম্মু ও কাশ্মীর—মহম্মদ শফি কুরেশী (অনন্তনাগ) ও ডঃ করণ সিং (উধমপুর)।

মধ্যপ্রদেশ — শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্ল (রায়পুর, গত নির্বাচনে শ্রীশুক্ল মহেশমুন্দ কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন), চৌধুরী নীতিরাজ সিং (হোসাঙ্গাবাদ), শ্রী পি সি শেঠী (ইন্দোর)।

মহারাষ্ট্র—শ্রী এ পি সিনধে (আমেদনগর। গত নির্বাচনে তিনি কোপারগাঁও থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন), শ্রী আর কে খাদিলকর (বরমতী, গত নির্বাচনে তিনি খেড় থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন), শ্রী ওয়াই বি চবন (সাতারা), শ্রী ডি আর চবন (করদ)।

মহীশূর—ডঃ ভি কে আর ভি রাও (বেল্লারি), শ্রী কে হনুমনতিয়া (বাঙ্গালোর সিটি), ডঃ সরোজিনী মহিষী (ধাড়োয়ার নর্থ)।

ওড়িশা—শ্রী আর জগন্নাথ রাও (চত্রপুর)।

পানজাব—শ্রীইকবাল সিং (ফাজিলকা) ও শ্রীস্বর্ণ সিং (জলন্ধর)।

রাজস্থান—শ্রীজগন্নাথ পাহাড়িয়া (হিন্দুয়ান তফসিলী)। —ইউ এন আই

মহিশূরের মন্ত্রীর পদত্যাগ

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

একজন বিশেষ বার্তাবহ মারফত শ্রী মহম্মদ আলি তাঁর পদত্যাগপত্র মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলের এখানকার সরকারী বাসভবনে পাঠিয়ে দেন।

শ্রী মহম্মদ আলি বীরেন্দ্র পাতিল মন্ত্রিসভার প্রবীণতম সদস্য এবং মর্যাদার দিক থেকে ক্যাবিনেটে তাঁর স্থান ছিল মুখ্যমন্ত্রীর পরেই।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সঙ্গে আঁতাত করার বিরুদ্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। সেই কথার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, এর ফলে আমরা এতদিন যে আদর্শ ও কার্যসূচী রূপায়ণের জন্য কাজ করেছি, তা থেকে সরে আসব।

তিনি বলেন : সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে কংগ্রেসের আদর্শ। প্রধানমন্ত্রী অন্তর্বর্তী নির্বাচনে এ সম্পর্কে জনগণের রায় চাইছেন। এমতাবস্থায় আমি স্বভাবতই বিব্রত বোধ করছি। আমি যা সঠিক বলে মনে করি না, তাকে ঠিক বলে প্রচার করাকে আমি নিছক প্রতারণা ও সুবিধাবাদী পন্থা বলে মনে করি। —ইউ এন আই

ভোটের গোপনীয়তা

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

হবে—যাতে কেউ বুঝতে না পারেন ঠিক কোন ভোটপত্রটি ভোটদাতাকে দেওয়া হয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসাররা প্রার্থী ও প্রার্থীর অনুমোদিত এজেন্টকে কেবলমাত্র ভোটপত্রের প্রথম ও শেষ নম্বর জানানো হবে। এর ফলে ভোট গ্রহণের পরে অননুমোদিত ভোটপত্র ঢুকিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

কমিশন আরও জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই ঠিক দেওয়া ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত ভোটপত্রের তালিকাটি শীলমোহরাঙ্কিত করা হবে। নির্বাচন কমিশন অথবা আদালত কিংবা ট্রাইবুনালের আদেশ ছাড়া শীলমোহরাঙ্কিত ওই তালিকা খোলা হবে না।

কমিশন ভোট গণনাতেও নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। এবার বুথ ধরে গণনার বদলে এক সঙ্গে কেন্দ্রের সমস্ত ভোট একই সঙ্গে গণনা করা হবে।

ভোট গণনার পর ভোটপত্রগুলি আবার শীলমোহরাঙ্কিত করা হবে। —ইউ এন আই

ঝুঁকি বীমা

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

দাতাদের যে পরিচয়জ্ঞাপক 'স্লিপ' দেওয়া হয় তার সঙ্গে কোন 'কাউনটারফয়েল'-এ প্রার্থীর নাম বা প্রতীক দেওয়া চলবে না। কাউনটার ফয়েল থাকলে তা যিনি ওই 'স্লিপ' পাঠাবেন তাঁর কাছেই রাখতে হবে।

এদিন 'মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ফেডারেশন'-এর পক্ষ থেকে শ্রীকাজেম আলি মিরজা শ্রীরাঘবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সংস্থার দুই দলে 'ভাগ' হয়ে যাওয়ার কথা এবং তার ফলে প্রার্থীদের অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীরাঘবন তাঁকে জানিয়েছেন, রিটারনিং অফিসারগণই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন-এর প্রতিনিধিরা এদিন সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও জানতে চান যে, সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করা হবে তাঁদের নিরাপত্তার কী হবে? শ্রীরাঘবন সাংবাদিকদের বলেন, তিনি ওই প্রতিনিধিদের বলেছেন, নিজের কর্মচারীদের নিরাপত্তার প্রতি সরকার নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখবেন। এবং অতীতের মত এবারও 'যথাসম্ভব ভাল ব্যবস্থা' করা হবে—যাতে তাঁদের কোন বিপদ না হয়। এই আশ্বাসে প্রতিনিধিরা সন্তুষ্ট হন বলেও তিনি জানান।

মুখ্য সচিব শ্রীসেনগুপ্ত এবং শ্রীরাঘবন উভয়েই আশা করেন যে, লোকের অভাবে নির্বাচনের কাজ ব্যাহত হবে না। শ্রীরাঘবন বলেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নন-গেজেটেড অফিসারদের মধ্য থেকে অন্তত এক লক্ষ কর্মীর সাহায্য এভাবে সরকারের পাওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন-এর পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক [illegible] সম্পাদক শ্রীগৌর সরকার এদিন মহাকরণে শ্রীরাঘবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা নাকি জানান, সরকারী কর্মচারীরা নির্বাচনের কাজ করতে চায় না এ কথা ঠিক নয়। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলার অবনতির জন্য **কর্মচারীরা উপযুক্ত নিরাপত্তা পেলে নির্বাচনের কাজ করতে রাজি আছে।**

হাঙ্গামা—হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

কলকাতা পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেন, যে পদ্ধতিতে মদের দোকানে হামলা হয়েছে তাতে এটি নকশালপন্থীদের কাজ বলে মনে হয়।

পূজার চাঁদা আদায় নিয়ে সংঘর্ষ

এদিন সকাল এগারোটায় লালবাগানের কাছে রবীন্দ্রসরণীতে পূজার চাঁদা আদায়ের ব্যাপার নিয়ে অল্পবয়স্ক দুদল বালকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ওই সময় ৩টি বোমা ফাটানো হয়। বোমার আঘাতে ৫০ বছরের একজন পথযাত্রী সামান্য আহত হন।

বোমা উদ্ধার

শুক্রবার ভোরে পুলিশ বেলেঘাটা এলাকায় তল্লাসী চালিয়ে ১৫টি বোমা উদ্ধার করে। এ সম্পর্কে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

দমদমে গ্রেফতার, পাইপগান উদ্ধার

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান : শুক্রবার দমদমের দত্তাবাদ এলাকায় হানা দিয়ে পুলিশ ৩ জন যুবককে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে ১২ বোরের একটি পাইপগান ও কার্তুজ পাওয়া যায়। পুলিশ জানায়, লবণ হ্রদ এলাকার দত্তাবাদে ওই তিন যুবক সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। স্থানীয় পুলিশ পিকেটের সন্দেহ হওয়ায় তারা যুবকদের পিছু ধাওয়া করে। তাদের গ্রেফতারের পর একজনের জামার নিচ থেকে পাইপগানটি পাওয়া যায়। ধৃত যুবকেরা নিজেদের সি পি এম সমর্থক বলে দাবি করে।

ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় ৩ জন গ্রেফতার

বৃহস্পতিবার ঘুঘুডাঙ্গায় বিপিন গাঙ্গুলি রোডে চিনি ব্যবসায়ী ধীরেন্দ্র চৌধুরীকে খুনের অভিযোগে পুলিশ শুক্রবার ৩ জন যুবককে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে একজন ভুতনাথ মণ্ডল (ভূতো) নামকরা নকশালপন্থী। অপর দুজন আগে সি পি এম সমর্থক ছিল কিন্তু পরে নকশালকর্মী হয়ে যায়। এদের কাছ থেকে একটি পিস্তল পাওয়া যায়। পরে দেখা যায় এটি খেলনা পিস্তল। ভয় দেখানোর জন্য রাখা হয়েছিল।

পাইপগানের গুলিতে আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান : শুক্রবার দুপুরে মহেশতলা থানার উত্তরবাগ কোটা গ্রামে শ্রীনিমাইচাঁদ কাজি পাইপগানের গুলিতে আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশসূত্রে প্রকাশ, বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে একদল লোক শ্রীকাজিকে আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার জন্য একটি বাড়িতে ঢুকে পড়লে আক্রমণকারীরা সেখানে গিয়ে পাইপগানের গুলি ছোড়ে। আহত ব্যক্তির দেহে গুলি ছাড়া ছুরির আঘাতও আছে বলেও জানা গিয়েছে। কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

জ্যোতি বসুর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার ঘটনায় ৯জন গ্রেফতার

বসিরহাট থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান : গত মঙ্গলবার বসিরহাটে জ্যোতি বসুর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার ব্যাপারে পুলিশ এ পর্যন্ত ন' জনকে গ্রেফতার করেছে।

চণ্ডীতলা বনধ পালিত

চুঁচুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান : ফরওয়ারড ব্লক নেতা শ্রীসীতাপতি ব্যানার্জিকে হত্যার প্রতিবাদে শুক্রবার 'চণ্ডীতলা বনধ' পালিত হয়। বনধের ডাক দেন স্থানীয় ফরওয়ারড ব্লক। বৃহস্পতিবার দুপুরে হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানার মোহনপুর গ্রামে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির আক্রমণে শ্রী ব্যানার্জি ছুরিকাহত হয়ে মারা যান।

পুলিশসূত্রে জানা যায়, শ্রী ব্যানার্জির মরদেহ নিয়ে এক শোভাযাত্রা চণ্ডীতলা থানার বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে। ওই শোক মিছিলে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ, শ্রীকৃপাসিন্ধু সাহা সহ ফরওয়ারড ব্লকের অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মী যোগ দেন।

ওই ঘটনা সম্পর্কে এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

হাবড়ায় হরতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, কল্যাণী স্পিনিং মিলের ওয়ারকরস ইউনিয়নের বিশিষ্ট কর্মী সমীর দাসের খুনের প্রতিবাদে শুক্রবার হাবড়া এলাকায় হরতাল পালন করা হয়। এই খুনের ব্যাপারে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে সি পি এম-এর পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে ওই অভিযোগ অসত্য।

এদিন হরতালের ডাকে সাড়া দিয়ে হাবড়া এলাকার দোকানপাট, যানবাহন বন্ধ থাকে। সাপ্তাহিক হাট বসে নি। শ্যামবাজার-বনগাঁ, বারাসতনগর উখড়া, নৈহাটি-হাবড়া, হাবড়া-বসিরহাট, রানাঘাট-হাবড়া প্রভৃতি রুটের বাস চলাচলও বন্ধ থাকে। স্পিনিং মিলেও হরতাল হয়েছে, সমীর দাসের খুনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চারজনকে আনা হয়েছে এবং একজনকে অপহরণের অভিযোগে আরও দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নব কংগ্রেস ও সি পি এম প্রার্থীদের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ

জলপাইগুড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, নকশালপন্থীরা বৃহস্পতিবার রাতে এখানে নব কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ অনুপম সেন ও সি পি এম প্রার্থী শ্রীপরেশ মিত্রর বাড়িতে বোমা ছোঁড়ে।

ডাঃ সেনের ঘরের বাইরেই সশব্দে বোমা ফাটে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর দেড় বছরের ছেলেটি রক্ষা পায়।

শ্রী মিত্রর বাড়ি থেকে পুলিশ একটি টাইম বোমা উদ্ধার করে।

দুর্গাপুরের কাছে সাব-পোস্ট অফিসের আগুন

দুর্গাপুর থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানান : বৃহস্পতিবার রাতে দুর্গাপুরের বাইরে সাগর ভাঙ্গা সাব **পোস্ট অফিসে একদল যুবক হামলা** চালিয়ে কাগজপত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ফেলার জন্য ক্ষতি তেমন হয় নি। এ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয় নি।

রাণাঘাটে পোস্ট অফিসে আগুন

রাণাঘাট থেকে আমাদের সংবাদদাতার খবর : রাণাঘাট থানা এলাকার আনুলিয়া গ্রামের পোস্ট অফিসে বৃহস্পতিবার রাত্রে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। মূল্যবান নথিপত্রাদি নষ্ট হয়ে যায়।

এছাড়া রাণাঘাটের পি ডবলিউ ডি ইয়ারড থেকে কয়েক হাজার টাকা মূল্যের লোহার রড চুরি হয়।

বর্ধমানে নব কংগ্রেস কর্মী ছুরিকাহত

বর্ধমান থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান : বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লক কংগ্রেসের (নব) সাধারণ সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন ঘোষকে শুক্রবার রাত্রে নিকটবর্তী কেরিলি গ্রামের একটি দর্জির দোকানে কয়েকটি দুর্বৃত্ত ছুরিকাঘাত করে। তাঁর দেহের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত করা হয়।

সংকটজনক অবস্থায় নিকটবর্তী একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়।

দুর্বৃত্তদের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের সংস্রব আছে বলে মনে করা হচ্ছে। তারা শ্রী ঘোষের কাছে যে টাকা ছিল তা নিয়ে পলায়ন করেছে।

কেরলে নব কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতার ব্যাপারে বিস্ময়

নিজস্ব সংবাদদাতা

ত্রিবান্দ্রম, ২৯ জানুয়ারি—নব কংগ্রেস মুসলিম লীগ, সিপি আই ও ক্ষমতাসীন ফ্রনটের অপরাপর দলগুলির সঙ্গে একযোগে নির্বাচনী প্রচারে নামবে বলে ইংগিত পাওয়া গিয়েছে। এবং এই খবরে এখানকার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল অত্যন্ত বিস্মিত। কেননা, প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন, তাঁর দল সি পি আই বা মুসলিম লীগ কারও সঙ্গে মিতালি পাতাবে না।

কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (নব) সভাপতি শ্রী কে কে বিশ্বনাথন প্রকাশ্যে বলেছেন, তাঁর দল গত অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মত একই কৌশল অবলম্বন করবে। তখন নব কংগ্রেস ও ফ্রনট একই সঙ্গে নির্বাচনী সভা করেছিলেন। আদি কংগ্রেস মহল এটাকে ভোটারদের বোকা বানানোর জন্য রাজনৈতিক অসদুপায় অবলম্বন বলে আখ্যা দেন।

মাদ্রাজে আদি কংগ্রেস ফ্রনটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা

মাদরাজ, ২৯ জানুয়ারি—আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, এস এস পি এবং টয়লারস পার্টির যুক্ত মোর্চা আগামী নির্বাচনে তামিলনাড়ুর আরও ৫টি লোকসভা এবং ১৭টি বিধানসভা আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন।

৫টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩টিতে স্বতন্ত্র পার্টি এবং ২টিতে আদি কংগ্রেস ও ১৭টি বিধানসভা আসনের মধ্যে আদি কংগ্রেস ১০, স্বতন্ত্র ৫ এবং টয়লারস পার্টি ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ পর্যন্ত এই ফ্রনট তামিলনাড়ুর ৩৯টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩১টি এবং ২৩৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৯৭টির প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন।

উত্তর প্রদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

রাজ্যের আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীবানারসী দাস জানান, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং তাঁর পদত্যাগ সম্পর্কে তাড়াহুড়ো করে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য এস ভি ডি-র শরিক দলগুলির নেতারা মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে বি কে ডি দলের নেতা ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশ্রীপতি মিশ্র বলেন, বৈঠকে এ-রকম কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এ সম্পর্কে তাঁর দলের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। উল্লেখ্য, বি কে ডি মনে করে, উপ-নির্বাচনে পরাজয়ের পর এখন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।

শ্রীচরণ সিং উপমুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন

আজকের আলোচনায় নাকি আরও স্থির হয়েছে, শ্রী টি এন সিং কোন দফতরের ভার না নিয়েও মুখ্যমন্ত্রিত্বের কাজ চালিয়ে যাবেন। শ্রীচরণ সিং অথবা তাঁর মনোনীত কাউকে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ দেওয়া হবে। —পি টি আই, ইউ এন আই

সি বি গুপ্তের অস্ত্রোপচার

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—আজ এখানে আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী সি বি গুপ্তের উপর অস্ত্রোপচার করা হয়। তাঁর বুকে একটি 'পেসমেকার' যন্ত্র বসানো হয়েছে।

অল ইনডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্‌স-এর জনৈক মুখপাত্র জানান,—দেড় ঘণ্টাব্যাপী অস্ত্রোপচারের পরে শ্রীগুপ্তের অবস্থা বেশ ভাল মনে হয়।

হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে গত ১৭ জানুয়ারি শ্রীগুপ্তকে এখানে ভর্তি করা হয়। —ইউ এন আই

আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ, শনিবার আকাশ পরিষ্কার থাকবে। রাত্রের তাপমাত্রার কিছু পরিবর্তন হতে পারে।

শুক্রবার বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪·৪ সেঃ ও ১৫·৮ সেঃ।

জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে নব কংগ্রেসের প্রার্থী বদল

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতার জোড়াসাঁকো বিধান সভা কেন্দ্রে নব কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন শ্রীদেওকীনন্দন পোদ্দার। গত ১৯৬৯ সনের নির্বাচনে তিনি এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে নব কংগ্রেস এখানে শ্রীশিবকুমার খান্নাকে প্রার্থী মনোনীত করেন। কিন্তু তিনিই এখন শ্রীপোদ্দারের নাম প্রস্তাব করেছেন।

শুক্রবার নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয়সিংহ নাহার সাংবাদিকদের কাছে এই খবর দেন। শ্রীনাহার জানান, তারা বিধানসভায় ২০০টির বেশি প্রার্থী দেবেন না। ইতিমধ্যে ১৮৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষিত হয়েছে। বাকি ১৭ জনের নাম আগামী রবিবার ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই ঘোষণা করবেন।

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনাহার জানান, তারা এখনও ঠিক করতে পারেননি যে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেবেন কিনা।

নব কংগ্রেসের নেতা শ্রী এ কে এম ইশাক বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতে চান। নব কংগ্রেসের একাংশ তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দাবিও জানিয়েছেন। কিন্তু আবার একটি অংশ এখানে ভোট প্রার্থী দিতে চান না। এখানে সি পি আই প্রার্থী হচ্ছেন মহম্মদ ইলিয়াস। মারকসবাদী কমিউনিসট পার্টির শ্রীআবদুল্লাহ রসুল এখানে দাঁড়াবেন।

মুসলিম লীগ একাই লড়বে

স্টাফ রিপোরটার

ইনডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ নেতারা মনে করেন না যে আট পার্টি জোট বা ইউ এল ডি এফ এর সঙ্গে তাঁদের নির্বাচনী আঁতাতের আর কোন সম্ভাবনা আছে। তাঁরা একাই লড়বেন।

লীগের একজন নেতা জানান, এস ইউ সি'র সঙ্গে জঙ্গীপুর লোক সভার আসন এবং সি পি আই-এর সঙ্গে বসিরহাট ও বারাসত লোক সভার আসন নিয়ে তাঁদের বিরোধের মীমাংসা হয়নি। তাছাড়া কর্মসূচী নিয়েও বিরোধ মেটেনি।

লীগ নেতা আরও জানান, তাঁরা বিধান সভায় ৬০টি এবং লোক সভায় ৭টি আসনে প্রার্থী দেবেন। প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবেন।

শ্রীবাজপেয়ী গোয়ালিয়র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন

ভূপাল, ২৯ জানুয়ারি—জনসংঘ-সভাপতি শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী গোয়ালিয়র নির্বাচন কেন্দ্র থেকে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আজ এখানে এ কথা ঘোষণা করেন মধ্যপ্রদেশ জনসংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনরেশ জোহরি।

গোয়ালিয়রে শ্রী বাজপেয়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদেশ কংগ্রেসের (নব) সহ-সভাপতি শ্রীগৌতম শর্মা। —পি টি আই

নানা রাজ্যে লোকসভায় নব কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—লোকসভার ৪৪৪টি আসনের ৩৩৮টি আসনের জন্য নব কংগ্রেস আজ তাঁদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই তালিকায় ১৪টি রাজ্য এবং ৫টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে দিল্লি এবং রাজ্যগুলির মধ্যে নাগাভূমি, হিমাচল প্রদেশ, কেরল ও মেঘালয়ের নাম ধরা হয়নি।

অন্ধ্র প্রদেশ

শ্রী পি ভেংকটসুব্বাইয়ার নাম অন্ধ্র প্রদেশের তালিকায় রয়েছে। তিনি সম্প্রতি আদি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। তিনি যুক্ত কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে গত বছর নানদিয়াল থেকে নির্বাচিত হন। এবারেও ওই কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবেন।

অন্ধ্র প্রদেশের তালিকায় একেবারে শেষ সময়ে একটি নাম সংযোজিত হয়েছে। তিনি হলেন রাজ্য সরকারের বিদায়ী চীফ সেক্রেটারি শ্রী এম টি রাজু। তাঁকে নরসপুর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে।

বিশাখাপত্তনমের আসনে শ্রীতেনুলেতি বিশ্বনাথমের বিরুদ্ধে নব কংগ্রেস কোন প্রার্থী দিচ্ছেন না। তিনি চতুর্থ লোকসভায় নির্দল সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ডঃ কে এল রাও (বিজয়বাড়া), শ্রী কে রঘুরামাইয়া (গুনটুর) এবং শ্রী এম আর কৃষ্ণ (পেড্ডাপল্লী) অন্ধ্র প্রদেশ থেকে লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের দুজন মন্ত্রী এবার লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

অন্ধ্রের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রী এস সি পি পট্টভিরামা রাও-ও রাজমুন্দ্রি থেকে লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

বাতিল চতুর্থ লোকসভার পনেরজন সদস্য অন্তর্বর্তী নির্বাচনে পুনরায় দাঁড়াচ্ছেন।

আসাম

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদকে আসামে বড়পেটা নির্বাচনকেন্দ্র থেকে লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

ভূতপূর্ব রাজ্যমন্ত্রী শ্রীমইনুল হক চৌধুরী ধুবড়ী থেকে দাঁড়াচ্ছেন।

শ্রী আমেদ ছাড়া বাতিল লোকসভার ছজন সদস্য শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ, শ্রী এন আর লসকর, শ্রী ডি বসুমাতারি, শ্রীলীলাধর কোতোকি, শ্রীবেদব্রত বড়ুয়া এবং শ্রীবিশ্বনারায়ণ শাস্ত্রীকে পুনরায় মনোনীত করা হয়েছে।

বিহার

বিহারে নব কংগ্রেস দশটি আসনে এখন পর্যন্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেনি। এই আসনগুলিতে চতুর্থ লোকসভায় বিরোধী কংগ্রেস নেতা ডঃ রামসুভগ সিং (বকসার) এবং আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ (বাড়) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নব কংগ্রেস ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের দল বিহারের মহারাজগঞ্জ, কেশরিয়া, জয়নগর, জামুই, বেগুসরাই, পাটনা, জেহানাবাদ, ধানবাদ, জামসেদপুর, সিংভূম এবং খুনতি এই ১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

ঘোষিত বিহারের ৩২ জন প্রার্থীর মধ্যে শ্রীজগজীবন রাম (সাসারাম নির্বাচনকেন্দ্র), শ্রী বি আর ভগৎ (সাহাবাদ), শ্রীভগবৎ ঝা আজাদ (ভাগলপুর) এবং শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রসাদ (নালন্দা) রয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এঁরা বিহারের সদস্য। বিহারের একটি মুখকে এবার আর নির্বাচনযুদ্ধে দেখা যাবে না। তিনি হলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ যিনি এখন মধ্য প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন।

নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রামের পুত্র শ্রীসুরেশ কুমারকে গয়া থেকে দাঁড়াবার জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা দ্বারভাঙ্গা থেকে দাঁড়াচ্ছেন।

চতুর্থ লোকসভার (বাতিল) মোট ২৩ জন সদস্যকে পুনরায় মনোনীত করা হবে।

গুজরাট

গুজরাটে শ্রী জি চোখাওয়ালা সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তিনি সুরাটে আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীমোরারজী দেশাইর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ভূতপূর্ব আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীঘনশ্যামভাই ওঝাকে রাজকোট লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। স্বতন্ত্র পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী মাসানি এই আসনের জন্য যুক্ত ফ্রনটের টিকিট পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

ভূতপূর্ব রাজ্যমন্ত্রী শ্রীযশোবন্ত মেটা (বর্তমানে নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন) ভবনগর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

বরোদা আসনে নব কংগ্রেস পি এস পি প্রার্থী শ্রীসনৎ মেটাকে সমর্থন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবরাজ মেটা আমরেলি থেকে দাঁড়াচ্ছেন। গুজরাটের আর একজন ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীরসিকলাল ইউ পারিখ সুরেন্দ্রনগর নির্বাচনকেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

মহাগুজরাট পরিষদ নেতা শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিককে আমেদাবাদ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নব কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছে।

সরকারী সংস্থা সংক্রান্ত লোকসভা কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এম বি রাণাকে ব্রোচ নির্বাচনকেন্দ্রের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

চুঁচুড়া কেন্দ্রে দু'জন প্রাক্তন মন্ত্রী মুখোমুখি

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২৯ জানুয়ারি—দুজন প্রাক্তন মন্ত্রী এবার চুঁচুড়া কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন। নব কংগ্রেসের হয়ে শ্রীভূপতি মজুমদার আর আট দলের শ্রীশম্ভু ঘোষ।

শ্রীমজুমদার ছাড়া সম্ভবত অশীতিপর আর কেউ নির্বাচন লড়ছেন না।

'ওঁর ব্যাঙ্ক ওঁর কাছে খুবই প্রয়োজনীয়

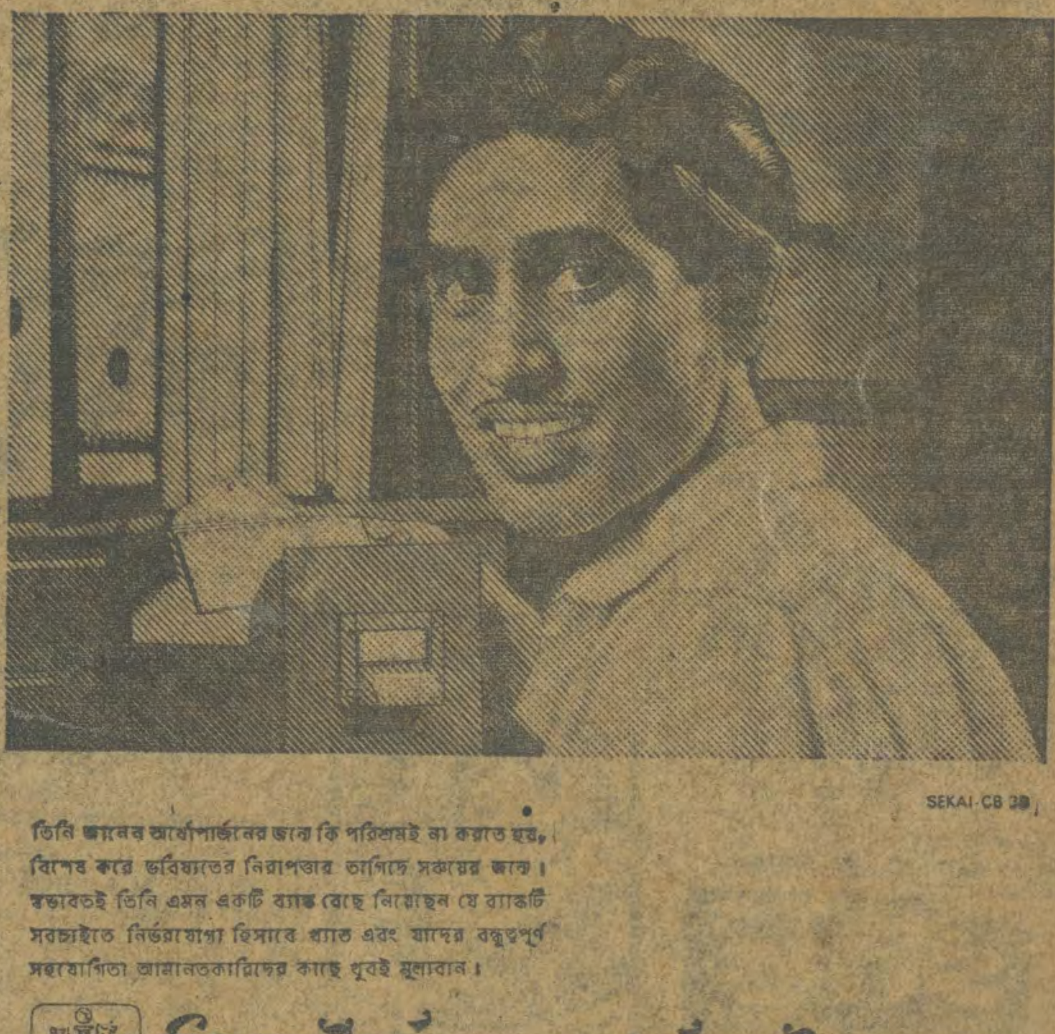

SEKAI-CB 38

তিনি জানের অর্থোপার্জনের জন্যে কি পরিশ্রমই না করতে হয়, বিশেষ করে ভবিষ্যতের নিরাপত্তার তাগিদে সঞ্চয়ের জন্যে। স্বভাবতই তিনি এমন একটি ব্যাঙ্ক বেছে নিয়েছেন যে ব্যাঙ্কটি সবচাইতে নির্ভরযোগ্য হিসাবে খ্যাত এবং যাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা আমানতকারিদের কাছে খুবই মূল্যবান।

দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অর্গানাইজেশন

দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক
১৮৫৩ সালের চার্টার দ্বারা সীমিত দায়-দায়িত্ব সহ যুক্তরাজ্যে সমিতি বদ্ধ
অমৃতসর, বোম্বে, কলিকাতা, কালিকট, কোচীন, দিল্লী, কানপুর, মাদ্রাজ, নিউ দিল্লী, ভাস্কো-ডা-গামা

দি ইস্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
সীমিত দায়-দায়িত্ব সহ যুক্তরাজ্যে সমিতি বদ্ধ, ১৯০৯
বোম্বে, কলিকাতা, মাদ্রাজ

অন্যান্য চিত্রগৃহে

পার্বতী ১, ৪, ৬৷৷টা
জোহর মেহমুদ ইন হংকং

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৬ ১২, ৩, ৬
পয়গম

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২, ৩, ৬
জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ২, ৫, ৮টা
এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টায়
মন নিয়ে

রমা রিবাটি ১২দ, ৩দ, ৬দ
জোহর মেহমুদ ইন হংকং

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷
এখানে পিঞ্জর (২য় সপ্তাহ)

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল ১, ৪, ৭টায়
জোহর মেহমুদ ইন হংকং

রূপম ফোন: ৩৪-৪৩৯৭ ১, ৪ ও ৭টায়
জিনে কী রাহ

বিনোদিনী বাগুইআটি ১, ৫, ৭টা
নিশান (নূতন প্রিন্ট)

পূর্বাশা ৪৬-২৩০২ ১, ৪৷, ৭৷৷
গীত

রাধাশ্রী (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩৩০০ ১৷, ৪৷, ৭৷৷টা
শাওন ভাদো

জেম অদ্য ও সোমবার বেলা ১১৷৷টায় দেবআনন্দ, নূতন, সজ্জন
পায়িং গেস্ট

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১৯ ১২, ৩, ৬টা
অপরিচিত (উত্তম, অপর্ণা, সৌমিত্র)

অলকা ৬৭-২০২৭ ১, ৪৷, ৭৷৷
জনী মেরা নাম (৪র্থ সপ্তাহ)

নারায়ণী তাপানিয়ন্ত্রিত ৫৬-৩৩৩৮ ১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷টা
শাওন ভাদো

সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের পথে!
৪৫শ সপ্তাহ!
উত্তম - সাবিত্রী অভিনীত
নিশিপদ্ম
(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
শ্রী • প্রাচী • ইন্দিরা
১২, ৩, ৬ ২, ৫, ৮ ৩, ৬, ৯
ও অন্যত্র চলিতেছে

রঞ্জিতমল কাংকারিয়া নিবেদিত
উদয়শঙ্করের
শঙ্করস্কোপ
স্থান: একাডেমী অফ ফাইন আর্টস
প্রত্যহ: ৩টা ও ৬টায়
আজ সকাল ১০টা হইতে
২রা, ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুয়ারীর
অগ্রিম টিকিট বিক্রয় হইবে।

১০ম জনপ্রিয় সপ্তাহ!
রামানন্দ সাগরের
গীত
সঙ্গীত: কল্যাণজী আনন্দজী
হিন্দ (২, ৫৷৷, ৮দ) : পূর্বাশা
মোহিনী (বহরমপুর ১০ম) অশোক (পাটনা ৯ম) - সুরশ্রী (বাঁকুড়া, ৫ম) - বিজু (শিলং ৪র্থ) - মুক্তি (কামারহাটি, ৩য়) - বসন্ত (কাটিহার, ২য়) - প্রামাণিক (রাণাঘাট ২য়) চিত্রালী (অশোকনগর, ২য়) - ছায়াবাণী (রাজপুর, ২য়) - গোপীনাথ (শিলচর, ২য়) ভারতী (চাকদহ) - বিমান (রঘুনাথপুর) গণেশ টকিজ (জঙ্গীপুর)

বিশ্বরূপা —ফোন— ৫৫-৩২৬২
আজ এবং কাল ২৷৷টা ও ৬টায়
বেগম মেরী বিশ্বাস
কাহিনী: বিমল মিত্র
পরিচালনা ও নির্দেশনা: রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে: জয়শ্রী, সবিতাব্রত, সত্য, কণিকা তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ
বিঃ দ্রঃ আজ ২৷৷টায় অভিনয়ের পূর্বে পদ্মশ্রী সম্মানলাভের জন্য শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রকে ও আকাদামী সম্মানলাভের জন্য শ্রীমতী সরযু দেবীকে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
আজ: শনি: ৬টায়
কাল: রবি: ২৷৷ ও ৬টায়
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল
শ্রেঃ জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, মিণ্টু, তুষার, মানস, বাসু, রত্না, মমতা, ইন্দিরা, সাধনা ও সরযু দেবী

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত: ১৮৮৩ * ফোন: ৫৫-১১৩৯
— শর্মিলা —
আজ: ৪টায় * কাল: [শ্রীপঞ্চমী] :২৷৷টায়
[৫৪৬ ও ৫৪৭ অভিনয়]

মুক্ত অঙ্গন শৌভনিক
৪৬-৫২৭৭ সন্ধ্যা ৬/৩০টা
আজ, কাল ও আগামী শনি ও রবি
অনুচ্চারিত সংলাপের নাটক
মলাটের রঙ মুহূর্ত
[প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য]
মঞ্চ—শংকর গুপ্ত ... —সুরেশ দত্ত

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায়, সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ৬, কাল ২৷৷ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় তিনটি একাঙ্ক
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত
পূর্বরাগ। আলোর বাইরে। নীলিমা
বিঃ দ্রঃ বোম্বাই, ভিলাই ও জামশেদপুরে অভিনয়ের জন্য ৪ঠার পর রঙ্গনায় ফেব্রুয়ারীতে নান্দীকারের অভিনয় বন্ধ থাকবে।

শেষ ৫ দিন!
সত্যজিৎ রায়ের
প্রতিদ্বন্দ্বী
প্রত্যহ ৩, ৬, ৮-৪৫
মিনার-বিজলী-ছবিঘর
ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

অঙ্গার
আজ ৬৷৷টায়
রবিবার কেবলমাত্র ৩টায়
মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯

শুভমুক্তি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী
রচনা: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
অমাবস্যার গান
নাট্যরূপ: বিধায়ক ভট্টাচার্য
সুর: অনিল বাগচী আলো: তাপস সেন
মঞ্চ: নরেশ দত্ত শব্দ: পাইওনীয়ার
প্রয়োগ প্রধানা: কেতকী দত্ত
মুখ্য ভূমিকায় স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী
প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাজাতি সদন
হলে টিকেট ॥ ৩৪-৬৬৬৫

২য় সপ্তাহ!
শ্রেষ্ঠ প্রমোদ চিত্র

অপেরা (২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টা)
প্রভাত — খান্না
(২-৩০, ৫-৪৫, ৯) (২, ৫, ৮)
কল্পনা • খাতুনমহল • শ্রীকৃষ্ণ
রূপকথা • বিহার • ওয়েলকেয়ার
(আসানসোল) (ঝরিয়া) (রাঁচী)
ঝঙ্কার (রৌরকেলা)

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম
আজ: নূতন প্রদর্শনী
হিন্দি: বেলা ১২-৩০টা, বিকাল ৫টা ও রাত্রি ৮টা
বাংলা: বেলা ২টা
ইংরেজি: বেলা ৩-৩০টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

৩য় জনপ্রিয় সপ্তাহ
ভারতের গৌরবদীপ্ত চিত্র
শ্রী কৃষ্ণলীলা
হোমী ওয়াডিয়া এস. এন. ত্রিপাঠী
কৃষ্ণা — নিউ সিনেমা
২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০ ৩, ৬, ৯
মিত্রা — রূপালী
২, ৫, ৮ ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০
দীপ্তি — নবভারত
২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০ (হাওড়া)
শিবানী — কল্যাণী — অপ্সরা
জ্যোৎস্না (ডিব্রুগড়)

৫ম সপ্তাহের জয়যাত্রা
রাজকাপুরের
মেরা নাম জোকার
(টেকনিকলার)
মেট্রো — লোটাস
(১ এবং ৬টা) (১ এবং ৫-৩০টা)
মেনকা — দর্পণা
(১-৩০ এবং ৬টা) (১-৩০ এবং ৬টা)

৯ম আনন্দমুখর সপ্তাহ!
জীবন ও যৌবনের স্বপ্নে রঙীন
শশী কাপুর - হেমা মালিনী অভিনীত
সুবোধ মুখার্জীর অভিনেত্রী
ইস্টম্যানকালার
সঙ্গীত: লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
প্যারাডাইস প্রত্যহ ২৷৷, ৫দ, ৯
গোধূলি (আসানসোল) • রূপক (পাটনা)
রবিবার সঃ ১০৷৷ প্যারাডাইসে
"যব ইয়াদ কিসিকী আতি হ্যায়"

নবেন্দু-নালা-শুভেন্দু
আজকের মুখোশধারী সমাজের রূপকাষ্ঠে তোমাদের আত্মাহুতি আগামী দিনের মানুষ ভুলবে না!
আর সেই সমাজের মুকুটমণি অর্থপিশাচ নারীমাংসলোলুপ অবিনাশ মিত্তিরের দল তোমাদেরও কোন ক্ষমা নেই!!
এখানে পিঞ্জর
উত্তম - অপর্ণা অভিনীত - যাত্রিক পরিচালিত
প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫ ও রাত্রি ৯টায়
রূপবাণী • ভারতী • অরুণা
২, ৫, ৮টায় পদ্মশ্রী - মুচিরা - শ্রীমা
১, ৪, ৭টায় নেত্র - কৈরী - নিউ তরুণ
১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷টায় যোগমায়া: শ্রীরামপুর টকীজ
নৈহাটি সিনেমা: ১২, ৩, ৬টায় আয়া
মহুয়া (মেদিনীপুর) মেঘদূত (শিলিগুড়ি)

গৌরবোজ্জ্বল ২৩শ সপ্তাহ
অরুণ রায়চৌধুরী নিবেদিত
রূপসী
রাধা • পূর্ণ • পূরবী
(২৷৷, ৫দ, ৮৷৷) (২৷৷, ৫দ, ৮দ) (২৷৷, ৫দ, ৮দ)
গৌরী (৩য়) ॥ পল্লী (২য়) ॥ অশোক (২য়)
বারুইপুর শো হাউস (২য়) ॥ রূপশ্রী (জলপাইগুড়ি-২য়) ॥ গ্রাণ্ড (কটক-২য়)

প্রাণখোলা অবাধ হাসির মেলা!
মহেশ অমীন-এর
জোহর মেহমুদ ইন হংকং
ইস্টম্যানকালার
ওরিয়েন্ট • ম্যাজেস্টিক
২, ৫, ৮ ৩, ৬, ৯
নাজ ৩, ৬, ৯
উত্তরা • উজ্জলা
২৷, ৫দ, ৮৷ ৩, ৬, ৯
* অতিরিক্ত শো: উত্তরা, উজ্জলা প্রত্যহ বেলা ১২টায়
ম্যাজেস্টিক ॥ কাল সকাল ১০৷৷টায়
পিকাডিলি ॥ পার্বতী (১, ৪, ৬৷৷) এলোরা (১, ৪, ৭) ॥ চিত্রপুরী ॥ কমল ইন্দ্রধনু ॥ জয়া (১, ৪, ৭) ॥ প্রফুল্ল রমা (১২দ, ৩দ, ৬দ) ॥ রাজকৃষ্ণ ॥ আনন্দম শ্রীলক্ষ্মী ॥ চলচ্চিত্রম ॥ ভগিনী ॥ চিত্রালয় ভবানী (কোচবিহার)

চলছে!
রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পুরস্কৃত
মনোজকুমারের
উপকার
জেম প্রত্যহ ২, ৫-১৫ ও ৮-৩০

ইংলনডের ২ উইকেটে ২৭৬
এডরিচের ১৩০ রান

এডিলেড, ২৯ জানুয়ারি—এডরিচের ১৩০ ও কেন ফ্লেচারের অপরাজিত ৭৫ রানের ফলে ষষ্ঠ টেস্টের প্রথম দিনের শেষে ইংলনডের ২ উইকেটে ২৭৬ রান ওঠে। বয়কটের ৫৮ রানে রান আউট খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

রান আউটকে কেন্দ্র করে মাঠের প্রায় ২০ হাজার দর্শক বয়কটকে বিদ্রূপ ধ্বনি করতে থাকেন। বয়কট গ্রেগ চ্যাপেলের বলে হিট করে এগিয়ে যান এবং ইয়ান চ্যাপেল বল তুলে উইকেটে মারেন। আমপায়ার ম্যাক্সও কনেল বয়কটকে আউট দেন। বয়কট হাতের ব্যাটটি মাঠে ছুড়ে ফেলেন। দর্শকরা বিদ্রূপ ধ্বনি করতে থাকে।

বয়কট ও এডরিচের জুটিতে ১৬৩ মিনিটে ১০০ রান হয়। ৮ মিনিট পরেই বয়কট ৫৮ রানে আউট হন।

আহত ফ্লেচার ইনজেকসন নিয়ে মাঠে নামেন এবং এডরিচের সঙ্গে জুটিতে ১৬৯ রান যোগ করেন।

খেলা শেষ হবার ৭ মিনিট আগে এডরিচ ১৩০ রান করে লিলির বলে স্ট্যাকপোলের হাতে ক্যাচ আউট হন। এডরিচ ৭ রানের সময় ম্যালেটের ক্যাচ দিয়েছিলেন।

উভয় দল

ইংলনড:—রে ইলিংওয়ারথ (অধিনায়ক), জিওফ বয়কট, জন এডরিচ, কিথ ফ্লেচার, জ্যাকি হ্যাম্পশায়ার, বেসিল ডালিভেরা, এলান নট (উইকেট রক্ষক), জন স্নো, ডেরেক আনডারউড, পিটার লেভার, বব উইলিস।

দ্বাদশ:—ডন উইলসন।

অসট্রেলিয়া:—বিল লরি (অধিনায়ক), কিথ স্ট্যাকপোল, ইয়ান চ্যাপেল, ইয়ান রেডপাথ, ডাগ ওয়ালটারস, গ্রেগ চ্যাপেল, রডনে মারস (উইকেটরক্ষক), এ্যাসলে ম্যালেট, জনি গ্লীসন, ডেনিস লিলি, এলিন টমসন।

দ্বাদশ খেলোয়াড়: ও কিথ।

স্কোর

ইংলনড—প্রথম ইনিংস

জি বয়কট রান আউট	৫৮
জে এডরিচ ক স্ট্যাকপোল ব লিলি	১৩০
কে ফ্লেচার নট আউট	৭৫
এ নট নট আউট	০
অতিরিক্ত	১৩
(মোট ২ উইঃ)	২৭৬

উইকেট পতন—১/১০৭, ২/২৭৬

বোলিং: টমসন ১৫—৩—০—৪৮—০ লিলি ১৪—০—৪১—১; ওয়ালটারস ৮—২—২৩—০; জি চ্যাপেল ১০—১—২৮—০; গ্লিসন ১৫—১—৬০—০; ম্যালেট ১৩—১—৩৭—০; স্ট্যাকপোল ৫—০—২৬—০। —রয়টার

জন এডরিচ

রনজি ক্রিকেটে নক আউট খেলার তালিকা গঠিত

বোমবাই, ২৯ জানুয়ারি—ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোরড রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার তালিকা রচনা করেছে। এবারকার বিশেষত্ব যে, ৫টি অঞ্চল থেকে ২টি করে নাম নেওয়া হয়েছে।

গত বারো বছরের চ্যামপিয়ন বোমবাইকে তালিকার উপরের দিকে এবং রানারসআপ রাজস্থানকে নিচের দিকে রাখা হয়েছে।

প্রথম রাউনডে হায়দরাবাদ ও দিল্লি এবং পানজাব ও বিহারের খেলা ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ ফেবরুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম খেলাটি দিল্লিতে এবং দ্বিতীয় খেলাটি পানজাবের কোন স্থানে হবে। কোয়ারটার ফাইন্যালের খেলার তারিখ ঠিক হয়েছে ২৫, ২৭, ২৮ ফেবরুয়ারি ও ১ মারচ। বিদর্ভ ও বাংলার খেলা কলকাতায় এবং মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের খেলা রাজস্থানে হবে।

সেমি ফাইন্যালের খেলার তারিখ ঠিক হয়েছে ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ মারচ। ২৬ মারচ থেকে ৫ দিনব্যাপী ফাইন্যাল খেলা হবে বলে ঠিক হয়েছে। নিচে খেলার তালিকা দেওয়া হল।

প্রথম রাউনড

(ক) হায়দরাবাদ: দিল্লি (দিল্লি ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ ফেবরুয়ারি)।

(খ) পানজাব: বিহার (পানজাব ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ ফেবরুয়ারি)।

কোয়ারটার ফাইন্যাল

(চ) বিজয়ী (ক): বোমবাই (তারিখ ঠিক হয়নি)।

(ছ) বাংলা: বিদর্ভ (কলকাতা—২৬, ২৭, ২৮ ফেবরুয়ারি ও ১ মারচ।

(জ) মহীশূর: বিজয়ী (খ) (তারিখ ঠিক হয়নি)।

(ঝ) মহারাষ্ট্র: রাজস্থান (রাজস্থান—২৬, ২৭, ২৮ ফেবরুয়ারি ও ১ মারচ)।

—পি টি আই

মহিলাদের জাতীয় হকি

পানজাবের ফাইনালে যাবার পথ প্রায় পাকা

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি—মহিলাদের জাতীয় হকির সেমি ফাইন্যাল লীগের খেলায় গতবারের রানারস পানজাব ১—০ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে ফাইন্যালে যাবার পথ প্রায় পাকা করে ফেলেছে। ২টি খেলা থেকে পানজাব পেয়েছে ৪ পয়েনট। পেপসুর সঙ্গে তাদের আর একটি খেলা বাকি।

সেমি ফাইন্যাল লীগের অপর খেলায় গতবারের বিজয়ী মহারাষ্ট্র ১—০ গোলে পেপসুকে হারিয়ে ২টি খেলা থেকে ২ পয়েনট পেয়েছে। পেপসুও প্রথম খেলায় ২ পয়েনট সংগ্রহ করেছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে গড়া পানজাব দল সারাক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করে আক্রমণ চালালেও মহীশূরের রক্ষণভাগের দৃঢ়তার জন্য একটির বেশি গোল করতে পারে না। বিশেষ করে, ওমানা ভারগিস এবং মারগারেট কর্নেলিকাও যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বহু আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

অবশ্য খেলা আরম্ভের পর দ্বিতীয় মিনিটেই পানজাব জয়সূচক গোল করে। প্রেমাসেনির ফরোয়ারড পাশকরা বল মহীশূরের গোলরক্ষক মানু মানজাপ্পার প্যাডের প্যাড থেকে ফিরে এলে পারামিন্দার শেখন বল পেয়ে গোল করেন।

এর পর পানজাব আক্রমণ চালাতে থাকে। কিন্তু দুটি সরট করনার করা ছাড়া বিশেষ কিছু করতে পারে না। বিরতির আগে মহীশূরের ইনা রেগেলো একক প্রচেষ্টায় এগিয়ে গিয়ে গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়ার্ধেও সমানে পানজাব আক্রমণ চালায়। কিন্তু আর কোন গোল করতে পারে না।

শনিবারের খেলা

পানজাব: পেপসু

মহারাষ্ট্র: মহীশূর

ব্যর্থতাই পরাজয়ের কারণ

চণ্ডিগড়, ২৯ জানুয়ারি—পুরোভাগের খেলোয়াড়রা অব্যর্থ গোলের সুযোগগুলি কাজে লাগাতে পারেননি বলে ভারতীয় হকি দল ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হয়েছে বলে ভারতীয় হকি দলের ম্যানেজার শ্রীবলবীর সিং মন্তব্য করেন। এবং আজ পাতিয়ালায় ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এক সভায় এই রিপোরটটি তিনি পেশ করেন। তিনি রিপোরটে আরো জানান যে, ভারতীয় হকি দল গত ১৯ ডিসেমবর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে নিদর্শন রেখেছিল তা আশাতীত।

উপরোক্ত সভার কার্যকারী সমিতি এই রিপোরটটি পড়ে প্রশংসা করেন।

বহুমুখী বিদ্যালয়ের স্পোরটস

রঘুনাথগঞ্জ বহুমুখী বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ২৩ জানুয়ারি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অনুষ্ঠানে জঙ্গীপুর পৌরসভার সভাপতি শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করে পুরস্কার বিতরণ করেন।

দেশপ্রিয় ব্যায়ামাগার চ্যামপিয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেদিনীপুর, ২৮ জানুয়ারি—মেদিনীপুর জেলা স্পোরটস এসোসিয়েশন পরিচালিত মেদিনীপুর জেলা ভারোত্তোলন ও মেদিনীপুর শ্রী দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বিদ্যাসাগর হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারোত্তোলন ও দেহ গঠন সমিতির সম্পাদক শ্রীগোপাল চক্রবর্তী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন।

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় দেশপ্রিয় ব্যায়ামগার মোট ৩২ পয়েনট পেয়ে দলগত চ্যামপিয়ন হয়েছে। খড়্গপুরের বেঙ্গলী ক্লাব রানারসআপ হয়েছে। খড়্গপুরের শ্রীসাগর কুনডু "মেদিনীপুর শ্রী" খ্যাতি লাভ করেছে।

কলকাতা রেস

আজকে কুইন এলিজাবেথ কাপ

অশ্বঘোষ

আজকে কুইন কাপের দৌড়। এই কাপে প্রিয়তম অশ্ব হবে মিঃ মরিশাস, কিন্তু এই কাপে ডিয়ার হার্টের রহস্যজনক উপস্থিতির প্রতি রেসরসিকদের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে। যাই হোক, আজকে, অশ্বঘোষের অনুরোধ, ভেবেচিন্তে ঝুঁকি নিতে। এমনকি পক্ষীরাজ নির্বাচনও আজকে বিশেষ কঠিন।

অশ্বঘোষণা

১ম বাজী ॥ ড্যানিশ ব্যাড, প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রা (ফ্লুক: শেডি কিড)।

২য় বাজী ॥ কাটি সার্ক, পবনপুত্র

৩য় বাজী ॥ বীচ ক্র্যাফট, সোলার চাইম (ফ্লুক: কার্টেন কল)

৪র্থ বাজী ॥ ইসটারন বয়, হু ইজ শী (ফ্লুক: অ্যাপাচি)

৫ম বাজী ॥ মিঃ মরিশাস, ডিয়ার হার্ট

৬ষ্ঠ বাজী ॥ গ্রীন গ্লাস, ডিসির

৭ম বাজী ॥ দি উইজার্ড, ভলেণ্টারী (ফ্লুক: দি সিকোয়ার্স)

৮ম বাজী ॥ দি পেনিটাণ্ট, নেচারস গিফট

আজকের পক্ষীরাজ

ইসটারন বয়

রেস আরম্ভ বেলা ১টায়

দৌড়, স্পোরটস ও অন্যান্য অনুষ্ঠান

তিন মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা—উত্তর হাওড়া তরুণ দল পরিচালিত তিন মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা আগামী ২৩ ফেবরুয়ারী হবে। যোগদানের শেষ দিন ১৭ ফেবরুয়ারী। বিশেষ বিবরণের জন্যে শ্রীঅবনী দত্তের কাছে ১৯ সালকিয়া স্কুল রোড, হাওড়া ৬—এই ঠিকানায় খোঁজ নিতে হবে।

মাকড়দা শিশু সঙ্ঘের উৎসব—মাকড়দা শিশু সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব ৩০, ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেবরুয়ারি হবে। বিভিন্ন দিনে সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন যথাক্রমে ডাঃ নিত্যানন্দ শ্রীমাণি, শ্রীকিরণচন্দ্র সেন (বি ডি ও ডোমজুড়), শ্রীজগন্নাথ ব্যানারজি।

কাশীপুর গান ও শেল ফ্যাকটরির

স্পোরটস—কাশীপুর গান ও শেল ফ্যাকটরির বার্ষিক স্পোরটস ৬ ও ৭ ফেবরুয়ারি ৪ দমদম রোডস্থ প্রাঙ্গণে হবে। সাধারণ পুরুষ ও মহিলাদের জন্যও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। যোগদানের শেষ দিন ৩ ফেবরুয়ারি। বিশেষ বিবরণের জন্যে কাশীপুর গান ও শেল ফ্যাকটারি, কাশীপুর, কলকাতা-২—এই ঠিকানায় খোঁজ নিতে হবে। মেন গেটে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে নাম গ্রহণ করা হবে।

খেলাধুলার চিত্র প্রদর্শনী—গত বছরের ন্যায় এই বারেও শ্যামপুকুর স্ট্রীটের নতুন দল খেলাধুলার চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ও এশিয়ান গেমসের চিত্রও এই প্রদর্শনীতে আছে। ১ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত এই প্রদর্শনী থাকবে—৫।১৯ শ্যামপুকুর স্ট্রীটের ঘটক বাড়িতে।

ভাণ্ডারহাটি ইউনিয়ন ক্লাব স্পোরটস—ভাণ্ডারহাটি ইউনিয়ন ক্লাবের বার্ষিক স্পোরটস বৃষ্টির জন্যে ২৬ জানুয়ারি হওয়ার সম্ভব হয়নি। আগামী ৭ ফেবরুয়ারি বেলা ১২টার সময় আরম্ভ হবে বলে পরে ঠিক হয়েছে।

বঙ্গবাসী কলেজের স্পোরটস—বঙ্গবাসী কলেজের বার্ষিক স্পোরটস ৩ ফেবরুয়ারি কলেজের নিজস্ব মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীকার্তিক বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করে পুরস্কার বিতরণ করেন।

সোনালী শিবিরের ফুটবল কোচিং—সোনালী শিবির ক্লাবের পরিচালনায় ২ ফেবরুয়ারি থেকে বাগবাজারী পারকের মাঠে ফুটবল কোচিং শুরু হবে। যোগদানের খেলোয়াড়দের ১ ফেবরুয়ারি সকাল ৭টায় মাঠে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে।

'৬৪' ক্লাবের ক্রিকেট—'৬৪' ক্লাব পরিচালিত নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ৬৪।৬৬এ বেলগাছিয়া রোড কলকাতা ৩৭, ঠিকানায় ৩১ জানুয়ারির মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

ইসটবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সভা

শনিবার ইসটবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সভা ক্লাব তাঁবুতে বিকাল সাড়ে ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এদিনই ক্লাবের নির্বাচিত সদস্যদের নাম সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে। ক্লাবের নির্বাচন অনেকদিন আগেই হয় কিন্তু ফলাফল সরকারীভাবে ঘোষণা করা যায়নি কারণ ফলাফলের ওপর আদালতে মামলা ছিল। কিছুদিন আগে সে মামলার নিষ্পত্তি হয়। এখন আদালতের নির্দেশ মত উক্ত সভা ডাকা হয়েছে। ১ ফেবরুয়ারি নির্বাচিত কার্যকরী সমিতি ক্লাবের কার্যভার গ্রহণ করবেন। নতুন কমিটিকে ভার গ্রহণ করার ৭ দিনের মধ্যে তাদের সভাপতি এবং ৩জন সহ সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।

শনিবারের ক্রিকেট খেলা

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ

ব্যাটরা: ইউনাইটেড ক্লাব

আনন্দবাজার: শিবপুর

ভবানীপুর: বিজয় স্পোরটস

চতুর্থ সপ্তাহ
মন কেড়ে নিয়ে যাওয়া বছরের সব সেরা সঙ্গীতে ভরপুর
দেব আনন্দ • হেমা মালিনী • প্রান অভিনীত
জনী মেরা নাম
ইস্টম্যানকালার
জ্যোতি • মুনলাইট • বসুশ্রী
২, ৫৷৷, ৮৷৷ ২, ৫৷৷, ৮দ ২, ৫৷৷, ৮দ
বীণা • পূর্ণশ্রী • পার্কশো
১৷৷, ৫, ৮৷ ২, ৫৷, ৮৷৷ ২৷৷, ৫দ, ৯
প্যারামাউন্ট • ভবানী • পুষ্পশ্রী
২, ৫৷৷, ৮দ ২, ৫৷, ৮৷৷ ১২, ৩৷, ৬৷৷
মৃণালিনী • রিজেন্ট • অলকা
১, ৪৷, ৭৷৷ ২৷, ৫৷৷, ৮৷৷ ১, ৪৷, ৭৷৷
শ্রীকৃষ্ণ ১, ৪, ৭ - পি-সন - শান্তি
নিশাৎ - বিভা - সন্ধ্যা - রজনী - রামকৃষ্ণ
স্বপ্না - বর্ধমান সিনেমা - রূপকথা (মালদহ)
রূপালী (চুঁচুড়া) - নিউ সিনেমা আসানসোল)
গ্রান্ড • ঝঙ্কার • উর্বশী
(কটক) (শিলিগুড়ি) (গৌহাটী)
রবিবার সকাল ১০৷৷টায় জ্যোতি, মুনলাইট ও বসুশ্রীতে অতিরিক্ত শো।

বাহবা নবীন, বাহবা রেখা
দুজন অতি সফল ফ্লক যারা জ্যাকপট বিজয়ী হয়েছেন!

সোসাইটি প্রিয়া
(১১, ২৷৷, ৫দ, ৮দ) (১২৷৷, ২৷৷, ৫৷৷, ৮৷৷)
গ্রেস এণ্টালি
(১১দ, ২৷৷, ৫৷৷, ৮৷৷) (১১, ২, ৫, ৮)
ছায়া কালিকা লিবার্টী
(২, ৫, ৮) (২, ৫৷, ৮৷৷) (১২, ৩, ৬)
তসবীরমহল নারায়ণী - ন্যাশনাল
(২৷, ৫৷৷, ৮৷৷)
পারিজাত - রাধাশ্রী - পিয়ালী
(২৷, ৫৷৷, ৮দ) (১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷) (১, ৪, ৭)
শৈলশ্রী - নীপা - লক্ষ্মী - রূপশ্রী
(২৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷) (১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷)
জয়ন্তী - দীপক - মানসী
(১দ, ৪দ, ৭দ) (১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷)
চিত্রা - রূপমহল - চিত্রবাণী
(আসানসোল) (বর্ধমান) (বেগুসরাই)
মেঘদূত • অরুণ • এল আই
(গৌহাটী) (পাণ্ডু) (জোড়হাট)
ওরিয়েন্টাল - এলফিনস্টোন - রিগ্যাল
(শিলচর) (পাটনা) (জামসেদপুর)
শ্রীমহাবীর (ডিগবোয়াডি) - রতন (রাঁচি)
নবীন নিশ্চল আজ কলকাতার সোসাইটি সিনেমায় দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবেন

দামী কাপড় নিরাপদে বাড়ীতে ধোয়ার জন্য

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে! এইতো মোলায়েম গরম পশমী কাপড়-চোপড় পরার সময়! এসব গরম কাপড়ের ঠিকমত যত্ন নিতে হলে জেণ্টীল দিয়ে ধুয়ে নিন। দেখবেন—জামাকাপড় কেমন নরম তুলতুলে থাকে বারবার ধোওয়ার পরেও!
জেণ্টীল—নতুন তরল ডিটারজেণ্ট,

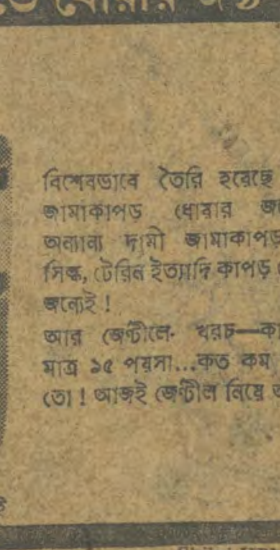

বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে পশমের জামাকাপড় ধোবার জন্যে—আর অন্যান্য দামী জামাকাপড় যেমন সিল্ক, টেরিন ইত্যাদি কাপড় ধোওয়ার জন্যেই!
আর জেণ্টীলে খরচ—কাপড়পিছু মাত্র ১৫ পয়সা...কত কম দেখছেন তো! আজই জেণ্টীল নিয়ে আসুন।

স্বস্তিক অয়েল মিলস, বোম্বাই
Shilpi HPMA 69 Ben.

শহীদ দিবস স্মরণে

সরকারী কর্মসূচী—আজ শনিবার, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে 'শহীদ দিবস' উপলক্ষে সকাল ৮টায় গান্ধীঘাটে প্রার্থনাসভা। সভাপতি—রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ান। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্মরণে বেলা ১১টায় দুই মিনিট নীরবতা পালন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (আদি)—সকাল ৮টায় ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটে ও ৯টায় পারক স্ট্রীটস্থ গান্ধীজীর মূর্তিতে মাল্যদান; বেলা ১১টায় দুই মিনিট নীরবতা পালন; বিকাল ৩টায় ৫৯বি চৌরঙ্গি রোডস্থ কংগ্রেস ভবনে সূত্রযজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (নব):—বিকাল ৩টায় পারক স্ট্রীটস্থ গান্ধীজীর মূর্তির পাদদেশে সূত্রযজ্ঞ ও প্রার্থনা সভা। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি (আদি): সকাল ৮টায় হাওড়া টাউন-হলে গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও রামধুন সঙ্গীত; বিকাল ৩টায় ২৩৩, নেতাজী সুভাষ রোডস্থ কার্যালয়ে সভা, সূত্রযজ্ঞ ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। হাওড়া জেলা ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস (আদি): জেলা শাসকের বাসভবনের সামনে গান্ধীজীর মূর্তিতে মাল্যদান ও জেলা কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে যোগদান। সারা ভারত মৌলানা আজাদ সমাজ কল্যাণ মিশন: বিকাল ৫টায় জনসভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান।

মহাজাতি সদনে শহীদ স্মরণ

স্টাফ রিপোর্টার

আজ, শনিবার শহীদ দিবস উপলক্ষে মহাজাতি সদনে বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে। এখানে সংরক্ষিত শহীদদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ছাড়া আরও ছজন শহীদের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হবে।

এদের মধ্যে থাকবে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী বটুকেশ্বর দত্ত, শচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন বসু, নগেন্দ্রনাথ সেন এবং সাতকড়িপতি রায়-এর প্রতিকৃতি। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় মহাজাতি সদনে এ জন্য যে অনুষ্ঠান হবে, তাতে পৌরোহিত্য করবেন প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ। এর আগে সকাল দশটায় মহাজাতি সদনে সংরক্ষিত প্রতিকৃতিসমূহে মাল্যদান করা হবে।

এদিন দুপুর দুটায় আলিপুর ও প্রেসিডেনসি জেলের ফাঁসির মঞ্চে পুষ্পার্ঘ্য দান, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী ও শ্রীনেহরুর কারাকক্ষে মাল্যদান অনুষ্ঠান।

পি টি আই কর্মী সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচন

শুক্রবার পি টি আই (পূর্বাঞ্চল) কর্মচারী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় শ্রমিক নেতা শ্রীযতীন চক্রবর্তী সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় সভাপতি এবং শ্রীরণলাল ঘোষ দস্তিদার ও শ্রী এস কে গুপ্ত যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দবাজার পত্রিকা

[মঙ্গলবার ১৬ই মাঘ ১৩৪০
ইং ৩০—১—৩৪]

নেপালের মহারাজার নিকট রবীন্দ্রনাথের তার

আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন

শান্তিনিকেতন, ২৯শে জানুয়ারী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নেপালের মহারাজার নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন:—

"আপনার দেশে ভূকম্পজনিত ধ্বংসলীলার বিস্তৃত বিবরণ পাইয়া ব্যথিত হইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনাদের ঘোর দুর্দ্দিনে আমাদের [illegible]

—ইউনাইটেড প্রেস

✻

দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি স্থগিত

প্রিভি কাউন্সিলে আপীল

গত ১৫ই জানুয়ারী হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চ কর্তৃক দীনেশ মজুমদারের প্রাণদণ্ডের আদেশ মঞ্জুর হইয়াছে। জানা যায় বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের জুডিসিয়াল সেক্রেটারী এই সম্পর্কে দীনেশ মজুমদারের পক্ষীয় সলিসিটার মেসার্স ক্লার্ক রলিনস এণ্ড কারকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দায়েরের ব্যবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত প্রমাণ প্রদত্ত হইলে উক্ত দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি স্থগিত থাকিবে।

স্বাস্থ্যবান হউন এবং সুখী জীবন উপভোগ করুন

ন ব যৌ ব ন তেজস্বিতা স্নায়ুপীড়া অ কা ল বা র্ধ ক্য শ ক্তি হী ন তা স্নায়বিক দুর্বলতা এবং এরূপ অন্যান্য রো গে র জ ন্য অভিজ্ঞ, জীবনীশ ক্তি বি শে ষ জ্ঞ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাঃ জেড. এম সাহেব [illegible] এস এফ এইচ এম এণ্ড আর বি আই এস এম বি-এর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করুন। বিশেষত্ব—আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। বিশেষ ঔষধ এবং ইনজেকশন ছাড়া আধুনিকতম যন্ত্রগুলি দ্বারাও [illegible] স্নায়বিক বৈকল্যের চিকিৎসা [illegible] ওরিয়েণ্টাল ডিসপেনসারী [illegible] ১০৬ হ্যারিসন রোড। (গ্রেস সিনেমার প্রায় অর্ধ ফার্লং পশ্চিমে)। ৩৪ ১১৫৮ সময়—৯—১২টা, বৈকাল ৫—৮টা। রবিবার বৈকালে বন্ধ।

সভা / সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

সর্বোদয় শান্তিপদযাত্রা: শান্তিপদযাত্রার সমাপ্তি দিবস দুপুর ২টায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে পদযাত্রা শুরু ও চৌরঙ্গী-পারক স্ট্রীটের মোড়ে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির পাদদেশে এসে শেষ হবে। পরে জনসভা। শিশু রঙমহল: ৬টা অবনমহলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। সদারঙ্গ সংগীত সংসদ: ৬টায় আলোচনা সভা। বক্তা—বাহাদুর খাঁ, শংকর ঘোষ ১৭ ক্যামাক স্ট্রীট সাততলায়। ঘোষ লেন সমিতি: ৬টায় ৪৯তম বার্ষিক অধিবেশন, শিল্পী মায়া সেন, ঋতু গুহ, সুবিনয় রায় ৪ ঘোষ লেন অঙ্গনে। রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অব কালচার: ৬-৩০ মিঃ বিবেকানন্দ হলে বিবেকানন্দের সমাজদর্শন বিষয়ে ইংরাজী বক্তৃতা। ফেডারেশন অব অ্যাসোসিয়েশন অব ইনজিনিয়ারস এনড টেকনিক্যাল অফিসারস: ৩-৩০ মিনিটে আর এন মুখার্জি হলে বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন। গঙ্গোত্রী হিমবাহ অভিযান কমিটি: ৬৷৷টায় এস এস কে এম হাসপাতালের বক্তৃতাকক্ষে 'চতুরঙ্গী' পর্বত অভিযাত্রীদের সুরেশকুমার স্মৃতি শীলড পুরস্কার প্রদান। নির্বাচনী সভা: নব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ বিকাল ৪৷৷টায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জনসভা। সভাপতি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু। বক্তা—সর্বশ্রী বিজয়সিংহ নাহার, সিদ্ধার্থশংকর রায়, কৃষ্ণকুমার শুক্ল, প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী প্রমুখ।

নব কংগ্রেসকে স্টীম ইঞ্জিন প্রতীক দেওয়া হোক

—রাজাজী

মাদরাজ, ২৯ জানুয়ারি—শ্রী সি রাজাগোপালাচারি নব কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে 'স্টীম ইঞ্জিনের' প্রস্তাব করেন।

'স্বরাজ্য'-এর ৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার জন্য স্বতন্ত্র দলের প্রতিষ্ঠাতা-নেতা যে প্রবন্ধ লিখেছেন তারই অংশবিশেষ তিনি সংবাদপত্রে পূর্বেই ছাপতে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, শ্রীমতী গান্ধী নিজেকে প্রগতিশীল বলে দাবি করেন। সুতরাং তাঁর দলের উপযুক্ত প্রতীক হবে ইঞ্জিন।

তিনি বলেন, নব কংগ্রেসকে গরুর প্রতীক দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। যদি এই ভুল যথাসময়ে সংশোধিত না হয় তাহলে সমগ্র নির্বাচন অসংগতভাবে পরিচালনা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা যাবে।"

—পি টি আই

ইনদোনেশিয়ায় রামায়ণ উৎসবের আয়োজন

জাকরতা, ২৯ জানুয়ারি—এই বছরের শেষ দিকে পূর্বজাভার পানদানে প্রথম আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এশিয়ার সাতটি দেশ এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করবেন বলে 'আনতারা' সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছেন।

ইনদোনেশিয়া সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের ডিরেকটর জেনারেল অধ্যাপক ইডা বাগুস মন্ত্র পূর্ব জাভার রাজধানী সুরাবায়া ভ্রমণ কালে উৎসবের স্থান ঘোষণা করেন। শ্রীমন্ত্র ধর্মে হিন্দু। ছাত্র হিসাবে তিনি শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ছিলেন।

ইনদোনেশিয়া ছাড়া আর যে সমস্ত দেশকে উৎসবে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছে ভারত, সিংহল, নেপাল, থাইল্যানড, কামবোডিয়া, লাওস এবং মালয়েশিয়া।

—ইউ এন আই

শনিবার বেলেঘাটায় স্বর্ণশিল্পীদের শোকদিবস

স্টাফ রিপোর্টার

এক স্বর্ণ শিল্পীর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার বেলেঘাটার স্বর্ণশিল্পীরা কাজ বন্ধ রেখে 'শোক দিবস' পালন করবেন।

বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির বেলেঘাটা শাখার সম্পাদক শ্রীনির্মল দত্ত এক বিবৃতিতে ওই কথা জানিয়ে বলেন, স্থানীয় এলাকার স্বর্ণশিল্পী শ্রীনিরঞ্জন ধর বুধবার আততায়ীর আক্রমণে নিহত হন।

টেলিগ্রাফ কর্মীদের নিয়ম-মাফিক কাজ

স্টাফ রিপোর্টার

কেন্দ্রীয় তার অফিসে করণিক উদ্বৃত্ত ঘোষণা করার প্রতিবাদে রাজ্যের টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মীরা বৃহস্পতিবার রাত দুটো থেকে ২৪ ঘণ্টার 'নিয়ম-মাফিক কাজের' আন্দোলন শুরু করেছেন। আন্দোলন শেষ হবার কথা শুক্রবার রাত দুটোয়। এর ফলে টেলিগ্রাম গ্রহণ ও বিলির কাজ ব্যাহত হয়েছে বলে জানা যায়।

শুক্রবার অল ইনডিয়া টেলিগ্রাফ ট্রাফিক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ক্লাশ থ্রি অ্যানড ক্লাশ ফোর-এর পক্ষ থেকে শ্রী জি সি ভাওয়াল ওই কথা জানান।

তিনি অভিযোগ করেন, কিছুদিন আগে 'স্টাডি গ্রুপ' সি টি ও অফিসে তদন্ত করে ১০৭ জন করণিককে উদ্বৃত্ত বলে ঘোষণা করেন। অথচ প্রতি মাসে করণিকদের 'ওভার টাইম' বাবদ খরচ হয় প্রায় এক লক্ষ টাকা।

সরস্বতী পুজোয় অতিরিক্ত জল

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

সরস্বতী পুজো উপলক্ষে রবিবার টালা পামপিং স্টেশন থেকে অতিরিক্ত পরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত মাঝারি চাপে এ জল পাওয়া যাবে। এ ছাড়া কাশীপুর, মাণিকতলা, টালিগনজ এলাকায়ও বড় টিউবওয়েলগুলি দুপুর বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত চালু থাকবে। এ সরবরাহ ব্যবস্থা সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত। কলকাতা করপোরেশনের সচিব শ্রীশৈলজানন্দ ভট্টাচার্য এক বিজ্ঞপ্তিতে ওই খবর জানিয়েছেন।

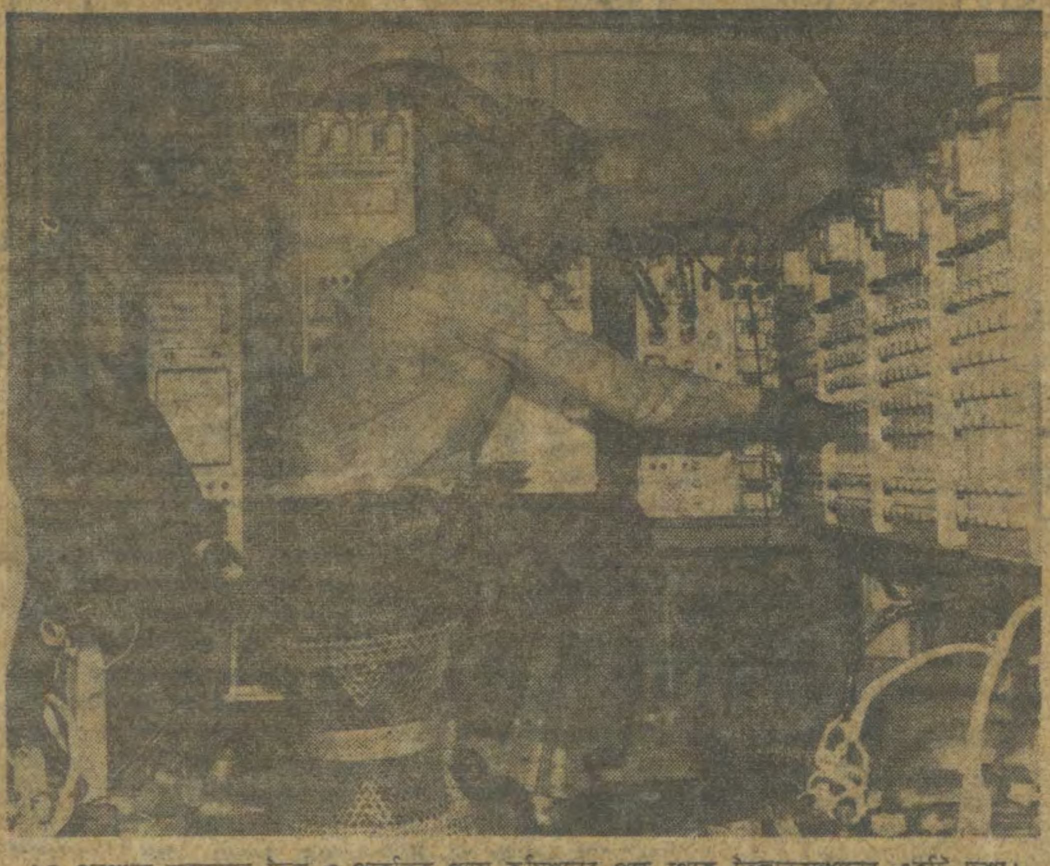

২৪ পরগণার বারাসাতে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের পক্ষ থেকে তৈলানুসন্ধানের একটি দৃশ্য। ওই বিভাগের ভূ-প্রকৃতিবিজ্ঞানী শ্রী এন কে গুহ একটি যান থেকে ভূ-সমীক্ষা চালাচ্ছেন। দঃ বারাসাত, জয়নগর ও মগরাহাট এই সমীক্ষার আওতায় আসবে।

বাণী বন্দনা

গারডেনরীচ সর্বজনীন সরস্বতী-পুজো (উমেশ নিয়োগী রোড)—আজ সন্ধ্যা ৬টায় পঞ্চাবংশতি বর্ষে সরস্বতী-পুজোর উদ্বোধন। সভাপতি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রধান অতিথি—শ্রীব্রজরঞ্জন রায়। ব্যাটরা নবীন সংঘ—বিকাল ৩৷৷টায় রজত জয়ন্তী বর্ষে সরস্বতী প্রতিমা উদ্বোধন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, নৃত্যনাট্য। নবীন যাত্রী সংঘ, ভাটোরা—সন্ধ্যা ৬টায় প্রতিমা উন্মোচন। শৈলেন স্মৃতি সংঘ (রামগড় শিশু মহল)—সন্ধ্যায় রামগড় প্রগতি সংঘ ক্লাব সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সরস্বতী-পুজোর উদ্বোধন। পূর্ব ভারতী টিউটোরিয়াল হোম ছাত্রছাত্রীবৃন্দ—সন্ধ্যায় উদ্বোধন অনুষ্ঠান। উত্তর হাওড়া তরুণ দল—সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ৩১ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় পাঠ্যপুস্তক বিতরণ। বরানগর মিত্র সংঘ—সন্ধ্যা ৭টায় প্রতিমা উন্মোচন ও পাঠাগার উদ্বোধন।

নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের কাছ থেকেও আমরা সরস্বতী পুজার আমন্ত্রণ পেয়েছি: কলকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়; সোসাইটি ফর দি ডেফ (১০৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড); রামকৃষ্ণ স্পোরটিং ক্লাব (বিদ্যাসাগর উপনিবেশন); ৪নং ওয়ারড (বেলতলা); বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় (৩৪।২ বেলতলা রোড); আমাপুর অজিত স্মৃতি মিলন সংঘ, দেবদূত সংঘ; হাওড়া দেশবন্ধু বিদ্যালয় ছাত্রবৃন্দ; ভদ্রকালী গান্ধী বিদ্যাপীঠ; অগ্রণী (ইলামবাজার, বীরভূম); রত্নাকর মণিমেলা (পি-১৪ মনোমোহন বসু স্ট্রিট); বিরাটি বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সুর ঝংকার বিদ্যাবীথি (৬৫ শশিভূষণ দে স্ট্রিট); শিক্ষাতীর্থ, হাওড়া; শিশুচক্র (১১এ সারপেনটাইন লেন); প্রফুল্ল প্রতাপ বিদ্যায়তন (৯৯ সি গড়পার রোড); শ্যামাপদ ইনসটিটিউশন (২০৬ বিবেকানন্দ রোড); হারডিঞ্জ হোসটেল—আবাসিকবৃন্দ; বরানগর কুটিঘাট বয়েজ স্পোরটিং ক্লাব; বিশ্ব কল্যাণ সংঘ, হাওড়া; যুব সংঘ (কুণ্ডঘাট, চন্দননগর); কুণ্ডুঘাট সর্বজনীন পুজা কমিটি—চন্দননগর; ভোলানাথ স্মৃতি সংঘ (৫০এ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট); বিশ্বনাথ মিশন কলেজ ও বিদ্যালয়—ছাত্রছাত্রীবৃন্দ (হাওড়া); আমরা কিশলয় (মুরারীপুকুর রোড); খামখেয়ালী সংঘ (মুরারীপুকুর রোড); দি নরথ সুবারবন কলেজ অব কমারস—বরানগর; সুরভারতী সংগীত বিদ্যালয় (সাউথ সিঁথি রোড); বীণাপাণি সংঘ (৫নং মিশন রো); মিতালী সংঘ (রামপুরহাট); ইকোডিলা অরকেস্ট্রা (৩৩এ বাদুড়বাগান স্ট্রিট); আশদতলা বিনোদ বিদ্যাপীঠ (মেদিনীপুর); আড়িয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়—ছাত্রছাত্রীবৃন্দ; হরিমোহন ঘোষ কলেজ—ছাত্রছাত্রীবৃন্দ; সুরঙ্গমা (৩৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ); রোহিণী চৌধুরাণী রুক্মিণী দেবী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মেদিনীপুর); সবুজ বীথি (দুর্গাপুর); ৩৮ পল্লী সর্বজনীন সরস্বতী পুজো (পরিচালনা—ভ্যালিয়েনটস অ্যাসোঃ, পার্শিবাগান লেন); সংগ্রামী দল (৩।৩ শ্রীবাস দত্ত লেন); শান্তি ইনসটিটিউট (২৬।২এ শশিভূষণ দে স্ট্রিট); গীতাঞ্জলী (৬নং মন্দির রোড, দমদম ক্যানট)।

ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোম (৫৯এ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড); বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ (বেলগাছিয়া); সাহাপুর লাইব্রেরি, 'দি একাডেমী' (১৩৩এ সারপেনটাইন লেন); বিবেকানন্দ লাইব্রেরি ও ইউনাইটেড স্পোরটসম্যান অ্যাসোসিয়েশন (চোরবাগান); সালকিয়া কমারশিয়াল কলেজ (৭, বেনারস রোড, সালকিয়া, হাওড়া); রবিচ্ছায়া (১৮এ গোবিন্দ বসু লেন); নবীন বালক সঙ্ঘ (১৮।এ ছিদাম মুদি লেন); বৈকুণ্ঠচন্দ্র মহেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদি ও প্রাক বুনিয়াদি বিদ্যালয়; ভবানীপুর শিক্ষানিকেতন (৭০ আশুতোষ মুখার্জি রোড, তিনতলা); নিমপুড়িয়া ডি পি (প্রস্তাবিত) হাই স্কুল; রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (মনসা দ্বীপ, ২৪ পরগণা); অগ্রপাণী অগ্রদূত সঙ্ঘ (২৪ ফকির চক্রবর্তী লেন); কে এস এম বি ক্লাব (সালকিয়া, হাওড়া); সোনাথলী আশ্রম, পুরুলিয়া); বাগবাজার টিউটোরিয়াল হোম (৫, শচীন মিত্র লেন); সাবর্ণী (হাজি আকেলিয়া লেন); কলা বিকাশ কেন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষায়তন (১৭বি গোপী বসু লেন); সমাজসেবী সঙ্ঘ (কুশবেড়িয়া বাজার, মেদিনীপুর); কিশোর সঙ্ঘ (ইটাচুণা, হুগলি); অরুণ বীণাপাণি ক্লাবের সারস্বতার্চনা; জেলা বীজ উৎপাদন ক্ষেত্র (কল্যাণী নদীয়া); বাঁধগোড়া কালীকৃষ্ণ বিদ্যালয় (মেলপুর);

শোক সংবাদ

রংপুরের বিশিষ্ট সেন বংশের শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সেন গত ১৮ জানুয়ারি তাঁর খড়দহস্থিত নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৭৪ বছর বয়স হয়েছিল। তিনি পত্নী, দুই পুত্র, দুই কন্যা রেখে গিয়েছেন।

ম্যাংগালোরে পুলিশের গুলিতে একজন ছাত্র নিহত: ৫ জন আহত

ম্যাংগালোর, ২৯ জানুয়ারি—আজ স্থানীয় সরকারী কলেজের সামনে একদল ছাত্র ইট পাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করলে পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়। গুলির আঘাতে একজন ছাত্র নিহত এবং আরও ৫জন আহত হয়েছেন।

আহত ছাত্রদের স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। হাসপাতাল থেকে জানা গিয়েছে যে, ২জন আহত ছাত্রের অবস্থা গুরুতর।

কয়েকদিন আগে একজন গাড়ির মালিক ও ছাত্রদের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়েছিল। এরপর থেকেই ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

পরে জানা যায় যে, ছাত্ররা একজন পুলিশকে ধরে নিয়ে গিয়ে 'প্রতিভূ' হিসাবে আটক রেখেছেন।

ক্রশ চেক-এ দুধের টাকা জমা নেওয়া হবে

স্টাফ রিপোর্টার

ফেবরুয়ারি মাসের দুধের জন্য সরকারী ডিপোতে আবার নগদ টাকা জমা নেওয়াবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সংস্থা নাকি নগদ টাকা জমা নিতে রাজি হননি। তাই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফেবরুয়ারি মাসের দুধের টাকা 'ক্রশ চেক' মারফৎ ডিপোগুলিতে জমা দিলে নতুন কারড দেওয়া হবে।

'মানি অরডার' যোগেও মিলক কমিশনারের নামে টাকা পাঠানো যাবে। ডাকঘরের সংশ্লিষ্ট রসিদটি ডিপোয় দেখালে নতুন কারড দেওয়া হবে। এ ছাড়া বৃহত্তর কলকাতায় দুধের জন্য নগদ টাকা জমা নেওয়ার জন্য ৪১টি ক্যাশ-কলেকশন কেন্দ্র খোলা হচ্ছে।

শুক্রবার, ২৯ জানুয়ারি এ মাসের দুধের টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ থাকলেও সব খরিদ্দারের টাকা এদিনের মধ্যে জমা নেওয়া যায়নি বলে জানা যায়।

বন্দী পালানোর ঘটনার জের: জেল ভ্যানের চালক ও ৩ জন পুলিশ সাসপেনড

বৃহস্পতিবার গৌরীপুর এলাকায় জেল-ভ্যান থেকে সাতজন বন্দীর পালাবার সময় ওই গাড়িতে জনৈক এ এস আই সহ যে তিনজন পুলিশ কর্মী ছিলেন তাঁদের এবং ভ্যানের চালককে 'সাসপেনড' করা হয়েছে।

শুক্রবার রাজ্য সরকার সূত্রে এ খবর পাওয়া যায়। আরও জানা যায় যে, ওই ভ্যানে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা সত্ত্বেও কী করে বন্দীরা উধাও হয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে। তদন্তের পর প্রহরারত পুলিশ কর্মীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ দিন বিকালে মহাকরণে রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবারই সন্ধ্যার দিকে নিউবারাকপুরের কাছে দুজনকে আবার গ্রেফতার করা ছাড়া পলাতক আরও পাঁচজনের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। সর্বত্র খোঁজ খবর চলছে। কার্শিয়াং জেল থেকে পলাতক তিনজন বিচারাধীন বন্দীরও কোন হদিশ মেলেনি।

মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি

বৃহস্পতিবার সকালে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের ১৩৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক ও পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য এদিন ৩৪ জন ছাত্রছাত্রীকে স্বর্ণপদক, বৃত্তি ও সারটিফিকেট দেওয়া হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ কে কে ঘোষ।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ডি রায় মহাশয় মেডিকেল ছাত্রদের চিকিৎসকের মহান আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তাঁরা যেন জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে সেবা করে যান। ছাত্র সংসদের সভাপতি শ্রীপ্রদীপ শেঠ সভায় ভাষণ দেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান ডঃ এস এন সেন।

সহপাঠীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ক্লাস বয়কট

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের একজন সহপাঠীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে শুক্রবার ক্লাস বয়কট করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ফেডারেশনের (বাম) পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে ধৃত ছাত্র শ্রীঅপূর্ব বণিককে তাদের কর্মী বলে বর্ণনা করে অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করা হয়েছে।

বোমা ফেলার নিন্দা

এদিন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভাপতি শ্রীশান্তগোপাল সাহা (এস এফ)বাম এবং সম্পাদক শ্রীসুধীশচন্দ্র রায় (এস এফ-ডান) এক যৌথ বিবৃতিতে আগেরদিন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ অফিস লক্ষ্য করে একদল সমাজবিরোধীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বোমা ছোঁড়ার ঘটনার নিন্দা করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ফেডারেশন (ডান)-এর পক্ষে এক বিবৃতিতে ছাত্রসংসদ সভাপতি শ্রীসাহার উপরোক্ত বিবৃতির উল্লেখ করে বলা হয় যে, অথচ আগেরদিন শ্রীসাহার সংগঠন এস এফ (বাম)-এর পক্ষ থেকে ওই ঘটনার জন্য এস এফ (ডান)-কে দায়ী করা হয়েছিল। এর থেকে 'এস এফ (বাম)-এর রাজনৈতিক দেউলিয়াপনাই প্রকাশ পায়।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি—নতুন নাম

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি' নামকরণ করা হ'ল এবং এই সমিতি আসন্ন নির্বাচনে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট প্রার্থীদেরই সমর্থন করবে।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মাধুরী দাশগুপ্তা ওই নামবদলের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, একই নামে আর একটি সংগঠন দক্ষিণপন্থীদের আছে। ফলে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তাই গত ২৩ জানুয়ারি সমিতির রাজ্য পরিষদের সভায় 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি' নামকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীমতী দাশগুপ্ত দাবি করেন, বর্তমানে তাঁদের সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষ ১৪ হাজার; এর মধ্যে ১ লক্ষ নতুন সদস্য গত দশমাসে হয়েছেন। নির্বাচনে যাতে সকল মহিলা ভোট দেন তার জন্য সমিতি ব্যাপক প্রচারকার্য চালাবেন।

সেই বাঘের বাচ্চা দুটির একটি মারা গিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিদেশী যাত্রীর সুটকেশ থেকে পাওয়া দুটি বাঘের বাচ্চার একটি মারা গিয়েছে। অতিমাত্রায় ঘুমের ওষুধ খাওয়ানোর ফলেই ওর মৃত্যু ঘটে বলে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের ধারণা।

শুল্ক বিভাগ থেকে বাচ্চা দুটি আনতে গিয়ে বাক্স-বন্দী অবস্থায় ওকে মৃত দেখা যায়। অপরটি এখনও পুরো সুস্থ নয়। খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশ পাহারায় চিকিৎসার জন্য রাখা হয়েছে।

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

২৯-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রত্যাহিক খেলার ফলাফল

১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং D-184108 প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং E-196304 A-367974, B-344729, C-276894

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

নূতন আসিল!
৪০০০
বেনারসী শাড়ী
কেরালা ও মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী
মূল্য বিশেষ কম

বিজয় Garments-এর যাবতীয় কোট, লেডিজ কোট ও সোয়েটার প্রতি টাকায় ছয় আনা বাদে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিক্রয় হইবে।

শাল প্রতি টাকায় চারি আনা বাদে ও বহু গরম মাল অর্ধ-মূল্যেও বিক্রয় হইতেছে।

হরলালকা এণ্ড কোং
(১) ৫২।১।১এ, কলেজ ষ্ট্রীট
(২) ৪৫সি, গ্রে ষ্ট্রীট
(৩) আমাদের নূতন শো-রুম ৮৬ কলেজ ষ্ট্রীট
(কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড জং—YMCA বিল্ডিং)

স্বপ্ন-আবেশে জড়ায়, হৃদয়ে রঙ ছড়ায়!!

ডার্মাকেয়ার ইউ-ডি-কোলনের মৃদুমদির গন্ধ:...স্বপ্নময় ছোঁয়া। কাজে ক্লান্তি নেই, আনন্দ। বিশ্রাম স্বপ্ন-আবেশে বিভোর। জীবন শুধু দিনযাপন নয়, প্রতিটি মুহূর্তকে রূপে-রসে-গন্ধে নিবিড় ক'রে পাওয়া।

ডার্মাকেয়ার ইউ-ডি-কোলন
প্রস্তুতকারক: সাহেব সিং'স্

'বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপচর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেন্টস', পোস্ট বক্স: ৪৪০, নিউ দিল্লী, এই ঠিকানায় লিখুন

ভিভা
স্বাস্থ্যকর পানীয়, কাজ করে দু'ভাবে
সারাদিন দেয় শক্তি অফুরান...
সারারাত নিশ্চিন্ত বিশ্রাম

ভিভা খান—গরম বা ঠাণ্ডা যেমন চান—জলে বা দুধে মেশান। পুরো স্নেহপদার্থযুক্ত দুধে ভরপুর ভিভা'তে আছে মল্ট, গম আর প্রোটিন—যা শরীরের কোষ সতেজ করে, স্নায়ু শান্ত রাখে, পেশীগুলোকে আরাম দেয়।
ভিভা সকালে খান—সারাদিন অফুরন্ত শক্তি পাবেন!
আর শোবার সময় খেলে—সারারাত অঘোরে ঘুমান!
ভিভা সহজপাচ্য খাবার—যাঁরা অসুস্থ বা অসুখ থেকে সদ্য উঠেছেন তাঁদের জন্যে বিশেষ উপযোগী।

স্বাদ অনেক ভালো—
মেশে আরো শিগ্গীর!

ভারতে তৈরি করেছেন
জগৎজীত ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড
একমাত্র বিক্রয় প্রতিনিধি
ঘোষ প্রোডাক্টস মার্কেটিং এজেন্সী
Shilpi J.L. 4A-71 Ben.

সকলেরই পছন্দ—বাজারের সেরা
নাইলনের এয়ারকণ্ডিশন গেঞ্জী
গম্ভীর হোসিয়ারী মিলস্
২০৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
PHONE: 33-2387 :: PHONE: 33-6476

বেতার বার্তা

শনিবার—৩০ জানুয়ারি

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম; ৬-৫ সুভাষিত—মহাত্মা গান্ধীর লেখা থেকে পাঠ; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ মহম্মদ সাগিরুদ্দিন খাঁ—সারেঙ্গী; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুরশ্ব সংগীত—বেহালা, শিশিরকণা ধরচৌধুরী; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ উৎপলা সেন—ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ মেখলা পাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা লোকগীতি পরিবেশনা—'রবীন্দ্রভারতী' ৮-১৫ অমলেন্দু বিকাশ করচৌধুরী—রাগপ্রধান; ৮-৩০ লক্ষ্মীশংকর—খেয়াল ও তারানা; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ শান্তা চক্রঃ—অতুলপ্রসাদের গান; ১০টা অচলা শীল—আলাপ ও ধ্রুপদ; ১০-৩০ মহম্মদ সাগিরুদ্দিন খাঁ—সারেঙ্গী; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা পি এন বার্ভে—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত—কুমার গন্ধর্ব ও সহশিল্পিবৃন্দ; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ অনিল বন্দ্যোঃ—এসরাজ; ২টা ডি ভি পালুসকর—ভজন; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ একসপোরট ক্লনট : ইংরেজী বুলেটিন, দ্বিজেন ঘোষ—লোকগীতি (শরট ওয়েভ) ২-৩৫ হিন্দী কার্যক্রম; ২-৪৫ রবীন্দ্রসংগীত (শরট ওয়েভ); ৩টা নীলিমা : বাংলা নাটক, কাহিনী—অগ্নিমিত্র; ৩-৫০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, পি এন বার্ভে—খেয়াল; ৫-৩০ মহিলামহল, রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ, বাপুজীর কথা; ৬টা অনিল বন্দ্যোঃ—এসরাজ; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ দ্বিজেন ঘোষ—লোকগীতি; ৬-৪০ সর্বোদয় : কথিকা; ৬-৫০ নীলিমা বন্দ্যোঃ—শ্যামাসংগীত; ৭টা কৃষিকথা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা বিচিত্রা : বাংলা রূপক; ৮-১৫ শান্তা চক্রঃ—রজনীকান্তের গান; ৮-৩০ নীলিমা বন্দ্যোঃ—পদাবলী কীর্তন; ৮-৪৫ সর্বোদয় ও মহাত্মা গান্ধী : বাং কথিকা—মন্মথনাথ সান্যাল—লোকগীতি, পরিবেশনা — রবীন্দ্রভারতী (শরট ওয়েভ); ৯টা মেখলা পাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা; ৯-২০ বাংলা সংবাদ; ৯-৩০ অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম, সং; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা সময় সংকেত, মিকিস থিওডোরাকিস—দি গ্রীক সাউণ্ড, সং; ১-৪০ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি—পপ সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং); ৬-১০ পি এন বার্ভে—খেয়াল; ৬-৩০ মহম্মদ সাগিরুদ্দীন খাঁ—সারেঙ্গী; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা জগন্নাথ মুখোঃ—শ্যামাসংগীত; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং) সং; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৭-৫০ নীলিমা বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৮টা জগন্নাথ মুখোঃ—ভক্তিমূলক গান; ৮-১৫ বেতার সংবাদে বিচিত্রা (ইং) (দিল্লি থেকে); ৮-২৫ বাঁশী; ৮-৩০ বিশ্বকল্যাণেকুষ্ঠ নিবারণ প্রচেষ্টা : কুষ্ঠ নিবারণ দিবস উপলক্ষে বাংলা কথিকা—ডিরেকটর অব হেলথ সারভিসেস; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান—অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ ইংরেজী কথিকা; ৯-৪৫ স্যাসকোকোন; ১০টা পাশ্চাত্য সংগীত; ১০-৩০ উৎপলা সেন—আধুনিক; ১০-৪৫ অমলেন্দু বিকাশ করচৌধুরী—ভজন; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি। অন্যান্য অনুষ্ঠান কলকাতা ক-এর অনুরূপ।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাঁটা আরম্ভ	
শনিবার—	১-৩	১-২১	৬-২১	৫-২৪

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

সেই ভয়ংকর দিনটি

বিশেষ প্রতিনিধি

আজ তিরিশে জানুয়ারি। গান্ধীজীর মৃত্যুদিন। স্মৃতি স্বভাবতই চলে যায় সেই দিনটিতে, যেদিন গান্ধীজী নয়াদিল্লিতে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন।

১৯৪৮, ৩০ জানুয়ারি, শুক্রবার। অন্যান্য দিনের মতই শীতের এই দিনটিও যথানিয়মে আবির্ভূত হল। চিরাচরিত অভ্যাসমত গান্ধীজী নয়াদিল্লি, বিড়লা ভবনে ভোর সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গীদের একজন সঠিক সময়ে প্রার্থনায় যোগ না দেওয়ায় তিনি একটু অসন্তুষ্ট। এ বিষয় উল্লেখ করে তিনি বললেন, সহকর্মীর এই সামান্যতম ত্রুটির জন্য তিনিই দায়ী।

প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পর গান্ধীজী একটি মাদুরের ওপর বসে কংগ্রেসের পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁর খসড়া নোটটি সম্পূর্ণ করার কাজে হাত দিলেন।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টায় অল্প কয়েকদিন আগে তিনি অনশনব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। শরীর দুর্বল। ভোর পৌনে পাঁচটায় গরম জল, মধু আর লেবুর রস মেশানো তাঁর স্বাভাবিক পানীয় এল। এক ঘণ্টা পরে খেলেন কমলালেবুর রস। তারপর গান্ধীজী কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে নিলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি চিঠিপত্রের ফাইল চেয়ে পাঠালেন। এ সম্পর্কে যথাযোগ্য পরামর্শ দিলেন।

সকালে প্রাতর্ভ্রমণের মত শরীরের অবস্থা না থাকায় গান্ধীজী ঘরের মধ্যেই পায়চারি করলেন। শুষ্ক কাশিতে ভুগছিলেন তিনি। এজন্য লবঙ্গ আর তালমিছরির গুঁড়ো করে গান্ধীজী মুখে রাখতেন। এতে কাশির উপশম হত। কিন্তু এই গুঁড়ো ফুরিয়ে আসছিল।

মনু তাই বললেন, আমি এখন যাই। এই গুঁড়োটা তৈরি করে নেই। নয়ত, রাত্রে দরকারের সময় পাওয়া যাবে না। গান্ধীজী ছিলেন নিয়মনিষ্ঠ। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানই ছিল তাঁর কাছে সত্য। তিনি মনুকে বললেন: কে জানে রাতে কী হবে, এমন কি, আমি বেঁচে থাকব কি না, তারও ঠিক নেই। তারপরে আবার বললেন: রাতে যদি বেঁচেই থাকি, তাহলে তখনও ওটা তৈরি করে দিতে পারবে।

অঙ্গসংবাহন করতে যাবার পথে গান্ধীজী কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর খসড়াটি শ্রীপ্যারেলালের হাতে দিলেন এটিই জাতির কাছে গান্ধীজীর শেষ উইল।

এই দলিলে গান্ধীজী বলেছিলেন, দেশ দুভাগ হয়ে গেলেও ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার ফলে বর্তমান আকারে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহের এবং সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলির অস্বাস্থ্যকর দ্বন্দ্ব থেকে কংগ্রেসের দূরে থাকা উচিত। এই সব কারণে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে, বর্তমান কংগ্রেস সংস্থাকে ভেঙে দিয়ে জনকল্যাণের আদর্শে কংগ্রেস, লোকসেবক সঙ্ঘ রূপে আত্মপ্রকাশ করুক। এ সম্পর্কে বিধিনিয়মও তিনি রচনা করেন। ভারতের গ্রামকে ভিত্তি করেই তাঁর খসড়াটি রচিত।

স্নানের পর গান্ধীজী বেশ সতেজ হয়েছেন। তাঁর স্বাভাবিক হাস্য-কৌতুক ফিরে এল।

ওজন নেওয়া হল। ওজনের মধ্যে গান্ধীজীর ওজন রেকরড হল ১০৯ পাউনড। তাঁর প্রাত্যহিক কাজ ছিল বাঙ্গলার হাতের লেখা অভ্যাস করা। সে কাজ তিনি করলেন এদিনও। তারপর, কিছু শাক, ছাগলের দুধ, চারটি টম্যাটো, চারটি কমলালেবু, গাজোরের রস, আদার রস, লেবুর রস, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি দিয়ে তৈরি খাদ্য তিনি গ্রহণ করলেন।

এর পর শ্রীপ্যারেলালের কাছে গান্ধীজী নোয়াখালির সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আলোচনা হল কাশ্মীর নিয়েও।

বেলা সাড়ে দশটা। গান্ধীজী তাঁর খাটে শুয়ে বাঙ্গলা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বেলা দেড়টায় গান্ধীজীর প্রাকৃতিক চিকিৎসা শুরু হল। এটি হচ্ছে পেটে মাটির প্রলেপ দেওয়া। শীতকাল, কিন্তু খুব কড়া রোদ। গান্ধীজী চলে এলেন নোয়াখালির কৃষকদের বাড়ির আদলে গড়া বাঁশের কুঁড়েতে। সেখানে শুরু হল সাক্ষাৎকার পর্ব। দেশ-বিদেশের সাক্ষাৎপ্রার্থীরা জড় হয়েছেন।

বেলা ৪টায় 'ইনটারভিউ' শেষ হল। গান্ধীজী এলেন নিজস্ব কক্ষে। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার প্যাটেল ও তাঁর কন্যা মণিবেন অপেক্ষারত। গান্ধীজী চরকা কাটছেন আর সরদার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করছেন। নেহরু-প্যাটেল মতান্তর গান্ধীজীর কানে বেশ আগেই পৌঁছে গেছে। গান্ধীজী সরদারকে বললেন যে, ক্যাবিনেটে তাঁর (সরদার) এবং নেহরুর দুজনেরই থাকা একান্ত আবশ্যাক। তিনি আরও বললেন, এদিনকার প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি এ সম্পর্কে উল্লেখ করবেন। এইদিন সন্ধ্যার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুও তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে তিনি জানালেন। গান্ধীজী এও বললেন যে, এই দুই নেতার আদর্শগত বিরোধ না মেটানো পর্যন্ত তিনি সেবাগ্রামে ফিরে যাবেন না।

দুজনে কথাবার্তা চলছে। বেলা সাড়ে চারটায় আভা, গান্ধীজীর সান্ধ্য-আহার্য নিয়ে এলেন।

প্রার্থনা সভার সময় এগিয়ে আসছে। কিন্তু এদিকে সরদার প্যাটেলের কথা তখনও শেষ হয়নি। গান্ধীজী অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ। আভা তা জানেন, কিন্তু মুখ ফুটে বাপুজীকে কিছু বলতেও পারছেন না। অবশেষে বেপরোয়া হয়ে আভা ঘড়িটি গান্ধীজীর সামনে রেখে দিলেন। তাতেও বিশেষ ফল হল না। অবশেষে গান্ধীজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এখন আমাকে প্রার্থনা সভায় যেতেই হবে।

আভা ও মনুর কাঁধে হাত রেখে গান্ধীজী বিড়লা ভবন থেকে প্রার্থনা সভার দিকে এগিয়ে চলেছেন। তিনি হাসছেন, আভা আর মনুর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করছেন।

প্রার্থনা সভার প্রবেশপথে গান্ধীজী মন্তব্য করলেন: আজ আমার দশ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছে। দেরি করাকে আমি ঘৃণা করি। ঠিক পাঁচটাতেই আমি প্রার্থনায় যোগ দিতে চাই।

জনতা গান্ধীজীর জন্য পথ করে দিচ্ছেন। গান্ধীজী এগিয়ে চলেছেন প্রার্থনা মঞ্চের দিকে। জনতার অভিবাদনের জবাবে গান্ধীজী যেইমাত্র আভা ও মনুর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে করজোড়ে প্রত্যাভিবাদন জানাবেন, তখনই অকস্মাৎ কে যেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার ভঙ্গীতে আনত হল এবং তাঁর খুব কাছ থেকে সাত-ঘরা একটি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল দিয়ে তাঁর দেহে পর পর তিনটি গুলি বর্ষণ করল। প্রথম গুলি গান্ধীজীর তলপেটে এবং আর দুটি তাঁর বুকে বিদ্ধ হল। 'রাম, রাম' বলে গান্ধীজী ঢলে পড়লেন। ঘটনার আকস্মিকতায় সমস্ত জনতা স্তম্ভিত। প্রত্যাভিবাদনের ভঙ্গীতে গান্ধীজীর যে হাত দুখানি যুক্ত হয়েছিল, তা শিথিল হয়ে পড়ে গেল।

আততায়ী নাথুরাম গডসেকে অন্যান্যদের সাহায্যে বিড়লা বাড়ির উদ্যানের মালি রঘু ধরে ফেলল। নাথুরামের বয়স ৩৬। সে ছিল মারাঠি হিন্দু।

গান্ধীজীর দেহ নিয়ে আসা হল বিড়লা বাড়ির সেই কক্ষে, যেখানে তিনি দেশের দুর্গনিধক্ষণে জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হবার ৩৫ মিনিট পর তাঁর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়। তখন ঘড়িতে ৫টা বেজে ৪০ মিনিট।

গান্ধীজীর মৃত্যুর খবর বেতার মারফৎ ঘুরে বেড়ালো সারা বিশ্বে। বিশ্ব হল শোকমগ্ন।

জওহরলাল বললেন : আমরা জীবনের পরম সত্য ও আলোক হারালাম।

বার্নার্ড শ'র বয়স তখন ৯২। তিনি গান্ধীজীর চেয়ে ১৪ বছরের বড়। শ' বললেন : অতি ভাল মানুষ হওয়া যে কত বিপজ্জনক, এই ঘটনায় তাই-ই প্রমাণিত হচ্ছে।

দিল্লি, যমুনাতীরে গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেখানে রচিত হয়েছে রাজঘাট। আজ রাজঘাটে, দেশ-বিদেশের মানুষ গান্ধীজীর প্রতি তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন, বিরামহীন স্রোতে।

লক্ষ্মী ঘি

আজ 'কুষ্ঠ নিবারণী দিবস'

নিজস্ব রিপোর্টার

অন্যান্য বছরের মত এবছরও আজ গান্ধীজির মৃত্যুদিনটিকে সারা দেশে 'কুষ্ঠ নিবারণী দিবস' হিসাবে পালন করা হবে। সারা রাজ্যে কুষ্ঠ নিবারণী কেন্দ্রগুলিতে এই উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখা এই উপলক্ষে এদিন অপরাহ্নে কলকাতায় সঙ্ঘের হলে একটি জনসভার আয়োজন করেছেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার উপস্থিত থাকবেন। ওইদিন হাসপাতাল ও অন্যান্য সংঘের সহযোগিতায় কুষ্ঠ নিবারণী তহবিলে অর্থসংগ্রহ করা হবে। এছাড়া, দুপুর একটায় শিয়ালদহ থেকে একটি মৌন মিছিল পারক স্ট্রীটে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির পাদদেশে যাবে।

হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণী সমিতি, হাওড়া—বিকাল ৫৷টার পিলখানা বস্তিতে মনুষ্যত্ব সংস্থার কেন্দ্রে সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

দিনপঞ্জিকা

আজ চতুর্থী : শ্রীশ্রীগণেশ পূজা
মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু দিবস

বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ১৬ মাঘ, ১৩৭৭ (১০ মাঘ, ১৮৯২ শক), ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭১, ২ জেলহজ্জ। চতুর্থী দিবা ঘঃ ৩।৩৭ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১।৫১ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২০।৪১ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১৯।৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি বিষ্টিদোষ সিদ্ধিযোগ মাত্র। শ্রীশ্রীগণেশ পূজা। মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ দিবস। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র মাঘ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ১৬ মাঘ, ১৩৭৭ (১০ মাঘ, ১৮৯২ শক), ৩০ জানুয়ারি, ১৯৭১, ২ জেলহজ্জ। চতুর্থী রাত্রি ঘঃ ৮।১৯।৫৯ সেঃ পর্যন্ত। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘঃ ৬।২১।২০ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২২।৩০ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১৭।১৩ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি চন্দ্রদগ্ধাদিদোষ সিদ্ধিযোগ মাত্র। শ্রীশ্রীগণেশ পূজা। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র মাঘ (শুক্লপক্ষ)।

এবারের নির্বাচনে সর্বজয়ী হওয়া যায় কী করে!

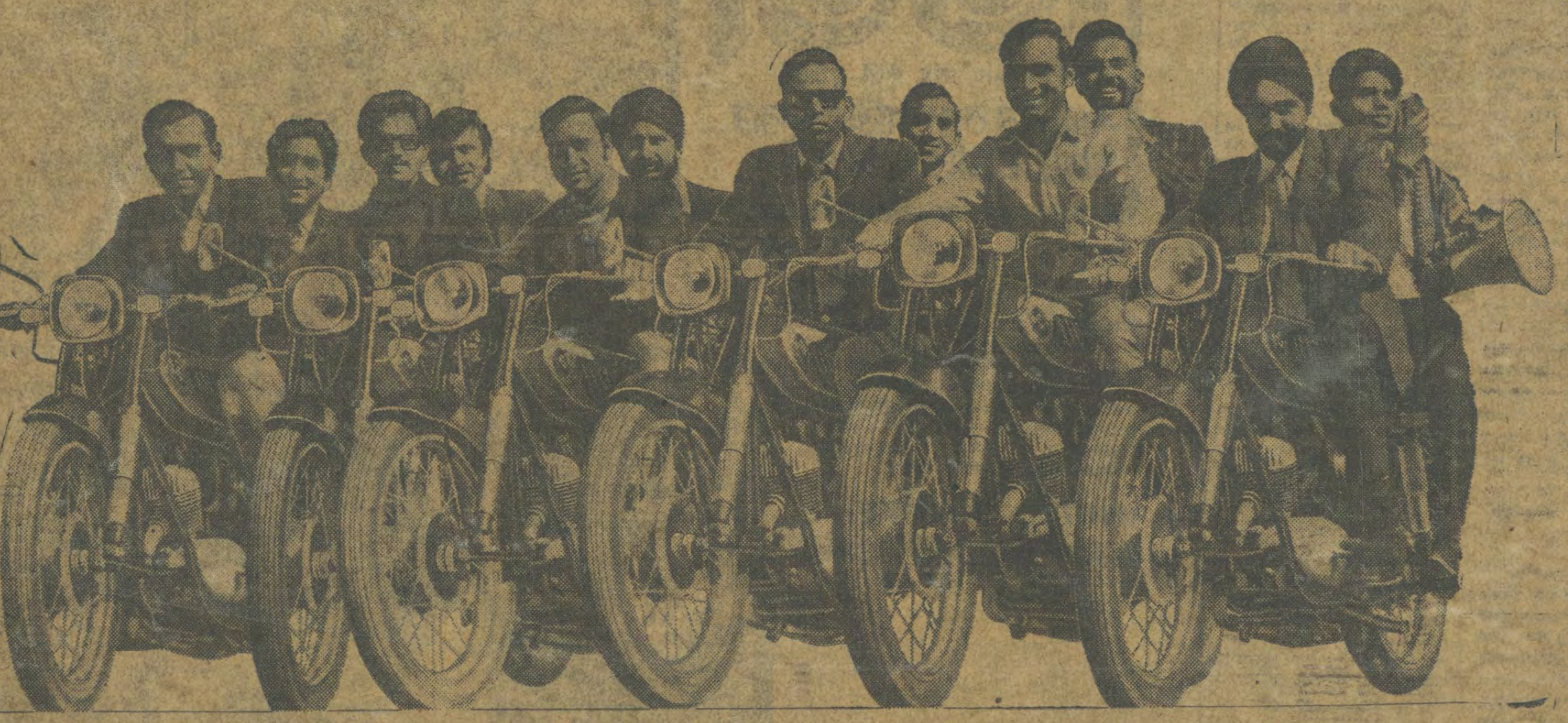

এইত—সামনেই আছে।
এস্‌কর্ট্‌সের অনুপম উপহার

প্রতি ছয়টি রাজদূতের সঙ্গে
ব্যাটারী চালিত ফ্রী পাওয়ার!

পেজ পোর্টেবল লাউডস্পিকার
অবশ্যম্ভাবী বিজয়াভিমুখে -
আপনার গ্যারান্টি!

জনসাধারণের কাছে পৌঁছান
গন্তব্যস্থানে অতি অল্প সময়ে পৌঁছান, দ্রুত গতি, দিক পরিবর্তন ক্ষমতা, গতি বর্ধন শক্তি—এ সবের জন্যই রাজদূত আপনাকে সর্বপ্রকারের রাস্তা দিয়ে দেশের দুরহ থেকে-দুরহ স্থানে পৌঁছাতে পারে—যেখানে এমনিতে চার চাকার বাহকগুলিরও যাওয়া কঠিন।

অল্পের চেয়েও অল্পে কার্যোদ্ধারের জন্য
ছয়টি মোটর সাইকেল বারজনকে নিয়ে যেতে পারে। তবে আপনি যা খরচ করছেন তা বাঁচাবেন যখন নিজের পয়সাটি রাজদূত চালিত শক্তির উপর লাগাবেন। রাজদূত রেজার কার্যকরী থাকবার জন্য আপনার কাছে কদাচই কিছু চাইবে। তা ছাড়া এও জানাবেন, এর কখনও কোন চালকের প্রয়োজন হয় না। যে কেউ সাইকেল চালাতে জানে সপ্তাহের মধ্যে অনায়াসে মোটর সাইকেল চালাতে পারে।

সম্পূর্ণ তৈরী ক্যাম্পেন ইউনিট
জনসাধারণকে জানাবার ব্যাটরী চালিত ফ্রী পাওয়ার পেজ পদ্ধতি। অর্ডার করা প্রতি ছয়টি মোটর সাইকেলের সঙ্গে আপনার সন্দেশ বিনামূল্যে পৌঁছবার জন্যই। তা ছাড়া একটি প্রশস্ত ও সুন্দর সাইড-র‍্যাক কেরিয়র প্রতিটি ক্যাম্পেনের জন্যও আছে এর সাথে আপনার নির্বাচন সাহিত্য সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য।

এই সব সুবিধাগুলি আপনার জন্য আছে
এবারের নির্বাচনের শেষাবধি।

আপনার নিকটতম রাজদূত বিক্রেতার সঙ্গে আজই কথা বলুন।

Rajdoot -শ্রেষ্ঠতম দুই চাকার বাহক
Escorts Limited

mcm/el/121ben

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার